NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ বোয়িং উড়ানে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে জনস্বার্থ মামলা

মার্চের মধ্যেই বায়ুসেনার হাতে ৬টি তেজস ৭

কলকাতা ২৫ জুন ২০২৫ ১০ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.06.2025, Vol.19, Issue No. 16, 8 Pages, Price 3.00

‘সংঘর্ষবিরতি’র ঘোষণা বিফলে, ক্ষোভ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘অনুরোধে’ও কাজ হচ্ছে না। সংঘর্ষবিরতি ঘোষণার পরেও যুদ্ধ থামার নাম নেই। প্রথমে ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী দাবি করেন, ইরান সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে হামলা চালিয়েছে। এরপর পালটা ইজরায়েলি সেনার হামলার খবর মিলেছে। তাঁর তরফে সংঘর্ষবিরতি ঘোষণার পরও এই ঘটনায় ইজরায়েল ও ইরান উভয়পক্ষের ওপর তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করলেন ট্রাম্প। কার্যত মেজাজ হারিয়ে তিনি বলেন, ‘ওরা জানে না, ওরা কী করছে।’

মঙ্গলবার ভোররাতে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ইরান-ইজরায়েল দু’পক্ষই সম্পূর্ণ সংঘর্ষবিরতিতে যাবে। এর শুরুটা করবে ইরান (প্রথম ১২ ঘণ্টা)। তাকে অনুসরণ করবে ইজরায়েল (পরের ১২ ঘণ্টা)। একপক্ষ সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করলে, অপর পক্ষও শান্তি বজায় রাখবে। ট্রাম্পের ঘোষণামাফিক ইরান জানিয়ে দেয়, নির্দিষ্ট সময় থেকেই তারা সংঘর্ষ থামিয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রাম্প আবার ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, সংঘর্ষবিরতি হয়েছে।

কিন্তু এই বিরতি ছিল ক্ষণিকের। সংঘর্ষবিরতি শুরুর খানিক পরেই ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হুঙ্কার দেন, ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট সংঘর্ষবিরতির ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেটা লঙ্ঘন করে ইজরায়েলের দিকে একঝাঁক মিসাইল ছুড়েছে ইরান। আর ইজরায়েল সরকারের নীতি, সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন হলে তার কড়া জবাব দেওয়া হবে। তাই আমি আইডিএফ-কে নির্দেশ দিয়েছি যেন তেহরান লক্ষ্য করে বড়সড় অপারেশন চালানো হয়।’

ইজরায়েল দাবি করে, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে হামলা চালিয়েছে ইরান। তাই ইরানের প্রাণকেন্দ্র তেহরান লক্ষ্য করে হামলা চালানোর নির্দেশ দেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ইজরায়েলের এই নির্দেশের পরেই যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগ অস্বীকার করে ইরান। তাদের দাবি, মিসাইল হামলার অভিযোগ একেবারে মিথ্যে। উলটে ইরান জানিয়েছে, তারা সংঘর্ষবিরতি মেনে নিয়েছে। ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিওরিটি কাউন্সিলের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শত্রুদের যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে। তবে শত্রুরা যদি আবার হামলা করে, তা হলে পালটা দিতেও প্রস্তুত ইরান।

ওরা জানে না, ওরা কী করছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, সংঘর্ষবিরতি হলেও আদৌ কি শান্ত হবে মধ্যপ্রাচ্য?

নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন ট্রাম্প। এদিন হোয়াইট হাউস থেকে হেগের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে সাংবাদিক বৈঠকে ইজরায়েল ও ইরানের ওপর ক্ষোভপ্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে সংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার কিছুক্ষণ আগেই সমাজমাধ্যমে ইজরায়েলকে ধমকের সুরে ইরানে বোমা ফেলতে বারণ করেন ট্রাম্প। ওই পোস্টে তিনি লেখেন, ‘ইজরায়েল ওই বোমাগুলো ফেলো না। এটা করলে বড়সড় লঙ্ঘন হবে। এখনই পাইলটদের ফিরিয়ে নাও।’ এই বার্তাতেও কাজ হয়নি। তেহরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। সূত্রের খবর, নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পালটা বার্তায় জানান, আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া এই হামলা থামানো সম্ভব ছিল না।

মমতার বার্তা

■ **ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের আবহে শান্তির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘যুদ্ধ কিছু আনে না। মানুষই কেবল রক্ত ঝরায়। আমি চাই পৃথিবী দূষণমুক্ত হোক, মানুষ শান্তিতে বাস করুক। যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে প্রকৃতিতে, আকাশ-বাতাস-জল সবই দূষিত হচ্ছে। তাই যুদ্ধ নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হোক ভারত।’**

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

দিঘায় মমতা

■ **ঠিক ছিল রথযাত্রার আগের দিন বৃহস্পতিবার দিঘায় যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সফরসূচির কিছু রদবদল করছেন। বৃহস্পতিবারের বদলে বুধবারই দিঘায় পৌঁছে যাবেন তিনি। এমনই খবর নবান্নে সূত্রে। শুক্রবার রথযাত্রা। জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে দিঘায় প্রথম বার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রথযাত্রা উৎসব। সেই কারণে এ বার প্রথম থেকেই বাড়তি গুরুত্ব ও সতর্কতার উপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।**

এসপিকে তলব

■ **বোলপুরের আইসি-কে কদর্য ভাষায় তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের আক্রমণের ঘটনায় এবার বীরভূমের এসপি-কেই একেবারে দিল্লিতে হাজিরার নির্দেশ দিল জাতীয় মহিলা কমিশন। ১ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁকে এই হাজিরা দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে পুলিশ সুপার আমনদীপকে এক বিকল্পও দেওয়া হয়েছে। তিনি হাজিরা দিতে না পারলে তদন্তকারী আধিকারিককে হাজিরা দিতে হবে। তবে এই দু’জনের কেউই হাজিরা না দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশন।**

এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার চার, রিপোর্ট তলব জাতীয় মহিলা কমিশনের

‘পুলিশ বিচার না দিলে, সিবিআইয়ের কাছে যাব’

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী তামান্না খাতুনের মৃত্যুর ঘটনায় নদিয়া জেলার পুলিশ সুপারের কাছে জবাব তলব করল জাতীয় মহিলা কমিশন। ভোটে ‘উপদ্রুত’ এলাকা হিসেবে পরিচিত নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভার মোলান্দিতে বিজয়-মিছিলের সময় কি যথেষ্ট পুলিশি নিরাপত্তা ছিল? জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কাছে অশান্তির আগাম খবর ছিল কি? কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এই সব প্রশ্ন তুলে জানিয়েছেন, মঙ্গলবার থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে অর্চনা বলেন, ‘যে মায়ের কোল খালি হল, তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ খোয়ালেন। এই দোষ কার? শুধু একটি ভোটের জয় উদযাপনের জন্য একটি প্রাণ চলে গেল!’ পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অর্চনার সংযোজন, ‘এটা পুলিশ দেখবে না কেন? নিশ্চয়ই ওদের গাফিলতি রয়েছে। আমি এসপিকে প্রশ্ন করেছি। ওঁকে উত্তর দিতে হবে।’

মঙ্গলবার মৃত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে শুরু করে জেলার বাম এবং বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনায় ফুঁসছেন নিহত ছাত্রী তামান্না খাতুনের মা। তাঁর দাবি, যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের সবাইকেই তিনি চেনেন। সে কথা পুলিশকে তিনি বলেছেন। কিন্তু তার পরেও কেন ধরা যাচ্ছে না? প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘পুলিশকে তো একশোবার বলা হয়েছে কারা ছিল ওখানে। আমি তো চিনি সবাইকে। পুলিশ ন্যায়বিচার করতে চায় না। ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছি। যদি আমার না বিচার হয়, তা হলে আমি যেখানে বিচার পাব, সেখানে যাব। কোর্টে যাব। আমি সিবিআইয়ের কাছে যাব।’

এই ঘটনায় জেলা বিজেপির সভাপতি অর্জুন বিশ্বাসের কটাক্ষ, ‘তৃণমূল সরকার সংখ্যালঘুদের শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক এবং লেঠেল হিসেবে ব্যবহার করে। একটি শিশুর প্রাণ কেড়ে নেওয়ার মতো পৈশাচিক কাজ করেও কী ভাবে অভিযুক্তরা পার পেয়ে যেতে পারে, সেটাই অবাক করার মতো বিষয়।’ উল্লেখ্য, ন’বছরের বালিকার মৃত্যুতে এখনও পর্যন্ত চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের এদিন আদালতে তোলা হলে কালু শেখ এবং মনোয়ার শেখের ৬ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি, হেপাজতে না-চাওয়ায় আনোয়ার শেখ ও আদর শেখের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

তামান্নার পরিবার সূত্রে খবর, ময়নাতদন্ত শেষে মঙ্গলবার বিকেলে তার দেহ পৌঁছয় বাড়িতে। সন্ধেয় ময়নাতদন্তের পর মৃতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। স্থানীয় ইদগাহ ময়দানে শিশুটির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। নতুন করে যাতে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি না-হয়, সে জন্য এলাকায় পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপার দায়িত্ব রয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার এক আধিকারিক।

বাংলায় কথা বললেই কি বাংলাদেশি? প্রশ্ন মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার থেকে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের আটক করার ঘটনায় মঙ্গলবার বিজেপি-শাসিত রাজস্থান সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বাংলাভাষীদের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ চলছে, বাংলাকে হেয় করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। ই ঘটনাকে ‘ভাষা-বিদ্বেষ’ বলে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, ‘বাংলাকে বাদ দিয়ে কি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য টিকবে? রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নেতাজি- সবাই এই ভাষায় কথা বলেছেন।’ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘বাংলা ভাষায় কথা বললেই কি বাংলাদেশি? তা হলে বলে দেওয়া হোক, বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ।’ পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারি দেন, ‘ই অন্যায় বন্ধ না-হলে কড়া আন্দোলনে নামবে বাংলা।’

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ঘটনা নিয়ে তিনি নিজে বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দূতাবাস তাঁকে জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিরা ভারতীয় নাগরিক এবং তাঁদের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে। তা সত্ত্বেও কেন তাঁদের আটক রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। শেষে সংবিধানের মূল্যবোধের কথা তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যদি শুধু বাংলা বলার অপরাধে কাউকে বাংলাদেশি বলা হয়, তা হলে সেটা দেশের সংবিধানের সরাসরি অপমান। সংবিধান সকল ভাষার মর্যাদা দেয়, তার মধ্যে বাংলা অন্যতম।’

সোমবার বিধানসভার অধিবেশনে ঘটে যাওয়া অশান্তি প্রসঙ্গে বিরোধীদের আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ‘গতকাল যারা বিধানসভায় অন্যায় করল, তারাই আজ অভিযোগ করছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য, যেখানে বিধানসভায় বিরোধীরা সবচেয়ে বেশি সুযোগ পান।’ সোমবার বিধানসভায় হঠাৎ ধস্তাধস্তির জেরে বিধানসভার নিরাপা কর্মীদের কয়েকজন আহত হন। এদিন সেই আহত কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। কথা বলেন, ছবিও তোলেন তাঁদের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমি শুনেছি, কয়েকজন বিধানসভা কর্মী আহত হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই নাকি এফআইআর হয়েছে। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় অনেক বিধায়কের বেতন কাটা হয়েছিল। আমি বলছি না, আপনি (স্পিকারের উদ্দেশে) বেতন কাটুন, তবে আপনি আইনজীবী মানুষ, নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করবেন।’ মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।’ এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী যখন বিধানসভায় কব্য রাখছেন, তখন বিজেপি বিধায়করা সোমবারের মতো মঙ্গলবারও বিধানসভার বাইরে ‘চুপ, বিধানসভা চলছে’ লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভে সরব হন। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব এবং বিরোধীদের কণ্ঠরোধের অভিযোগ তুলে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান।

এরই মাঝে বিধানসভায় উপস্থিতি ও গঠনমূলক অংশগ্রহণের জন্য পুরস্কার চালুর প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বিধানসভায় পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, ‘বিধানসভায় অ্যাটেনডেন্সের পুরস্কার দিলে আগ্রহ বাড়বে। নিয়মিত যাঁরা আসেন, ভালো ভাবে অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।’ শুধু বিধায়করাই নন, বিধানসভার কর্মী এবং ইতিবাচক ভাবে খবর করা সাংবাদিকদেরও এই পুরস্কারের আওতায় আনার প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুকুর ভরাটে ক্ষোভপ্রকাশ

■ **রাজ্যে জলাভূমি বোজানোর প্রবণতা নিয়ে বিধানসভায় তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পরিবেশরক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জলাভূমি আমাদের ফুসফুস। কেউ যদি নিজের স্বার্থে পুকুর বুজিয়ে নির্মাণ করেন, তা হলে আমি নিজে গিয়ে সেই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেব। স্থানীয় প্রশাসন, পুরসভা ও পঞ্চায়েতকে বলব, এমন নির্মাণ রুখে দিতে।’ মুখ্যমন্ত্রী জানান, কিছু জায়গায় এমন ভাবে ঘিঞ্জি এলাকা তৈরি হয়েছে যে, সেখানে অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত ঢুকতে পারছে না। তিনি বলেন, ‘অপরিকল্পিত নির্মাণে পুকুর, জলাজমি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ বুঝতে পারছে না, তারা নিজেরাই নিজেদের ফুসফুস বন্ধ করে ফেলছে।’**

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

পথ দেখাচ্ছে কালীগঞ্জ, ঐক্যেই জোর শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে হিন্দু ঐক্যই পরিবর্তনের চাবিকাঠি। মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কালীগঞ্জ উপনির্বাচনের বুথভিত্তিক ফলাফল তুলে ধরে মঙ্গলবার তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘হিন্দু ঐক্যই একমাত্র পথ।’ তাঁর মন্তব্য, ‘হিন্দুরা জোটবদ্ধ না-হলে মোথাবাড়ি, মুর্শিদাবাদ, মহেশতলা- বাড়তেই থাকবে আক্রমণ ও হামলা যদি সারা বাংলার হিন্দুরা এক হয়, তা হলে ২০২৬-এ পরিবর্তন অনিবার্য।’

কালীগঞ্জের উপনির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে শুভেন্দু এদিন দাবি করেছেন, সংখ্যালঘু ভোট একদিকে গিয়েছে, আর হিন্দু ভোটে বিজেপি এগিয়েছে। তিনি লেখেন, ‘কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে মুসলিম অধ্যুষিত সিংহভাগ বুথগুলোতে বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট হয় ‘একক সংখ্যায়’ সীমাবদ্ধ অথবা পঞ্চাশের গণ্ডি পেরোয়নি। বিজেপি প্রার্থী মুসলিমদের ভোট পাননি।’ তিনি আরও জানান, ‘আবার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বুথে প্রায় সবগুলোতেই বিজেপি এগিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ভোটারদের এই ঐক্যের চিত্র আগামী দিনে রাজ্যে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ধ্বজা ওড়ানোর ইতিহাস রচনা করতে চলেছে।’

বিরোধী দলনেতার কথায়, রাজ্যে পরিবর্তন সম্ভব শুধুমাত্র হিন্দু ভোট এক ছাতার তলায় এলে।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শুভেন্দুর এই বক্তব্যকে স্পষ্ট ‘ধর্মভিত্তিক ভোট মেরুকরণের কৌশল’ বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মত, শুভেন্দুর বক্তব্যে একদিকে যেমন সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অন্য দিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটারদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান রয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রসন্নর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের এসসসি গ্রুপ সি ও ডি কর্মী নিয়োগ দুর্নীতিতে নতুন মোড়। এবার এই কেলেঙ্কারির তদন্তে বড়সড় পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মঙ্গলবার ইডি জানায়, তারা প্রসন্নকুমার রায়ের নামে থাকা তিনটি চা বাগান সংস্থার মোট ২৭.১৯ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ী ভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে।

জানা গিয়েছে, প্রসন্নকুমার রায়ের বাজেয়াপ্ত হওয়া সংস্থাগুলি হল- স্যামসিং অর্গ্যানিক টি প্রাইভেট লিমিটেড, ইয়াংটং অর্গ্যানিক টি প্রাইভেট লিমিটেড ও বামনডাঙা টি স্টেট প্রাইভেট লিমিটেড। ইডির দাবি, এই তিন সংস্থার নামে যে সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে বাংলো, চা কারখানা, উৎপাদন যন্ত্র (প্ল্যান্ট ও মেশিনারি) এবং বিভিন্ন যানবাহন। এই সব সম্পত্তিই বেআইনি ভাবে গ্রুপ সি ও ডি পদে নিয়োগপ্রাপ্ত অযোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নগদ টাকা আদায়ের মাধ্যমে কেনা হয়েছিল। উল্লেখ্য, এই নিয়ে এসসসি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাগুলোতে ইডির মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াল ৬৩৬.৮৮ কোটি টাকা।

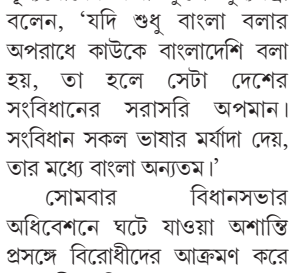

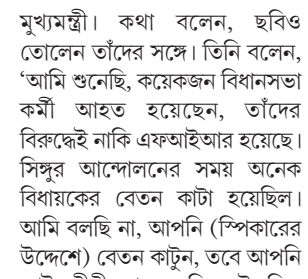

ইডি জানিয়েছে, দুর্নীতির তদন্ত এখনও চলছে এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, নিয়োগ দুর্নীতির মাধ্যমে যে অর্থ লেনদেন হয়েছে, তার উৎস ও ব্যবহার চিহ্নিত করাই এখন তাদের মূল লক্ষ্য।

ভ্রম সংশোধন

২৪ জুন তারিখে প্রথম পাতায় ‘ব্যবধান বাড়িয়ে জয় জোড়াফুলের’ শীর্ষক প্রতিবেদনে বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ভুল প্রকাশিত হওয়ার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৩/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০৩৭ নং এফিডেভিট বলে Krishna Kumar Sah S/o. Chhote Lal Sah ও Krishna Kr. Ram S/o. C. L. Ram সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪৬২৫ নং এফিডেভিট বলে Ashok Hazra S/o. Haru Hazra ও Tapan Hazra S/o. Late Haradhan Hazra উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৫/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪০৩০ নং এফিডেভিট বলে Kumari Shantoshi W/o. Shiw Kumar Ram ও Kumari Santoshi W/o. Shiw Kumar Ram R/o. Lokopara, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123 উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Muskan Ram.

নাম-পদবী

গত ০৬/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৮৯৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Tara Debi (old name) W/o. Late Bagar Chowdhury D/o. Late Ram Kiran Chowdhury, R/o. Shankhanagar, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Tanu Debi (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Tara Debi & Tanu Debi W/o. Late Bagar Chowdhury D/o. Late Ram Kiran Chowdhury উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫১৭৮ নং এফিডেভিট বলে Dipankar Roy S/o. Asit Roy ও Dipak Roy S/o. Asit Roy উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৭/২০২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৩৪২ নং এফিডেভিট বলে Rinku Saroj D/o. Late Matru Saroj ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতামহ Lakshman Parsi S/o. Late Kharsan Parsi ও আমার পিতামহী Tulsi Parsi W/o. Lakshman Parsi তাহাদের নামের সহিত পদবি Parsi ব্যবহার করেন, কিন্তু বর্তমানে আমার পিতার সকল ওয়ারিশগণ আমরা সকলে নামের সহিত আমাদের পদবী Saroj ব্যবহার করি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫১৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Farid Iqbal S/o. Late Abdul Rahaman R/o. Hosenabad, Mogra, Polba, Hooghly-712148 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০৩/০৬/১৯৭০. কিন্তু ভুল বশত আমার আগের পাসপোর্ট-এ ০১/০২/১৯৬৯ লিপিবদ্ধ আছে।

নাম-পদবী

গত ২০/০৫/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৪০৩১ নং এফিডেভিট বলে Kumari Shantoshi W/o. Shiw Kumar Ram ও Shantoshi Kumari W/o. Shiw Kumar Ram R/o. Lokopara, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123 উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Bishal Ram.

নাম-পদবী

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স ভুলবশত AMIT KUMAR YADAV S/O R YADAV নাম Record আছে (WB-15-20110193024) ১১/০৬/২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J.M কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি AMIT YADAV পিতা KRISHNA YADAV নামে পরিচিতি হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, **Joy Ram Gupta**, aged 25 years, son of Parameswar Ram Gupta, resident of Saratpally, Ward no.1, P.O.- Inda, P.S.- Kharagpur (Town), Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721305. In my Aadhaar card being no.9716 3880 8574, my full name is wrongly recorded as **Mani Ramgupta** instead of **Joy Ram Gupta**.Vide Affidavit no. 5660 dt. 13/06/2025, In the Court of Ld. Judcial Magistrate, 1st class, Kharagpur, I do hereby solemnly affirm and declare that I, **Joy Ram Gupta** and **Mani Ramgupta**, son of Parameswar Ram Gupta is same, single and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Abhijit Kumar Chaudhury residing at Sripur Badamtala, P.O.- Madhyamgram Bazar, Madhyamgram, Kolkata- 700130 do hereby declare vide affidavit no. 1682 dated 17.06.2025 filed before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata that in my daughter Priyanka Dutta Gupta's passport, my name should be enclosed as Legal Guardian in place of my daughter's husband name i.e. Avijit Dutta Gupta and I have no problem if my name is shown as Local Guardian.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ ওয়াহেদ করিম পিতা- মৃত সেখ সামসুর ও রিঙ্কু বিবি স্বামী সেখ ওয়াহেদ করিম পাঁচবেড়িয়া মৌজার JL NO 233, KHATIAN RS 419/3, PLOT- RS- 125 এ সেখ ইদু, পিতা সেখ হাবলু ও নাজমুন নেশা বিবি, স্বামী সেখ ইদু এর নিকট ০৯.০৯ ডেসিঃ জায়গা কিনেছে, DEED NO 188/14, কিন্তু বিক্রেতা গন আমমোক্তার নামা (IV-214/08) দিয়ে নাসেরিন খাতুন, তানজিলা খাতুন, সেখ সাদ্দাম সকলের পিতা সেখ ইদু ও সাবেরিন বেগম স্বামী সেখ রাজ্জাক বিক্রি করেন, এখন আমার মক্কেল গন তাদের নিজেদের নামে রেকর্ড করাতে চায়, তাই জমির মালিকানার ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকলে ৩০ দিন (এক মাস) এর মধ্যে জানাতে হবে নচেৎ অভিযোগ গ্রাহ্য হবেনা, মোবাইল মারফত জানাতে পারে,

RAJAN GUPTA
MOB. NO- 7872139055

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৫শে জুন, ১০ই আষাঢ়। বুধ বার। অমাবস্যা তিথি, জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী রবি দশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল মহাদশা, মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

।। নোটিশ ।।

এই মর্ম্মে সকলকে জ্ঞাত করাইতেছি যে আমার মক্কেল **বিশ্বজিৎ চৌধুরী**, পিতা- স্বর্গীয় ননী গোপাল চৌধুরী, সাং - নাজিরাপাড়া গোরস্থান লেন ওয়ার্ড নং - ৬, পোঃ - কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০১ মহাশয় গত ইংরাজী 27.10.2023 তারিখে কৃষ্ণনগর কোতয়ালী পুলিশ স্টেশনে একটি জি.ডি. দায়ের করেন যাহার নং **১৮১৬** যাহার বিষয় হলো তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা **প্রবীর চৌধুরী (লালু)** ২৮ বছর বয়সে আজ হইতে ৩১ বৎসর আগে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৯৪ সালে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় যাহার হদিশ আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই মর্মে যদি কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় বা আপত্তি থাকিলে নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করিবেন মোবাইল নম্বর - ৯৮৮৩৪৩০৮৮৭ ।

Swarnava Banerjee (Advocate)
Krishnagar, Nadia.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **ঐশী কামিল্যা** ও **অমিশা কামিল্যা** উভয়ের পিতা-মৃত অঞ্জন কুমার কামিল্যা সাকিম-শালবাগান, পোঃ-বিষ্ণুপুর, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-বাঁকুড়া, এর বাসিন্দা হইতেছেন। বিগত ইং-০৫/০২/২০২৫ তারিখে পশ্চিম মেদিনীপুর ডি.এস.আর-২ অফিসে বুক-IV ১৯/২৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিলে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শালবাগান সাকিমের অঞ্জন কামিল্যার পত্নী **তনুশ্রী কামিল্যা** মহাশয়া কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

বর্তমানে উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে আমমোক্তার গ্রহীতা **তনুশ্রী কামিল্যা** পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার, থানা-চন্দ্রকোনা মৌজা-চন্দ্রকোনা, জে.এল নং- ১০৩ এর সাবেক ১৪৭৯, ১৪৮৬, ১৪৮৭, হাল ১৮২৮, ১৮৩৫, ১৮৩৬, দাগে ১০ নং খতিয়ান হইতে মোট ৭.৫০ শতক সম্পত্তি তদ্‌উপরিস্থিত প্রথমতল ১১০০ বর্গফুট ও দ্বিতীয়তল ১১০০ বর্গফুট পশ্চিম মেদিনীপুর ডি.এস.আর- ১ অফিসে বিগত ইং-৩০.০৪.২০২৫ তারিখে ৫৫০৭/২০২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রঞ্জন কামিল্যা** পিতা মৃত শংকর চন্দ্র কামিল্যা এবং **লোপামুদ্রা কামিল্যা** স্বামী রঞ্জন কামিল্যা উভয়ের ঠিকানা এপার্টমেন্ট নং ০৩, ফ্লোর-২১, টাওয়ার-ই দ্বীতিয় উটালিকা-দি কনডোভাইল, ৪০৫ বরখোলা, মুকুন্দপুর বাজার, মুকুন্দপুর, কোলকাতা -৭০০০৯৯, পোষ্ট-মুকুন্দপুর, থানা-পূর্ব যাদবপুর, জেলা-দক্ষিন ২৪ পরগনাস কে বিক্রয় করিয়াছেন।

এক্ষনে উক্ত আমমোক্তারনামা ও বিক্রয় কোবালা দলিলের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রী অফিস এবং বি.এল.আর.ও চন্দ্রকোনা-২ অফিসে আইনত বৈধ প্রামান্য নথি সহ অভিযোগ দায়ের করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Amit Kumar Das (Advocate)
Judges' Court, Paschim Medinipur
Enrolment no. - F/298/183 of 2009

আমার মক্কেল মধুসূদন মন্ডল, পিতা ৺বলাই চন্দ্র মন্ডল মহাশয় গত ইং ১৪.১২.২০২৩ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০২৩, পাতা নং ৩৯১১৮৩ হইতে ৩৯১২০০, বিয়িং নং ০৫০২১২৯৯৮ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা ১) শ্রী শশীকান্ত খান্ডেলওয়াল, ২) শ্রী রবিকান্ত খান্ডেলওয়াল, উভয়ের পিতা ৺বীরেন্দ্র খান্ডেলওয়াল, ৩) শ্রীমতী রেখা খান্ডেলওয়াল, স্বামী মনিষ খান্ডেলওয়াল মহাশয়/মহাশয়াগণের নিকট হইতে কোনা (জে.এল. নং. ১০৭) মৌজায় সাবেক ৭১৬, হাল ৪৮৪৪ নং খতিয়ানে সাবেক ৬৩৯ নং হাল ৬৬৫ নং দাগের অংশে ২ (দুই) কাঠা শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালি-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী কৃষ্ণা ভৌমিক** স্বামী স্বপন ভৌমিক, পিতা ৺কার্ত্তিক চন্দ্র দাস সাকিম বোড়াই, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৩০৬ মহাশয়া বিগত ইং ২৯/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সিঙ্গুর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4371/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(শ্রী দেবাশীষ দাস** পিতা ৺কার্ত্তিক চন্দ্র দাস, সাকিম দুর্গারামপুর, মোল্লাসিমলা, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২২২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে আমি অপর সরিকগণ **১)শ্রীমতী শঙ্করী দাস** স্বামী ৺কার্ত্তিক চন্দ্র দাস ও **২)শ্রীমতী রেবা কোলে** স্বামী ৺অশোক কোলে, পিতা ৺কার্ত্তিক চন্দ্র দাস মহাশয়াগণের সহিত যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/১১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সিঙ্গুর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5737/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শেখ খাদিজাবিবি** পিতা শেখ বেচু, স্বামী আমজাদ আলী, সাকিম এ.টি.-১০, ম্যাক্স এপার্টমেন্ট, সফি মজিল দানলিমদা, আহমেদাবাদ সিটি, আহমেদাবাদ, শাহ আলম রোজা, গুজরাট-৩৮০০২৮, হাল সাকিম মোল্লাসিমলা, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২২২৩, মহাশয়াকে ০৩ কাঠা ১১ ছটাক ১০ বর্গফুট বা ৬.১ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা মোল্লাসিমলা, ৯৫ নং জে. এল. ভুক্ত, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৯৮ নং দাগে, আর.এস. ৭৩৮ তথা হাল এল.আর. ১১৮, ১৮৫০, ১৮৪৯, ১৮৪৮ ও ১৮৪৭ নং খতিয়ানে, কলাবাগান জমি, ০৩ কাঠা ১১ ছটাক ১০ বর্গফুট বা ৬.১ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে আমি অপর সরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শেখ খাদিজাবিবি** পিতা শেখ বেচু, স্বামী আমজাদ আলী, উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী দেবাশীষ দাস** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী দেবকেশ মজুমদার** পিতা ৺হৃষিকেশ মজুমদার সাকিম ত্রিবেনী ঘাট, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয় বিগত ইং ০৯/০২/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-37/2015 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রীমতী জলি তালুকদার** স্বামী শ্রী প্রদীপ তালুকদার সাকিম বাসুদেবপুর, ত্রিবেনী মগরা রোড, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ২৪/১২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস. আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-14854/2024 নং দলিল মুলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রিন্স তালুকদার** পিতা শ্রী প্রদীপ তালুকদার, সাকিম বাসুদেবপুর, ত্রিবেনী মগরা রোড, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়কে ০.০৩৭ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বাসুদেবপুর, জে.এল নং ৩৯, সাবেক ১২০ তথা হাল এল.আর. ৮৮২ ও ১২৪৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ৮৮ তথা হাল এল আর ২৪৩ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ০.৬৪২ একরের মধ্যে ০.২১৪ একর তন্মধ্যে কমবেশী ০.০৩৭ একর সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী প্রিন্স তালুকদার** পিতা শ্রী প্রদীপ তালুকদার, তাহার উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

সাধারণ নোটিশ

আমি, মুস্কান শর্মা, অ্যাডভোকেট, কলাওয়াতিয়া অ্যান্ড কোং, অ্যাডভোকেটস, প্রযত্নে পুনওয়ানি চেম্বার্স, ২য় তল, রুম নং ১৭, ইউনিট-জি, ৭বি, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, এই নোটিশ মাধ্যমে সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি আমার মক্কেলের নির্দেশক্রমে নাম মদন লাল সোনি (আধার নং ৩৮৬৪ ৮৪৫৯ ২৫২৪), পিতা প্রয়াত চম্পালাল সোনি,বয়স আনুমানিক ৭১ বছর, সাকিন ১৪২/এ, এস কে দেব রোড, রয়েল ভিলা, ফ্ল্যাট ৫বি, লেক টাউন, কলকাতা -৭০০০৪৮, যে-

আমার মক্কেল এর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম শ্রী ভবানী শঙ্কর সোনি ওরফে ভিকি সোনি (আধার নং ৩৪২১ ৭৬৬৯ ৮১৩০) বয়স আনুমানিক ৪৩ বছর, এর কার্যকলাপ আমার মক্কেলের পারিবারিক স্বার্থের পরিপন্থী ফলে শ্রী ভবানী শঙ্কর সোনি ওরফে ভিকি সোনির কার্যকলাপ আমার মক্কেল এবং মক্কেলের পারিবারিক মূল্যবোধের বিরোধী এবং অমান্যকর। ফলে আমার মক্কেল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম শ্রী ভবানী শঙ্কর সোনি ওরফে ভিকি সোনি কে আমার মক্কেলের যাবতীয় অস্থাবর এবং স্থাবর সম্পত্তি থেকে অধিকার খারিজ করার কথা ঘোষণা করছেন, কারণ তার লাগাতার অভব্য আচরণ, বিশৃঙ্খলা এবং আমার মক্কেলের পারিবারিক দায়দায়িত্ব এবং কর্তব্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য।

আমার মক্কেল ঘোষণা করছেন যে, সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে ভবানী শঙ্কর সোনি ওরফে ভিকি সোনির আমার মক্কেল কর্তৃক অর্জিত বা মক্কেলের পূর্বপুরুষ এর স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে কোনও অধিকার,স্বত্ব, দাবি বা স্বার্থ থাকবে না। আমার মক্কেল আরও ঘোষণা করছেন যে, উক্ত ভবানী শঙ্কর সোনি ওরফে ভিকি সোনি এখন থেকে কোনওভাবেই আমার মক্কেলের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব বা মক্কেলের পরিবারে পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না।

আমি আমার মক্কেলের বা আমার মক্কেলের পরিবারের পক্ষে সাধারণ, পরিবারের আত্মীয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি যে ভবানী শঙ্কর সোনি ওরফে ভিকি সোনির সঙ্গে আমার মক্কেলের পদবী বা মক্কেলের নাম পিতা হিসেবে উল্লেখ করে কোনও লেনদেন করলে তা গ্রাহ্য না করতে, যেহেতু আমার মক্কেল ভবানা শঙ্কর সোনি ওরফে ভিকি সোনি কর্তৃক (আধার নং ৩৪২১ ৭৬৬৯ ৮১৩০) আমার মক্কেলের পদবী বা আমার মক্কেলের নাম পিতা এবং/বা আমার মক্কেলের উক্ত ঠিকানা, গ্রামের ঠিকানা ব্যবহার করে কোনও রকম লেনদেন- দায়বদ্ধতা তৈরী করেন সে বিষয়ে আমার মক্কেল কোনওরূপ দায়দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না।

সংশ্লিষ্ট ঘোষণা আমার মক্কেল কর্তৃক স্বেচ্ছায় এবং সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ঘোষিত।

স্বা/-
মুস্কান শর্মা, অ্যাডভোকেট
আমার মক্কেল : মদন লাল সোনি (আধার নং ৩৮৬৪ ৮৪৫৯ ২৫২৪)
পিতা প্রয়াত চম্পা লাল সোনি, বয়স প্রায় ৭১ বছর
ঠিকানা ১৪২/এ, এস কে দেব রোড, রয়্যাল ভিলা ফ্ল্যাট ৫বি, লেক টাউন, কলকাতা - ৭০০০৪৮

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী মনোরঞ্জন সাঁতরা, ২)শ্রী শচীনন্দ সাঁতরা, ৩)শ্রী নিত্যানন্দ সাঁতরা**, সকলের পিতা শ্রী তারাপদ সাঁতরা, সকলের সাকিম দেশাপাড়া, দিয়ারা, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২২২৩, মহাশয়গণ বিগত ইং ১৩/০৬/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3369/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(শ্রী গৌতম দাস** পিতা ৺গোরাচাঁদ দাস, সাকিম ৮৯৬/এ, ৩নং নতুনগ্রাম, মোরপুকুর, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৫০) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৭/০২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-421/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী শিশির দত্ত** পিতা ৺রাম চন্দ্র দত্ত, সাকিম ১৭০, আহিরীটোলা স্ট্রীট, হাটখোলা, জোড়াবাগান, কোলকাতা-৭০০০০৫, মহাশয়কে ১.৬৫ শতক বা ০১ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা নসিবপুর, ৯০ নং জে. এল. ভুক্ত, সাবেক ৫৬৯ তথা হাল এল.আর. ২৬৫৬, ২৬৫৭ ও ২৬৫৮ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর ৫২২৭ নং দাগে শালি জমি ১.৬৫ শতক বা ০১ কাঠা অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী শিশির দত্ত** পিতা ৺রাম চন্দ্র দত্ত, উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী গৌতম দাস** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে আমার **মক্কেল শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ মন্ডল**, পিতা বৈদ্যনাথ মন্ডল, সাং তেওয়ারি পাড়া লেন, থানা চুঁচুড়া, পোষ্ট ও জেলা- হুগলী পিন- ৭১২১০৩ ইনি **১) চন্দ্র মোহন রাজবংশী**, পিতা- মনিন্দ্র রাজবংশী, **২) স্বপন সাহা**, পিতা- যদুলাল সাহা উভয়ের সাং ১ নং গান্ধী কলোনি, থানা চুঁচুড়া, পোস্ট ও জেলা হুগলী পিন ৭১২১০৩ মহাদ্বয়কে বিগত ইং ০৯/০৬/২০১৭ তারিখে ৪৯৮৪ নং কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করেন। উক্ত **শৈলেন্দ্রনাথ মন্ডল** বিগত ইং ১৩/০৩/১৯৯২ তারিখে এ.ডি. এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২৮৩ নং কোবালা দলিলমূলে **১) প্রভাবতী মুখার্জি**, স্বামী প্রফুল্ল মুখার্জি **২) ইরা চ্যাটার্জী**, স্বামী অবনী চ্যাটার্জি **৩)** আমমোক্তারনামা দলিলমূলে ভারপ্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং **সুনীল কুমার মুখার্জি**, পিতা- প্রফুল্ল চন্দ্র মুখার্জির নিকট হইতে সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন যাহা পৌরসভা এলাকার ৮ নং জে এল ভুক্ত বলাগড় মৌজায় হাল ১৪৪, ১৪৪১,৬৯৩ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ২২০ নং দাগে যাহার হাল ৩১৭ নং দাগে ০১ কাঠা ১২ ছটাক ৩৮ বর্গফুট আমমোক্তার দলিলমূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উল্লিখিত বর্তমান ক্রেতা **চন্দ্র মোহন রাজবংশী** ও **স্বপন সাহা** উক্ত সম্পত্তিতে স্থানীয় বি.এল এন্ড এল.আর.ও মগরা চুঁচুড়া ব্লক অফিসে নিজ নিজ নাম পত্তনের আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের এক মাসের মধ্যে আমাকে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবহিত করাইবেন অথবা স্থানীয় বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. দপ্তরে আবেদন জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

ইতি- **পার্থ প্রতিম বিশ্বাস (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **আমতার হোসেন মল্লিক** পিতা মরহুম আব্দুল রহমান মল্লিক, সাকিম বড়সাড়া, আলিপুর, দাদপুর, হুগলী মহাশয় বিগত ইং ০৬/০৩/২০১৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-091/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(শ্রী মনোজ বর্মা** পিতা শ্রী যদুনন্দন বর্মা, সাকিম গোবরা (বিকাশনগর মন্ডলপাড়া), চন্ডীতলা, ডানকুনি, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১১/০৩/২০১৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1751/2013 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী শঙ্কর শাউ** পিতা শ্রী রাম নারায়ন শাউ, সাকিম ৮/সি চক্রবেড়িয়া লেন, এলগিন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-৭০০০২০ মহাশয়কে ৩ কাঠা বা ০৪.৯৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশিল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ধেমুয়া, সাবেক ৩২ তথা হাল ৪০ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৩১ নং খতিয়ানে, সাবেক ৫২৮ তথা হাল ৭৫৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১২৯ শতকের মধ্যে ৩৩ শতক তন্মধ্যে ৩ কাঠা সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী শঙ্কর শাউ** পিতা শ্রী রাম নারায়ন শাউ, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী মনোজ বর্মা** (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী শম্ভু পাল ওরফে শম্ভু চরন পাল** পিতা ৺ষষ্ঠী চরন পাল, **২)শ্রীমত্যা দিপালী পাল, ৩)শ্রী সুকান্ত পাল, ৪)শ্রী বিশ্বজিৎ পাল**, ২নং এর স্বামী ও ৩ ও ৪ নং এর পিতা ৺শিশু পাল ওরফে ৺স্বপন পাল, সকলের সাকিম পাত্রপাড়া সুগন্ধ্যা, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১০/০৮/২০১৮ তারিখে তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-421/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(শ্রী প্রদীপ কুমার সিকদার**, পিতা শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র সিকদার, সাকিম রবীন্দ্রনগর পশ্চিমপাড়া, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০১/২০১৯ তারিখে সম্পাদিত ও ০৬/০২/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1364/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রবীন দাস** পিতা ৺নিতাই চন্দ্র দাস, সাকিম চন্দননগর দেবীপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১৩৬ মহাশয়কে ৫.৪৫ শতক বা ৩ কাঠা ০৪ ছটাক ৪০ বর্গফুট পরিমিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা অমরপুর, ৭৪ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩১, ৮৭৫, ৮৭৬ ও ৮৭৭ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর ৫৫৩ নং দাগে কলাবাগান ষোল আনায় ৬৫ শতকের মধ্যে ৫.৪৫ শতক বা ৩ কাঠা ০৪ ছটাক ৪০ বর্গফুট পরিমিত সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী রবীন দাস** পিতা ৺নিতাই চন্দ্র দাস উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী প্রদীপ কুমার সিকদার** (আমমোক্তার)

আমার মক্কেল মধুসূদন মন্ডল, পিতা ৺বলাই চন্দ্র মন্ডল মহাশয় গত ইং ০৫.০৩.২০০৪ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং ৪, ভল্যুম নং ৩, পাতা নং ৭ হইতে ১০, বিয়িং নং ১৫৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা শ্রীমতী পঞ্চুবালা বাগানী ওরফে পঞ্চুবালা বাগচী, স্বামী উপেন্দ্রনাথ বাগানী মহাশয়ার নিকট হইতে কোনা (জে.এল. নং. ১০৭) মৌজায় সাবেক ১০৬১ নং খতিয়ানে ৬৫৬ নং দাগের অংশে ১৪ (চৌদ্দ) কাঠা শালি জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালি-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী ছায়া দাস** স্বামী শ্রী বিদ্যুত দাস ওরফে বিদ্যুৎ কুমার দাস, সাকিম ৫১ জি.টি. রোড, শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২৩, মহাশয়া বিগত ইং ০৫/০৩/২০২৪ তারিখে সম্পাদিত ও ০৭/০৩/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর -I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2109/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী সুপ্রিয় মান্না** পিতা কালিপদ মান্না ও **২)শ্রী সুকুমার দাস** পিতা পঞ্চানন দাস, উভয়ের সাকিম বেনাভারুই, উত্তরপাড়া, সুগন্ধ্যা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় বিগত ইং ০১/০৪/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2902/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী শেখর জাঠ** পিতা সন্তোষ জাঠ, সাকিম আদর্শনগর, কানাগড়, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ০২ কাঠা ০০ ছটাক ২৯ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা আকনা, জে.এল নং ১৪, হাল ৩৬১ নং খতিয়ানে, সাবেক ৭৪ তথা হাল এল আর ৮৭ নং দাগে কলাবাগান জমি ষোল আনায় ০.৭১০০ একরের মধ্যে ০২ কাঠা ০০ ছটাক ২৯ বর্গফুট অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী শেখর জাঠ** পিতা সন্তোষ জাঠ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক এবং ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর (এসএমপি কলকাতা) ২১ জুন কলকাতার কান্তপুকুরের সিআইএসএফ প্যারেড গ্রাউন্ডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের জন্য একটি বিস্তৃত 'যোগ সঙ্গম' সফল ভাবে আয়োজন করেছে। এই অনুষ্ঠানটি কলকাতা ডক সিস্টেম (কেডিএস) এবং হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স (এইচডিসি) উভয় স্থানেই উল্লেখযোগ্য উৎসাহের সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল, যা 'এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ' গ্রহণের প্রতি বন্দরের দৃঢ় নিষ্ঠার প্রতিফলন ঘটায়।

কলকাতায়, এসএমপি কলকাতার চেয়ারম্যান শ্রী রথেন্দ্র রমন এই অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন। কলকাতার নেপালের কনসাল জেনারেল শ্রী ঘনশ্যাম আচার্যের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল, যা যোগের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির ইঙ্গিত দেয়। আয়ুষ মন্ত্রকের 'হরিত যোগ' অভিযানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, পরিবেশগত রক্ষণাবেক্ষণে যোগের নীতিমালার সঙ্গে একীভূত করে একটি বৃক্ষরোপণ উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছিল।

মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় অস্ত্র নিয়ে দাপাদাপির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় এলাকায় ঢুকে অস্ত্র নিয়ে দাপাদাপি করার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। খড়দা থানার পানিহাটি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বালক সংঘ এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে ক্লাবের সন্নিকটে তিন দুষ্কৃতী মদ্যপানের আসর বসায়। মদ্যপানের সঙ্গে ওরা গালাগালিও করছিল। এলাকার বাসিন্দারা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে মদ্যপানের প্রতিবাদ করেন। পাড়ার লোকজন জমায়েত হতেই মদ্যপানের আসরে থাকা তিনজন এলাকা ছেড়ে চলে যায়। পল্লি কমিটির সম্পাদক তপন রায় বলেন, এলাকার মানুষজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করাতেই ওরা চলে যায়। কিন্তু পাড়ার লোকজনকে শাসিয়ে যায়। তারপর ১০-১৫ মিনিট বাদে ফের একজন হাতে অস্ত্র নিয়ে ঢুকে দাপাদাপি করতে থাকে। খড়দা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসার আগেই দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালাচ্ছে। পেশায় আইনজীবী তথা স্থানীয় ক্লাবের সম্পাদিকা মিঠু দাস বলেন, প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্র নিয়ে পাড়ায় দাপাদাপি করায় সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত। তারা চান, দুষ্কৃতী ধরা পড়ুক। ওদেরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দিক।

শেষ বাদল অধিবেশন, উপস্থিতি কমে আক্ষেপ স্পিকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভায় চলতি বাদল অধিবেশন মঙ্গলবার শেষ হল। তিনি জানান, এই অধিবেশনে মোট ১৬৩টি প্রশ্ন উত্তরের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল, যার মধ্যে বিরোধীদের প্রশ্ন ছিল ৯০টি। অতিরিক্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রেও শাসক দলের বিধায়করা ১১০টি সুযোগ পেলেও বিরোধীরা সুযোগ পেয়েছেন ১৭৫টি প্রশ্নের। সেই তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, 'এই পরিসংখ্যানই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগকে নস্যাৎ করে।' তিনি বলেন, বিধানসভায় নিরাপত্তারক্ষীদের আহত হওয়া থেকে শুরু করে বিজেপি বিধায়কদের ঘড়ি ছিঁড়ে যাওয়া, চশমা ভেঙে যাওয়া; সব অভিযোগেরই তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে অধিবেশনের শেষ দিনে কোনও বিরোধী সদস্য কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও শাসক দলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ স্পিকারকে ধন্যবাদ জানান বিধানসভা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য। স্পিকারের অনুরোধে মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও বিধায়ক অদিতি মুন্সির সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আগে অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তবে অধিবেশন জুড়ে একাধিকবার কম উপস্থিতি নিয়ে তীব্র আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন অধ্যক্ষ। তিনি জানান, 'সরকার পক্ষের চিফ হুইপকে বারবার অনুরোধ করেছি সদস্যদের কক্ষে আসতে বলার জন্য। এমনও হয়েছে আমি চেয়ারে বসে গেছি, কিন্তু তখনও কোরাম হয়নি।'

গঙ্গায় নিখোঁজ জুটমিল শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হালিশহর থানার হাজিনগর চাঁদনি ঘাটে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ এক জুটমিল শ্রমিক। সোমবার রাতের ঘটনা। নিখোঁজ শ্রমিকের নাম সুরজ মরিয়া (৩৬) ওরফে পিঙ্কু। তাঁর বাড়ি হালিশহর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের আরএন বোস গার্ডেন রোড এলাকায়। তিনি হাজিনগর হুকুমচাঁদ জুটমিল-সহ বিভিন্ন মিলে ভাগায় কাজ করতেন।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার রাতে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে সুরজবাবু নিখোঁজ হয়ে যান। নিখোঁজ শ্রমিকের কাকা রামানন্দ মরিয়া জানান, সোমবার রাতে নেশা করে ভাইপো গঙ্গায় স্নান করতে নেমেছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁকে জানিয়েছেন, দু'-দুবার সাঁতার কেটে ভাইপো মাঝ গঙ্গার কাছাকাছি গিয়ে ফের ঘাটের কাছে চলে আসে। কিন্তু তৃতীয়বার ভাইপো আর ঘাটে ফিরে আসতে পারেনি। গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। হালিশহর থানার পুলিশের উপস্থিতিতে রাতেই ডুবুরি নামিয়ে খোঁজ করা হয়।

মঙ্গলবারও খোঁজ চালানো হয়। কিন্তু প্রতিবেদন মুদ্রণে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর খোঁজ মেলেনি। প্রত্যক্ষদর্শী মহাদেব চৌধুরী জানান, রাতে একাই গঙ্গায় স্নান করতে নেমেছিল ওই যুবক। তখন ঘাটে তাঁরা আট-দশজন ছিলেন। দু'বার সাঁতার কেটে ওই যুবক ঘাটের দিকে এসেছিলেন। কিন্তু তৃতীয়াবার ওই যুবক ঘাটে ফিরতে পারেননি। জলের স্রোতে ভেসে গিয়ে গভীর জলে ওই যুবক তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান।

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ২৫ জুন ২০২৫, ১০ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার

জলাভূমি রক্ষায় আরও কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব কলকাতার জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য অমূল্য জলাভূমি এলাকায় বেআইনি নির্মাণ বন্ধে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চললেও, প্রশাসনের ভূমিকা যথেষ্ট নয় বলে কড়া মন্তব্য করলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'এভাবে চলতে পারে না। চিহ্নিত করেই থেমে গেলে হবে না, ভাঙার কাজেও কার্যকর পদক্ষেপ চাই।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসন, জলাভূমি কর্তৃপক্ষ, সিইএসসি ও ডব্লিউবিসিডিএল ;এই চারটি সংস্থাকে আরও সক্রিয় হয়ে জলাভূমি রক্ষা ও বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। বেআইনি নির্মাণে বিদ্যুৎ সংযোগ যদি বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব না-ও হয়, তবু বিদ্যুৎ সংস্থা ও প্রশাসনকে বসবাসকারীদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে সাবধান করতে হবে। আগামী ২৬ জুন তিন সংস্থার প্রতিনিধিদল ওই এলাকায় যৌথ পরিদর্শনে যাবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ এখনও পর্যন্ত ৫৫০টি বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত হয়েছে। অথচ মাত্র ১০টি গুঁড়িয়ে দেওয়া গিয়েছে।

পিটিয়ে খুনে গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোবাইল চুরির সন্দেহে দক্ষিণ কলকাতার কড়েয়া থানা এলাকায় গণপিটুনিতে মৃত্যুর অভিযোগে মূল অভিযুক্ত-সহ চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে কড়েয়া থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কড়েয়ার কুস্তিয়া রোড এলাকার বাসিন্দা রকি নামে এক যুবকের মোবাইল ফোন কিছুদিন আগে চুরি যায়। মোবাইল চুরির ঘটনায় রকি ও সিকন্দরের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এরপরই রকি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সিকন্দরকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। এসএসকেএমে তাঁর মৃত্যু হয় এই ঘটনায় সিকন্দরের স্ত্রী বৃহস্পতিবার কড়েয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চলছে এবং প্রয়োজনে আরও গ্রেপ্তার হতে পারে।

আর্থিক প্রতারণা, গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের আর্থিক প্রতারণার ঘটনা শহরে। এবারও প্রতারকদের প্রতারণার ক্ষেত্রে আরও এক নয়া পন্থা। শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের নামে লাখ লাখ টাকার প্রতারণার গোটা ঘটনা সংঘটিত হল টেলিগ্রাম গ্রুপের হাত ধরে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশ তদন্তে নামতেই সামনে এল সব। পাশাপাশি লেকটাউন থেকে ঘটনার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল এক যুবককে। সূত্রে খবর, তদন্তে নেমে যুবককে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে ধৃতের নাম মৈনাক বাগচি। বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ সূত্রে খবর, এই মৈনাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন সল্টলেকের বাসিন্দা অনিমেষ তা। অনিমেষের অভিযোগের ভিত্তিতেই শুরু হয় তদন্ত।

আদালতে প্রশ্নের মুখে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার আদালতের প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। কারণ, এসএসসি কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষায় চাকরি বিক্রির অভিযোগের কথা জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে। তবে এমন কোনও নথিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এমন তথ্য পেল এবার তা জানতে চান বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এরপরই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সিকে তাঁদের অবস্থান জানাতে নির্দেশ দেন বিচারপতি বসু। একই সঙ্গে এসএসসিকেও উচ্চপ্রাথমিক কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা নিয়োগের মেধাতালিকা আদালতে পেশ করতে নির্দেশ দেন বিচারপতি। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১ জুলাইয়ের মধ্যে সিবিআইয়ের অবস্থান এবং এসএসসিকে মেধাতালিকা পেশ করতে হবে।

রথ-কার্য

রথের গায়ে শেষ মুহূর্তের প্রলেপ দেওয়ার কাজ চলছে কলকাতার ইসকনে।

নাম না-করে কেন্দ্রকে বার্তা

যুদ্ধ নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতকে উদ্যোগ নেওয়ার আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইরান-ইজরায়েল সংঘাত ঘিরে আন্তর্জাতিক উত্তেজনার আবহে শান্তির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধের প্রভাব পড়ছে প্রকৃতিতে, আকাশ-বাতাস-জল সবই দূষিত হচ্ছে। তাই যুদ্ধ নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হোক ভারত;এমনটাই তাঁর আবেদন।

সরাসরি না বললেও, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বার্তা স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার বিদেশনীতির ওপর কোনও অধিকার নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ার। আমি কাউকে নির্দেশ দিতে পারি না। কিন্তু ভারত আমার মাতৃভূমি। আমি চাই ভারত শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিক।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভারত একসময় নন-অ্যালাইন্ড মুভমেন্টে নেতৃত্ব দিয়েছিল। আজকের প্রেক্ষাপটে ফের সেই ভূমিকা নেওয়া উচিত।'

স্মৃতিচারণা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, একসময় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির পাঠানো এক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলে তিনিও অংশ নিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সেই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝি, যুদ্ধ কিছু আনে না। মানুষই কেবল রক্ত ঝরায়। আমি চাই পৃথিবী দূষণমুক্ত হোক, মানুষ শান্তিতে বাস করুক।'

মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, 'এই মুহূর্তে পৃথিবীজুড়ে যুদ্ধ চলছে। এর আঁচ পড়ছে পরিবেশে। কেন্দ্র যদি কূটনৈতিকস্তরে হস্তক্ষেপ করে, তা হলে হয়তো এই যুদ্ধ থামানো সম্ভব হবে। ভারত সরকারকে বলব; এই উদ্যোগ হোক শান্তির স্বার্থে।'

> এই মুহূর্তে পৃথিবীজুড়ে যুদ্ধ চলছে। এর আঁচ পড়ছে পরিবেশে। কেন্দ্র যদি কূটনৈতিকস্তরে হস্তক্ষেপ করে, তা হলে হয়তো এই যুদ্ধ থামানো সম্ভব হবে। ভারত সরকারকে বলব, এই উদ্যোগ হোক শান্তির স্বার্থে।
>
> —মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জোর করে পুকুর বুজিয়ে বাড়ি করলে, নিজে গিয়ে ভেঙে দেব, কড়া মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে জলাভূমি বোজানোর প্রবণতা নিয়ে বিধানসভায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জলাভূমি আমাদের ফুসফুস। কেউ যদি নিজের স্বার্থে পুকুর বুজিয়ে বাড়ি বা নির্মাণ করেন, তা হলে আমি নিজে গিয়ে সেই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেব। স্থানীয় প্রশাসন, পুরসভা ও পঞ্চায়েতকে বলব, এমন নির্মাণ রুখে দিতে।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কিছু জায়গায় এমনভাবে ঘিঞ্জি এলাকা তৈরি হয়েছে যে সেখানে অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত ঢুকতে পারছে না। তিনি বলেন, 'অপরিকল্পিত নির্মাণে পুকুর, জলাজমি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ বুঝতে পারছে না, তারা নিজেরাই নিজেদের ফুসফুস বন্ধ করে ফেলছে।' তিনি জানান, 'আমরা সুন্দরবন অঞ্চলে ইতিমধ্যেই ৫ লক্ষ ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ করেছি। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে আরও বিস্তৃত পরিসরে এই কাজ চলবে। তিনটি জেলায় ২০ কোটির বেশি ম্যানগ্রোভ লাগানো হয়েছে।' এই প্রকল্প বন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ে চলছে।

পরিবেশ দপ্তরকে আরও সক্রিয় হতে নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি পরিবেশ দপ্তরকে বলব, স্ট্রং অ্যাকশন নিতে। স্থানীয় কিছু লোক মুনাফার জন্য জলাভূমি বোজাচ্ছে। এটা চলতে পারে না।' তিনি অভিযোগ করেন, 'বাম আমলে প্রায় তিন হাজার পুকুর বোজানো হয়েছে। আমাদের আমলেও কিছু কিছু অভিযোগ এসেছে। আমরা সে দিকেও নজর দিচ্ছি।' মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, 'পরিবেশ রক্ষা আমাদের দায়িত্ব। জল, সবুজ, খোলা জমি না-থাকলে প্রাণ বাঁচবে না।' সঙ্গে জানান, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ল্যান্ড ইউজ পলিসি (ভূমি ব্যবহার নীতি) রূপায়ণে কাজ শুরু করেছে যাতে পরিকল্পনাহীন নির্মাণ আটকানো যায়। বিধানসভা থেকে তাঁর এই হুঁশিয়ারি পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে সরকারের কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করে দিল।

দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার ডাক, কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তায় বিধানসভায় আক্ষেপ চন্দ্রিমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দূষণ প্রতিরোধে কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিধানসভায় তোপ দাগলেন পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার কথা সবাই বলছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের কোনওটাই আমরা অ্যাডপ্ট করতে পারিনি। তাই বাধ্য হয়েই আজ এই প্রস্তাব আনতে হচ্ছে।'

তিনি জানান, কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধিনিষেধ না মানলে রাজ্য কিছুই করতে পারে না। সেই জন্যই জল দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইনকে রাজ্যে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়েছে। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সক্রিয় ভাবে কাজ করছে বলেও জানান তিনি। পর্ষদের তরফে নির্দিষ্ট আধিকারিককে জরিমানা আদায়ের ক্ষমতাও দেওয়া হচ্ছে।

চন্দ্রিমা বলেন, 'সাংবিধানিক তালিকায় এই বিষয়টি না থাকায় আমরা কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। এখন আমাদের এই আইনি কাঠামো প্রয়োগ করতে হবে পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে।' আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে, অথচ গর্ভস্থ জলস্তর কমছে। গঙ্গার মতো বড় নদীগুলিও দূষণে বিপর্যস্ত। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, অথচ বছরে ৪ লক্ষ মানুষ দূষণের কারণে মারা যাচ্ছেন।'

তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমার বলেন, 'কলকাতা ক্রমশ বিপজ্জনক শহরে পরিণত হচ্ছে। শুধু জরিমানা দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। দূষণ রুখতেই হবে।' প্রিয়া পাল, অপূর্ব সরকার, নির্মল ঘোষ-সহ একাধিক বিধায়ক আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিবেশ রক্ষায় আরও কড়া পদক্ষেপের দাবি তোলেন।

বাংলার ভোটে আলাদা নিয়ম দরকার, কমিশনকে আর্জি সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের মতো একরকম নিয়মে আর চলবে না; এমনই দাবি করে নির্বাচন কমিশনকে 'ভিন্ন ভাবে ভাবার' আহ্বান জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর মতে, এই রাজ্যে নির্বাচন একটি ভিন্ন বাস্তব, যার জন্য প্রয়োজন আলাদা নিয়মনীতি ও পদ্ধতি।

সুকান্ত বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন অন্যান্য রাজ্যের মতো নয়, এটা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করব ভিন্ন ভাবে ভাবতে। ঠিক যে ভাবে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে আদালত বিশেষ নিয়ম চালু করতে বললেন, যাতে উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ ঢুকবে, আর সেটা আদালত প্রস্তাব দিচ্ছে; আমার মনে হয় ঠিক সেই ভাবেই নির্বাচন কমিশনকেও ভিন্ন ভাবে ভাবতে হবে। এই রাজ্যে নির্বাচনের জন্য আলাদা নিয়মাবলী বানানোর প্রয়োজন আছে।'

তাঁর বক্তব্য, আদালত যখন কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে রাজ্যভিত্তিক আলাদা পদ্ধতির প্রস্তাব দিতে পারে, তখন নির্বাচন কমিশনেরও উচিত পারে, কিন্তু তা কখনও নির্দেশ হতে পারে না।

হিটলারের সঙ্গে তুলনা মুখ্যমন্ত্রীর বই-নীতির

পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনার নতুন কাঠামো তৈরি করা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রন্থাগারে রাখার সরকারি নির্দেশ নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন সুকান্ত। তিনি বলেন, 'কে কোন বই কিনবে, কি বই পড়বে, সেটা সরকার কী ভাবে ঠিক করে দিতে পারে? এটা হিটলারের মতো মানসিকতা।'

তাঁর বক্তব্য, 'সরকার একটি প্রস্তাবিত তালিকা পাঠাতে

অনুব্রত-কাণ্ডে এসপিকে তলব মহিলা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বোলপুরের আইসিকে কদর্য ভাষায় তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের আক্রমণের ঘটনায় এবার বীরভূমের এসপিকেই একেবারে দিল্লিতে হাজিরার নির্দেশ দিল জাতীয় মহিলা কমিশন। ১ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁকে এই হাজিরা দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে পুলিশ সুপার আমনদীপকে এর এক বিকল্পও দেওয়া হয়েছে। তিনি হাজিরা দিতে না-পারলে তদন্তকারী আধিকারিককে হাজিরা দিতে হবে। তবে এই দু'জনের কেউই হাজিরা না-দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে কমিশন।

অনুব্রত-কাণ্ডে জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কেন থানার সাইটে এফআইআরয়ের কপি আপলোড করা হয়নি সে ব্যাপারে। কারণ, এর ফলে মানুষ জানতে পারবে, পুলিশ এই ঘটনায় কোন কোন ধারায় কী কী মামলা রুজু করেছে। কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল, তাতে এই উত্তর এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে মহিলা কমিশন সূত্রে খবর। আর সেই কারণেই একেবারে দিল্লিতে তলব করা হল বীরভূম পুলিশ সুপারকে।

সূত্র মারফত এও জানা যাচ্ছে, কেন অনুব্রত মণ্ডলের ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, সেই প্রশ্নেরও উত্তর চায় কমিশন। এই ঘটনার পরও অনুব্রত কোনও আদালতেই আগাম জামিনের আবেদনও করেননি। কিন্তু তারপরও কেন পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করল না, সেই প্রশ্নেরও উত্তর পেতে চায় কমিশন। সূত্রের খবর, একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, অনুব্রত তদন্তে সাহায্য করছেন। আইসির ফোন পরীক্ষা করা হচ্ছে সেই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

এই ঘটনায় কটাক্ষ করা হয়েছে বিরোধী শিবির বিজেপির তরফ থেকে।

জামিন কল্যাণময়ের, তবে হচ্ছে না জেলমুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অবশেষে জামিন পেলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ইডির দায়ের করা মামলায় জামিন পেলেও, এখনই মুক্তি মিলছে না তাঁর। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ ইডি মামলায় তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। মঙ্গলবারের এই রায়ে জামিন মিললেও তিনি জেলেই থাকবেন, কারণ একাধিক মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। ফলে এখনই জেল মুক্তি হচ্ছে না কল্যাণময়ের।

উল্লেখ্য, এর আগে স্কুলে গ্রুপ সি কর্মী নিয়োগের মামলাটিতে জামিন পেয়েছিলেন কল্যাণময়। কিন্তু সেবারও তাঁর জেলমুক্তি হয়নি। কারণ সকালে জামিন পেলেও সেই রাতেই অন্য একটি মামলায় ফের গ্রেপ্তার করা হয় কল্যাণময়কে। আর তা ছিল নবম-দশম শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগ মামলা। এই মামলাতেই আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে তদন্তকারী সংস্থা কল্যাণময়কে আবার 'গ্রেপ্তার' হিসাবে দেখায়।

নিয়োগ দুর্নীতি সামনে আসার পর একের পর এক গুরুতর বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে কল্যাণময়-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও। সিবিআই ও ইডি দুই সংস্থাই পুরোদমে সেই

নিয়োগের তদন্ত করছে। কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও অশোক সাহা, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রসাদ সিনহার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। কল্যাণময় সরকারি পদ ব্যবহার করে দুর্নীতি করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে একে একে এইসব শিক্ষা ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ ও গ্রেপ্তার করে সিবিআই এবং ইডি। কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন অশোক সাহা, শান্তিপ্রসাদ সিনহা এবং প্রাক্তন শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি সুবীরেশ ভট্টাচার্য।

তবে বর্তমানে কল্যাণময় ওই পদে নেই। তদন্তকারীরা এই বিষয়টি হাইকোর্টে তুলে ধরেন। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, কল্যাণময় একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তাঁর যথেষ্ট সামাজিক পরিচিতি রয়েছে। তিনি তদন্তে সহযোগিতাও করছেন। সেক্ষেত্রে কল্যাণময়ের জামিন মঞ্জুর করা হলেও, অন্য মামলায় তিনি জেলেই থাকছেন।

মুখ্যমন্ত্রী নাটক করবেন না, আর আট মাস বাকি, তোপ অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'সাহস থাকলে বলুন, ডিভিসি জেলাশাসককে না-জানিয়ে জল ছেড়েছে' মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে মঙ্গলবার তোপ দাগেন বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল।

রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি ঘিরে ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেত্রী ও আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল। মঙ্গলবার তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, বন্যা পরিস্থিতিতে রাজ্য প্রশাসনকে সক্রিয় করতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ, অথচ বারবার ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে মিথ্যা প্রচার করছেন।

অগ্নিমিত্রার অভিযোগ, 'ডিভিসি যখনই জল ছাড়ে, তার আগে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের জানায়; এটাই নিয়ম। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে ডিভিসিকে দোষারোপ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যিই সাহসী হন, তবে জেলাশাসকদের দিয়ে বলান;ডিভিসি না-জানিয়েই জল ছেড়েছে। সাহস থাকলে বলুন, ডিভিসি জেলাশাসককে চেনে না!'

তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, 'নাটক করবেন না। আর মাত্র আট মাস বাকি আছে। ১৪ বছরে আপনি বাংলার মানুষের জন্য কোনও ভালো কাজ করেননি। শুধু মিথ্যে কথা বলে গেছেন।

ঘুমেই দগ্ধ, মৃত্যু সুভাষ সরকারের প্রাক্তন আপ্ত সহায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়িতে ঘুমের মধ্যেই দগ্ধ হয়ে মৃত্যু প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ সুভাষ সরকারের প্রাক্তন আপ্ত সহায়কের। মৃতের নাম সব্যসাচী চক্রবর্তী। কেষ্টপুরের রবীন্দ্রপল্লির এই ব্লকের ৬৬ নম্বর বাড়ির একতলায় থাকতেন বছর চল্লিশের সব্যসাচী। মঙ্গলবার ভোররাতে স্থানীয়রা দেখতে পান ওই বাড়িতে আগুন লেগেছে। দ্রুত খবর পাঠানো হয় পুলিশ ও দমকলে। ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরুও করেন। তবে আগুনের ভয়াবহতা এতটাই বেশি ছিল যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কিছু সময় লাগে। আর এই আগুনের ভিতরেই আটকে পড়েছিলেন সব্যসাচী। এরপর তাঁকে দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শেষরক্ষা হয়নি। তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা। কী ভাবে আগুন লাগল, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন আপ্ত সহায়কের দেহ আপাতত আরজি কর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলেই কিছুটা হলেও কাটবে রহস্য। এরপর মঙ্গলবার বেলা গড়াতেই প্রাক্তন আপ্ত সহায়কের মৃত্যুর খবর পান বিজেপি নেতা সুভাষ সরকার। গোটা ঘটনায় শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি তিনি।

রাস্তার দফারফা, সামাজিক মাধ্যমে সরব নেট-নাগরিকরা

অশোক সেনগুপ্ত

বর্ষা না আসতেই ফর্দাফাই কলকাতার কিছু রাস্তাঘাট। মুখ্যমন্ত্রী থেকে মেয়র; এঁরা মুখে দাবি করেন রাস্তার উত্তম মান নিয়ে। কিন্তু নিত্যভোগান্তি আমজনতার চিরসঙ্গী। তাঁরা ক্ষোভ জানাতে বেছে নিয়েছেন সামাজিক মাধ্যম। ২৪ ঘণ্টা না-কাটতেই লাইক পড়েছে সহস্রাধিক। মন্তব্য তিনশোর ওপর, ৭৮টি শেয়ার।

প্রতিক্রিয়ায় তনয় দাস লিখেছেন, 'প্রথমে রাস্তা খুঁড়বে সারাই হচ্ছে বলে, এক-দু' বছর সেই সারাই প্রক্রিয়া চলবে। ততদিন দুর্ভোগের অন্ত নেই। তারপর যেই সারাই হবে তার চার মাসের মধ্যে সেই ভালো রাস্তাটি আবার খুঁড়বে, জল, তেল, ইলেকট্রিক ইত্যাদির পাইপ যাবে বলে। আবার সেই এক চক্র। জঘন্য!' সমররঞ্জন বিশ্বাস লিখেছেন, 'এগিয়ে বাংলা!' নব্যেন্দু দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে।' রাজ দীপ লিখেছেন, 'উন্নয়ন।' সর্বেন্দ্র নাথ লিখেছেন, 'উন্নয়ন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।' অমিতাভ গুপ্ত লিখেছেন, 'দিঘা আগত প্রসাদ মুখে দেবেন! নো টেনশন। দেখবেন রাস্তা একদম মসৃণ হয়ে গেছে!' সুদেব নস্কর লিখেছেন, 'সকলকে অনুরোধ! পাড়ার বেহাল রাস্তার ছবি শেয়ার করার জন্য।'

অভিজিৎ সরকার লিখেছেন, 'এগিয়ে বাংলা। উন্নয়ন যজ্ঞ চলছে। তাতে সামিল হন। সমালোচনা করবেন না।! সায়ন কুন্ডু লিখেছেন, 'উন্নয়ন। উন্নয়নের জোয়ার!' সৈকত দেবনাথ লিখেছেন, 'আমাদের এটা ভুললে চলবে না যে আমরা লন্ডনে বসবাস করি।' রামজিৎ সান্যাল লিখেছেন, 'একি লন্ডন

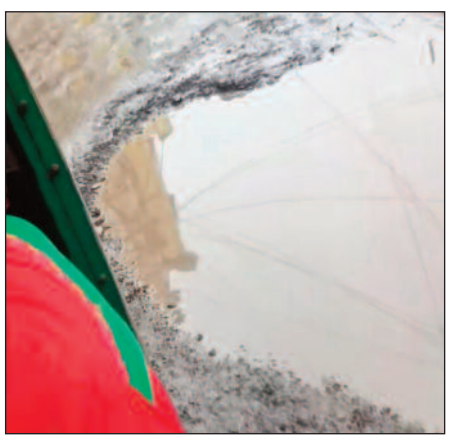

এর রাস্তা এটা। আমার মনে হয় একসাথে লন্ডন আর ভেনিস দুটোই এসে পড়েছে দুয়ারে।' সুস্মিতা পাল কুন্ডু লিখেছেন, 'রাস্তাঘাটের এই হাল, আর ওদিকে রেশন দোকান থেকে জগন্নাথ দেব সোজা দুয়ারে আসে উপস্থিত হচ্ছেন।' জয়দীপ চ্যাটার্জি লিখেছেন, 'পুরো শহরটাই নরক বানিয়ে দিয়েছে!'

অনিন্দ্য চ্যাটার্জি মূল পোস্টে ছবি-সহ লিখেছেন, 'ভেবেছিলাম টলিগঞ্জ করুণাময়ী থেকে কবরডাঙা হয়ে জোকা অবধি গেলে শর্টকাট হবে। কবরডাঙা অবধি যেতেই আমার অন্নপ্রাশনের ভাত মুখে উঠে এলো। উল্লেখ্য, এই রাস্তার ওপরেই কিন্তু ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার রিসার্চ হসপিটাল।' এর প্রতিক্রিয়ায় শ্রেয়া সরকার নস্কর লিখেছেন, 'প্রতিদিন উঠে আসে অন্নপ্রাশনের ভাত.. এই ভাবেই বেঁচে আছি...।'

সম্পাদকীয়

সংগঠনে নতুন রক্ত আমদানি হলেও ভোটবাক্সে বঙ্গ সিপিএমের রক্তক্ষরণ চলছেই

এখনও পথ হাতড়াচ্ছে বঙ্গ সিপিএম। দিশেহারা। কোন টোটকায় কাজ হবে, ঠাহর করতে পারছেন না সুজন, সেলিমরা। প্রতি বছরই প্রায় নিয়ম করে সংগঠনে নতুন রক্ত আমদানি করা হচ্ছে। কিন্তু ভোটবাক্সে রক্তক্ষরণ ঠেকানো যাচ্ছে না। বামের ভোট রামে যাওয়ার যে ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছে এই বঙ্গে, তা ক্রমশ বাড়ছে। কালীগঞ্জের উপনির্বাচন তা আরও একবার দেখিয়ে দিয়ে গেল। দ্বিতীয় স্থানও জুটল না একদা বামেদের শক্ত ঘাঁটি কালীগঞ্জে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আর মেরেকেটে দশ মাস বাকি। কিন্তু তার আগে কর্মী, সমর্থকদের তেমন কোনও দিশা দেখাতে পারছে না বাম নেতৃত্ব। নিজেদের ভোট ফেরাতে কী করা হবে, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এক ভাবে, আর রাজ্য নেতৃত্ব আর এক। আসল সমস্যা, প্রায় সাড়ে তিন দশক ক্ষমতা ভোগের পর, ফের সব ছেড়ে লড়াইয়ে নামাটা শুধু কঠিন নয়, বেশ কঠিন। মাটির সঙ্গে, যোগসূত্রটা ছিঁড়ে গিয়েছে দলের। জোড়া লাগানোর মত নেতৃত্ব আজকের সিপিএমে কোথায়? প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় চৌধুরী, পরে অনিল বিশ্বাসরা যেটা করেছিলেন, তা করবার মত লোক আর নেই। অগত্যা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেও নিট ফল সেই শূন্যই। যেদিন কালীগঞ্জের ফল বের হল, সেদিনই সিপিএমের যুব সংগঠনের নতুন কমিটি গড়া হল। কমিটিতে ব্যাপক রদবদলেই স্পষ্ট, এখনও দিশাহীন নেতৃত্ব। শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে সরানো হয়েছে এই মুহূর্তে দলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ভরসার মুখ মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে। ৯৭ জনের নতুন রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগের কমিটি থেকে একলপ্তে ৫৬ জনকে সরানো হয়েছে। ২৫ জনের সম্পাদকমণ্ডলী করা হয়েছে। অন্দরের খবর, ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্মেলনে যুব সংগঠনের দুর্বলতার কথাই বারবার উঠে এসেছে। বুথস্তরে সংগঠনের হাল যে খুবই খারাপ, নেতা, কর্মীর অভাব তাও উঠে এসেছে বক্তব্যে। শাখা কমিটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মসূচি হলেও নিচুতলার বাম যুবদের কোনও আন্দোলনে দেখা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতেই যুব সংগঠনে আরও নতুন মুখ আনা হল। অবশ্য এতেও কতটা কাজ হবে তা নিয়ে সন্দিহান খোদ যুব নেতারাই।

শব্দবাণ-৩১১

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. নাস্তিকতা ২.মীমাংসাদর্শন প্রণেতা ব্যাসশিষ্য ৫. পৃথিবী ৮. লেখক, রাজকর্মচারীবিশেষ ৯. দণ্ড।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বীণাবাদক ৩. খাজনার হার ৪. শূন্য, রিক্ত ৬. গিরগিটি ৭. আঁধার ঘরের —।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১০

পাশাপাশি: ১. ধর্মযাজক ৪. নেও ৫. তনুজা ৭. উত্তাপ ৯. খাজা ১১. নির্গলিতার্থ।

উপর-নীচ: ১. ধর্মপেত ২. যাই ৩. কনেবউ ৬. জানাজানি ৮. পরমার্থ ১০. বলি।

জন্মদিন

আজকের দিন

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং

১৯২৪ বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক মদনমোহনের জন্মদিন।
১৯৩১ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৭৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী করিশ্মা কাপুরের জন্মদিন।

সমাজ ও সাহিত্যে বাঙালির ‘অগ্নি স্ফুলিঙ্গ’

সঞ্জয়কুমার দাস

বিশ শতকীয় শাস্ত্রীয় আবিস্কারে চর্যাপদের ছায়াতলে দন্ডায়মান বাঙালির গৌরবময় ইতিহাসে অভূতপূর্ব সংযোজন অতীত ঐতিহ্য। যা একমেবাদ্বিতীয়ম। আনুমানিক চার শতাব্দীর আয়ুকাল। পরবর্তী দেড় শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অরাজকতার সেতু অতিক্রমণ কালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘হয়তো’র দশা। আরো তিন শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টিতে দৈবলীলার ঘূর্ণন। ঘূর্ণনের ঘোর হ্রস্বত্বের সরলরেখা রচনার অবকাশ না পেলেও আরাকানের আলোকবর্তিকায় নরমঙ্গল কাব্যপরম্পরার দ্বারোদঘাটন। ‘অন্নদামঙ্গলে’ নরমঙ্গলের জাগৃতি ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।’ ‘অন্নদামঙ্গল’কারের জীবন সলতে নির্বাপিতের ঈষদ পূর্বেই বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত। উনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রভাতেই ঔপনিবেশিক বাংলার সাহিত্যাকাশে গদ্যভাষার আত্মপ্রকাশ উন্মুক্ত করে বহুমুখী সম্ভাবনার দ্বার। সে সরণিতে উইলিয়াম কেরী, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা আলোকিত করে সাহিত্যের উঠোন। উপন্যাসের অঙ্গনে বঙ্কিমী আগমন সাহিত্যের পাল তোলে। আবার নাটক-কাব্য-কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের রাজকীয় আগমন বান ডাকে আধুনিকতার। সাহিত্যের গতানুগতিক ভূমিতে তাঁর আগমন যেন বাংলা সাহিত্যের অচলায়তন ভেদি মুক্ত বাতাসের কলতান।

মুন্সী রাজনারায়ণের আদুরে অভ্যুর্থনায় মধুসূদনের ঋদ্ধি। যে ঋদ্ধিতায় মধুসূদনের মাইকেলে রূপান্তরকরণ। একথা ঠিক, ধর্মান্তরকরণ কালে পিতার বাঁধানিষেধকে অগ্রাহ্য করে সনাতনী পরম্পরা লঙ্ঘন করেন তিনি, কিন্তু তাঁর এমন স্পর্ধার আলম্বটিও তো রাজনারায়ণ দত্তই। একবিংশীয় সামাজিকতাতেও পিতা-পুত্রের একত্রে ধূমপান কিংবা মাদক সেবন অবিশ্বাস্য। অথচ আজ থেকে দুই শতাব্দী পূর্বে রাজনারায়ণ-মধুসূদন দত্তে সে চিত্র দৃশ্যমান। সামাজিক বিধিনিষেধকে তোয়াক্কা না করার ভবিতব্য যে রাজনারায়ণ দত্তের জীবনে এমন পরিণতিতে উদ্ভাসিত হবে, তা তিনি ঘুনাক্ষরেও টের পাননি। ব্যারিস্টারের সন্তান মধুসূদন ছাত্রাবস্থাতেই আকৃষ্ট হন পাশ্চাত্য ভাষার প্রতি। শৈশবেই স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করেন ইংরেজি সাহিত্যে কবিরূপে প্রতিষ্ঠার। সে স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত স্বপ্নই থেকে গেছে। মাঝে গড়িয়ে গেছে বহুমূল্য সময়। সে সময়ের কক্ষপথে ঘূর্ণনের গতি স্তিমিতের অবসরে যেখানে তিনি পৌঁছলেন, পুনর্বার শুরু করলেন সেখান থেকেই। তবে আর ইংরেজিতে নয়, মাতৃভাষাই প্রাণ পেল তাঁর মসিতে। যে মসি আমৃত্যু ছিল উর্বর।

বাংলার লোকায়ত সমাজে বহুল চর্চিত প্রবাদ জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। মধুসূদনে এ প্রবাদ অক্ষরে অক্ষরে ফলিত। কেননা সময় মানুষকে অভিজ্ঞ করে তোলে। ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের সোপান বেয়ে মধুসূদন ইংরেজি সাহিত্যের কবিত্বে খ্যাতির মোহে বুঁদ। একবার যেকোনো ভাবে পৌঁছতে চান ইংরেজি সাহিত্যের আঁতুরঘরে। খ্যাতির মোহে তাই ধর্মান্তকরণেও তিনি দ্বিধাহীন। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন যেন অধরা মাধুরী। ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র উত্থান পতনের সরণিতে তিনি এক শ্রান্ত শব্দ শ্রমিক। যে পথে প্রতিষ্ঠার অভিলাষে একদিন তিনি ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, সাফল্য সে পথে আসেনি। অথচ তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল আকাশস্পর্শী। অবশ্য তাকে আত্মবিশ্বাস না বলে স্পর্ধা বলাই শ্রেয়। যে স্পর্ধায় ভর করে তিনি বলতে পারেন, ‘সূর্য উঠতে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আমি;আমি ইংল্যান্ডে যাওয়ার কথা ভুলব না, ভুলতে পারব না। আর একবার ইংল্যান্ডে যেতে পারলে শ্রেষ্ঠ কবি আমি হবই।’ ছাত্রধর্মীয় স্পর্ধায় বলিয়ান এক যুবার এ ঘোষণার সাফল্যের গৌরচন্দ্রিকাও ছিল যথার্থ। ধর্মান্তকরণের অভিঘাতে পারিবারিক সম্পর্ক-সেতুর ধ্বংসপ্রাপ্তির শোকে মুহ্যমান না হয়ে লক্ষ্যে অবিচল মধুসূদন দত্তের মসি প্রসবিত ‘ক্যাপটিভ লেডি’র গ্রহণযোগ্যতায় আরও দৃঢ় হয় তাঁর আত্মবিশ্বাসের স্তম্ভ। কোনও কোনও সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি বায়রণের সমগোত্রীয়ের। বন্ধুবর ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখলেন, তিনি আশাবাদী লন্ডন থেকে ‘ক্যাপটিভ লেডি’ প্রকাশের। কিন্তু জীবনের উতল হাওয়ায় ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নাবিকের ন্যায় বিপর্যস্ত তাঁর অন্তর্ভূমি।

স্মৃতিতে কড়া নাড়ে, ঔপনিবেশিক ভারতে ইউরোপীয়ান ক্লাবের বাইরে ঝোলানো বিজ্ঞপ্তিটির কথা। যে বিজ্ঞপ্তির বাক্যটি ফলার ন্যায় বিদ্ধ করে ভারতবাসীর হৃদয় ‘Dogs and Indians not allowed’। এ ক্ষতে কিছুটা মলম দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের প্রথম স্বাধীনতা শহিদ নলিনী বাগচী। মৃত্যুকালে রাজপুলিশের মুখের ওপর জবাব দিয়েছিলেন, Stop dog Donót disturb me Let me die in peace. মধুসূদন দত্তের ক্ষেত্রেও যেন এই অবজ্ঞার জপমালা রচেছে ললাটলিপি। খ্যাতি তো দূরে থাক, সামান্যতম কবি পরিচয়েই পরিচিতি সেখানে অর্জনে অপারগ। কিন্তু সেখানে গিয়ে প্রত্যাখ্যাতের বহ্নিশিখায় পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া হৃদয়ের ভস্মচূড়ায় চিনিক দিয়ে ওঠে জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ। এ দৃশ্যের ক্যানভাসে ঈশ্বর গুপ্তের ‘স্বদেশ’ সমান্তরাল অধিবেশন ডাকে, ‘স্বদেশের প্রেম যত,/ সেই মাত্র অবগত,/ বিদেশেতে অধিবাস যার।’ বিদেশ-বিভুঁইয়ে প্রত্যাখানের শিরোধার্য শোকধ্বনি হৃদয়ের দ্বারে আঘাত না করলে মাতৃভাষার মাধ্যাকর্ষণী টান হয়তো তিনি করতেন না অনুভব। বাঙালি পাঠক এই আশাতেই বুক বাঁধেন।

বিদ্যাসাগরীয় বিশেষণে যিনি ‘অগ্নি স্ফুলিঙ্গ’, তিনি ততদিনে চষে ফেলেন ইংরেজি সাহিত্যের দিগদিগন্ত। তাঁর এই মেধা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তা তখনও বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সর্বোত্তম উপায়ে অব্যবহৃত। বাংলা কাব্যধারায় ঈশ্বরীয় প্রতিভা প্রভাকরে প্রতিভাত। সঙ্গীর ভূমিকায় যেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজনে চলেছেন বাংলা কাব্যের তরণী বেয়ে। নাটক তখনও অনুবাদেই সীমায়িত। বিশেষত ইংরেজি ও সংস্কৃতের অলিন্দে। এমতো পরিস্থিতিতে রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘রত্নাবলী’র প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলা ভালো ইংরেজি অনুবাদে জড়িয়ে পড়েন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আর এই জড়িয়ে পড়ার সুফলই মাইকেলের ‘শ্রীমধুসূদনে’ প্রত্যাবর্তন। ‘রত্নাবলী’র উপস্থাপন কৌশল, ভাষার মাধুর্য সর্বোপরি আঙ্গিকগত আধুনিকতার অভিলাষ তৃপ্ত করেনি মাইকেলের কাব্যিক সত্তাকে। বন্ধু গৌরদাসের নিকট অভিমত প্রকাশ করলেন ‘রত্নাবলী’র সেকালত্ব বিষয়ে। মোক্ষম চাল দিলেন গৌরদাস, নাটক লেখার এবং সে চালেই কিস্তিমাত। অবশ্য গৌরদাসের এই প্রস্তাবের আড়ালে পরশ পাথরের কাজ করেছে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্র। তাঁর বিশ্বাস, যিনি ইংরেজি সাহিত্যে দিগদিগন্তের পরিব্রাজক, মাতৃভাষায় তাঁর সাহিত্যচর্চায় সমৃদ্ধ হবে স্বজাতি-স্বভাষা।

পাশ্চাত্যের সাহিত্য নিয়ে তাঁর যে পাগলামি, সেই পাগলামিতে ভর করেই ভরিয়ে দিলেন বাংলা নাট্য সাহিত্যের অঙ্গন। জন্ম নিল ‘শর্মিষ্ঠা’ (১৮৫৯)। পাঠক-দর্শক নির্বিশেষে জয়ধ্বনি দিলেন জয় শ্রী মধুসূদন। এককথায় গতানুগতিক নাট্য প্রবাহের বদলে দিলেন গতিমুখ। তাঁর এ কীর্তিতে মানসপটে আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বৃত্তান্ত। এ যেন এক তপস্যা। যে তপস্যা তাঁর তাপস সত্তাকে বাঙালি হৃদয়ের সৈকতে স্থায়ী আসনে বিরাজ করায়। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে পত্রপাঠ জানালেন, ‘Should be drama ever again flourish in India posterity will not forget these noble gentlemen– the artist friends of our rising national theatre.’ তিনি আরও লিখলেন, ‘ This Sharmishtha has very neatly put me at the head of all Bengali writers. people talk of its poetry with rapture.’

‘শর্মিষ্ঠা’র আত্মপ্রকাশ তথা বাংলা সাহিত্যে প্রবেশকালেই প্রকৃত অর্থে বাংলা সাহিত্যকে তিনি তুলে ধরলেন বিশ্ব সাহিত্যের সমান্তরালে। এযাবৎ বহমান মধ্যযুগীয় ভাবধারা থেকে বাংলাকে দিলেন বিশ্ব বাংলার ঔদার্য। উত্তরাধিকার সূত্রে যে ঔদার্যবোধে রবীন্দ্রনাথের বৈশ্বিক স্বীকৃতি। ‘গীতাঞ্জলি’ যার আলম্ব। মাত্র তিন বছরের নাট্যচর্চায় তিনি রচনা করলেন মাইলফলক। যে মাইলফলকে সমানোজ্জ্বল ‘শর্মিষ্ঠা’, ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ (১৮৬০), ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ (১৮৬০), ‘পদ্মাবতী’ (১৮৬০), ‘কৃষ্ণকুমারী’ (১৮৬১) এবং ‘মায়াকানন’(অসমাপ্ত)-এর নাম। ‘শর্মিষ্ঠা’ যদি প্রথম সোপান হয়, ‘কৃষ্ণকুমারী’ তবে উপরিভাগ। পরবর্তী নাট্যকার গণ যে ভাগে নির্মাণ করেছেন বাংলা নাট্য সাহিত্যের রাজপ্রাসাদ। সংস্কৃত নাটকের রীতিকে অনুসরণ না করেও যে নাট্যরচনা সম্ভব, প্রমাণ করলেন তিনি।

তবে শুধুমাত্র নাট্য তত্ত্বেই নয়, বিদেশি সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞানে যে ঋদ্ধি, সে ঋদ্ধিতেই তিনি অবতীর্ণ হলেন বাংলা কাব্যের পাথারে। তথাকথিত ব্যঙ্গকবিতা বা হাস্যরসের প্লাবনে ভেসে না গিয়ে সাঁতরাতে থাকলেন বিশ্বসাহিত্যের উজানে। উপলব্ধি করলেন, প্রচলিত ছন্দের বেড়া ভাঙার। অন্তমিলের প্রয়োজনে হন্যে হয়ে ফেরা শব্দের সন্ধানে এতোদিন আপোস করতে হয়েছে কবিকে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনাপোষী বিক্রমতা কবিকে মুক্তি দিল, অন্ত্যমিলের অঙ্গনে। শুধুমাত্র দ্বিচরণান্তিক মিলের নির্ভেজালতাই নয়, যতিকে স্বাধীনতা দিলেন ভাবের প্রকাশে বিচরণের। তাই চরণান্তের যতি স্থানান্তরিত হলো চরণাভ্যন্তরের সীমানাতে। গতানুগতিক সাহিত্যের ধারাকে অস্বীকার করে কাব্য-কবিতায় আনলেন নব ছন্দের জোয়ার। ভাঙল প্রচলিত পয়ারের বেড়া। সৃষ্টির মাধুর্যে মধুকবির স্পর্ধা, বাংলা সাহিত্য ভূমিতে অঙ্কুরিত হলো ‘পদ্মাবতী’র উঠোনেই। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই সূচিত অমিত্রাক্ষরের বিন্যাস ,

“সে অমূলে ধন কভু সহজে কি তিনি
প্রদান করেন পরে? গজরাজ-শিরে
ফলে যে মতারাজি, কে লভয়ে কবে
সে মকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে
সে শিরঃ ? সকলে জানে, সরাসরি মিলি
মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা
অমৃত;কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি!
হায় রে, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি,
যে মণিতে গৃহ তার উজ্জল সতত।”

’পদ্মাবতী’র এ স্ফুলিঙ্গই আগ্নেয়গিরির রূপ নিল ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে’। এখানেই বাংলার বিশ্বমাত্রিকতা। কাব্য পাঠের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বন্ধু রাজনারায়ণ বসু বন্ধুকে পত্র লিখলেন, ‘My dear Madu– your country does not no know what an inestimable Jewel you are but we have been fortunate enough to know it.’

‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ প্রকাশের মধ্য দিয়েই মধ্যযুগীয় কাব্যিকতার মাইলফলক অতিক্রম করে সূচনা হলো প্রকৃত আধুনিক যুগের। প্রাচ্যের কাহিনিকে (স্যুন্দ উপস্যুন্দ দৈত্য ভ্রাতাদের বধের জন্য তিলোত্তমা অপ্সরা সৃষ্টির কাহিনি) পাশ্চাত্যের মাধুরী মিশিয়ে উপস্থাপনে তাঁর মুন্সিয়ানা যেমন প্রতিভাত, তেমনই প্রতিভাত অমিত্রাক্ষরের অন্দরমহল। এই অমিত্রাক্ষর সৃষ্টির উৎস অন্বেষণে একটু ফ্ল্যাসব্যাকে যেতে হবে। সে সময়কালে মধুসূদন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সুরমা ভবন মরকতকুঞ্জে গতায়াত শুরু করেছেন। একদিন মধুসূদন মহারাজের নিকট বাংলা নাটকের মুক্তি প্রসঙ্গে বললেন, “যতদিন না বাংলাভাষায় অমিত্রছন্দ (Blank verse) প্রবর্তিত হচ্ছে, ততদিন বাংলা নাটকের প্রকৃত উন্নতির আশা নেই।” মধুসূদনের এ মন্তব্যে কিছুতেই সম্মতি জানাননি মহারাজ। বাংলা ভাষায় অমিত্রছন্দের প্রবর্তন কোনোভাবেই কোনোকালেই সম্ভব নয় বলেই তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু মধুসূদনের অভিধান অসম্ভবরহিত। তাই সেদিনই মধুসূদন অমিত্রছন্দ নির্মাণের শপথ নিলেন এবং মহারাজকে দৃঢ়তার সাথে জানালেন অপেক্ষার প্রহর গুনতে, ‘সংস্কৃত ভাষা যার জননী, সেই বাংলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো।’ তারপরের ইতিহাস সকলেরই জানা। ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ রচনার পর চারিদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ঘটনাক্রমে কাব্যটি উৎসর্গ করলেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামেই।

‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’-এ অমিত্রাক্ষর ছন্দে হাত পাকিয়ে এবারে ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’র পালা। প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে শাস্ত্রীয় বৃত্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, রাবণকে নায়কের আসনে বসিয়ে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিন্যাসে কাহিনির কক্ষপথে পাঠকহৃদয়ে জাগালেন তৃপ্তির পেলব অনুভূতি। যে অনুভূতি বাঙালি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা বাঙালির পথ পরিত্যাগ করে আত্মশক্তিতে বীরত্বের জয়মাল্য যার গলে শোভিত তাদের প্রতিনিধি রাবণ ও মেঘনাদকে আশ্রয় করেই কাব্যকাহিনি ব্যাপৃত। এ যেন সনাতন-শাস্ত্রীয় আচারের বিরুদ্ধাচরণ। সত্যি কথা বলতে তিনি বাগীশ্বরীর বিদ্রোহী সন্তান। যে বিদ্রোহের সূচনা ধর্মান্তরকরণে। মাদ্রাজ গমণে তিনি নিজের বইপত্র বিক্রি করে দেন। ‘রত্নাবলী’র নাট্যক্রুটির বিদ্রোহেই তাঁর বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব। জন্ম নেয় ‘কৃষ্ণকুমারী’র ন্যায় যথার্থ নাটক। গতানুগতিক কাব্যধারার বিরুদ্ধাচরণেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনা। যার অনন্য ফসল ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’।

আবার ‘ব্রজাঙ্গনা’য় গীতিকবিতা এবং ‘বীরাঙ্গনা’য় পত্রকাব্যের আঙ্গিককে এমন নিবিড়ভাবে আধার করলেন, যাতে করে বিশ্বসাহিত্যের সমান্তরালে চলার যোগ্যতা অর্জন করল বাংলা সাহিত্য। নাটক ও মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, গীতিকাব্য, পত্রকাব্যের শিল্পভাষ্যে আপন মহিমার কিরণে বাংলা সাহিত্যের আলোকবর্তিকায় অভিষিক্ত হলেন তিনি ঠিকই কিন্তু, সাংসারিক ব্যায়ভার লাঘবের কোনো পথেই তিনি স্বস্তি পাননি। অগত্যাই সিদ্ধান্ত নেন ব্যারিস্টারি শিক্ষা গ্রহণের আশে ইংল্যান্ডে যাওয়ার। কেননা, মিতব্যয়িতা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। মেপে ব্যয়ের কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। ইংল্যান্ড যাওয়ার পূর্বে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখলেন, “আমার কাব্যজীবন শেষ হইয়া আসিতেছে। আমি ইংলণ্ড যাইবার আয়োজন করিতেছি-ব্যারিস্টার হইবার আশায়। তাই কাব্যলক্ষীকে এখন বিদায় সম্ভাষণ জানাইলাম।” তবে শুধুমাত্র ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যই নয়, হয়তো আরও কোনো গোপন ঈপ্সা তাঁর মনের গহীনে ছিল জাগরুক। কিন্তু গোপন কথাটি রবে না গোপনে। কেননা, তিনি ইতিপূর্বেই সেকথা জানিয়ে রেখেছিলেন ‘সূর্য উঠতে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আমি;আমি ইংল্যান্ডে যাওয়ার কথা ভুলব না, ভুলতে পারব না। আর একবার ইংল্যান্ডে যেতে পারলে শ্রেষ্ঠ কবি আমি হবই।’ বাংলা নাট্য ও কাব্যপাথারে স্বমহিমায় স্থিতির পরও তাই পাশ্চাত্যে কবি স্বীকৃতির অভিলাষ তাঁর ইংল্যান্ড যাত্রার গৌণ কারণও হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু অবজ্ঞার কালাপাহাড়ে সেখানে তিনি বিমর্ষ। তবু তাঁর নাম মধুসূদন দত্ত, কোনো প্রতিবন্ধকতাই তাঁকে করতে পারেনি অবরুদ্ধ। বরং অবদমিত ঈপ্সার ক্ষতে প্রতিষেধকের ভূমিকা নেয় তাঁর মসিতে চতুর্দশপদী কবিতা।

এই চতুর্দশপদী কবিতাই তাঁর শেষ প্রবর্তনা। নাটক, প্রহসন, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, পত্রকাব্যের সাথে বাঙালির পরিচয় ঘটিয়ে তিনি বাঙালিকে করে তুললেন বিশ্বসাহিত্য পাঠকের সমগোত্রীয়। আর চতুর্দশপদী কবিতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের তুল্যমূল্যে এগিয়ে দিলেন কমপক্ষে পাঁচশো বছর। পেত্রার্ক বা মিল্টনকে অনুবাদ নয়, আত্মস্থ করে আপন প্রতিভা নৈপুণ্যে সনেটকে বাঙালিত্বে অর্পণ করলেন। এসময়ে আর্থিক অস্বচ্ছলতার ঘূর্ণিপাকে ইংল্যান্ড থেকে তিনি থিতু হলেন প্যারিসে। ভার্সাই নগরীতে থাকাকালীন সময়েই তিনি ইতালীয় কবি পেত্রার্কের অনুকরণ কতকগুলি সনেট রচনা করেন। সনেটের বাংলা পরিভাষা রূপে চয়ন করেন ‘চতুর্দশপদী কবিতা’ শব্দগুচ্ছ। যে শব্দগুচ্ছ আজও সমান প্রাসঙ্গিক। বাংলা সাহিত্যের এ নবতম প্রকরণ সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যৎবাণী “চতুর্দশপদী কবিতা বাংলা ভাষায় চমৎকার লাগিবে।” তাঁর এ ভবিষ্যৎবাণী যে অক্ষরে অক্ষরে ফলিত, তা আর বলতে। ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির অভিব্যক্তিই তাঁর সনেটগুলিতে করেছে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তাঁর ইংল্যান্ড যাত্রা এবং প্রত্যাবর্তনে যার অবিসংবাদী ভূমিকা, সেই মানুষটিকে নিয়েই সৃষ্ট সনেটটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে-

“বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু !, উজ্জল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।”

১০২ কবিতা বিশিষ্ট ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’র শেষ কবিতার শীর্ষনাম ‘সমাপ্তে’। যার সমাপ্তিতে কবির আকুতি,

“এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে, ,
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ;ভারত-রতনে!”

যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে শৈশবীয় দম্ভে একদিন দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন, প্রৌঢ় বয়সে সেই বাংলা সম্পর্কে তাঁর স্বীকৃতি

“হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;--
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;--
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে, --
‘ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।”
পালিলাম আজ্ঞা সুখে’ পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।।”

বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার যে প্রকৃতই রত্নের আখর, দেরিতে হলেও তা তিনি উপলব্ধি করেন। তবে তাঁরই কথা ঋণ নিয়ে বলা যায়, তিনিই ঊনিশ শতকীয় নবজাগরণের কালে আধুনিকতার বীণায় ধরেছেন বাংলার মুক্তি সংগীত। যে সংগীতের অরুণরাগে রঞ্জিত নাট্য ও কাব্যপাথার। যে পাথারে চুনি-পান্নার ন্যায় উদ্ভাসিত ‘শর্মিষ্ঠা’, ‘কৃষ্ণকুমারী’, ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’, ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’। যা স্ব স্ব প্রকরণে আপন সৌরভ বিলোয় যথারীতি। পেত্রার্ক, মিল্টন, শেক্সপিয়র, বায়রণ যে উচ্চতায় আরোহণ করেছেন, মধুকবিও বাংলা সাহিত্যকে সে উচ্চতায় তুলে ধরার যথাসাধ্য প্রয়াস দেখিয়ে সাফল্য লাভ করেছেন। যার পরতে পরতে এমন রত্নের বিচ্ছুরণ, তাঁকে রত্ন না বলে রত্নভান্ডার বলাই সমীচীন। মাত্র একযুগীয় কাল সীমায় তাঁর মসি প্রসবিত অক্ষর বিন্যাসে বাঙালি ঋদ্ধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁকে থেমে যেতে হয়েছে ৪৯ বর্ষীয় জীবনরেখার উপান্তে। অকালে চলে যেতে হয়েছে প্রথম জীবনের স্পর্ধিত ঈপ্সার অপ্রাপ্তির মাঝেই। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হওয়ার বাসনায় একদিন তিনি কুল-মান বিসর্জন দিয়ে সর্বহারার যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, সেই তিনিই কিনা কাতর নিবেদনে মথিত করলেন কাব্যলক্ষ্মীকে,-

“রেখো, মা, দাসেরে মনে,   এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো   তব মনঃকোকনদে।”

জীবদ্দশায় কবির সে সাধ পূরণ হয়নি তো বটেই, কিন্তু হালে তাঁর কবি প্রতিভার গ্রহণযোগ্যতা পাশ্চাত্যে ক্রমশই বর্ধিষ্ণু। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লিনটন বুথ শিলি, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-গবেষক উইলিয়াম র্যাডিচি এবং ডিফিল গবেষক আলেকজান্ডার রিডিফোর্ড প্রমুখেরা মধুসূদনের সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে গবেষণার পরিসর প্রস্তুত করেছেন। এমনকি মধুসূদনকে নিয়ে লেখা হয়েছে আস্ত একটি ইংরেজি উপন্যাসও। জন্ম-দ্বিশতবর্ষের আবেগঘন মুহূর্তে মধুসূদন চর্চার এ ইতিবৃত্তে বাঙালির পরিচয়ে শ্লাঘা বোধ করি। তবে সে শ্লাঘার কেন্দ্রবিন্দু একটি বৃত্তের জন্ম দেয়। যার ব্যাসীয় সরলরেখার একপ্রান্তে আছে পাশ্চাত্যের কৌলিন্য, অন্য প্রান্তে আছে প্রাচ্যের বসন্ত বিলাস। যে প্রাচ্যের সহচরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। যে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ বৃক্ষে শোভন-সুন্দর মাধুর্য বিতরণ করে চলেছেন শ্রীমধুসূদন। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৃত্তায়নই প্রকৃত অর্থে বাংলার বৈশ্বিক স্বীকৃতি।

তথ্যঋণ –

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২১
- মধুসূদন রচনাবলি, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মহাজন্মাষ্টমী ৪ঠা ভাদ্র ১৩৪৯
- স্বদেশ, ঈশ্বর গুপ্ত
- সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৮৪
- প্রথম আলো ই-পেপার, ২১ আগষ্ট ২০১৫
- প্রভাত ফেরী, ১৭ অক্টোবর ২০২০
- গতি দৈনিক, ৩ জুলাই ২০২৩
- উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

স্ত্রী ও দুই সন্তানকে খুনে ফাঁসির সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: স্ত্রী ও দুই সন্তানকে কুপিয়ে খুন করে নিজেই ঘটনার কথা ফোন করে কাশীপুর থানার তৎকালীন ওসি অমিত মাসান্তোকে জানিয়েছিলেন গৌতম মাহাতো নামের ওই যুবক। সেই ঘটনাতেই মঙ্গলবার গৌতমকে ফাঁসির সাজা দিলেন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক প্রিয়জিৎ চট্টোপাধ্যায়। ঘটনা বিরলতম হওয়াতেই এই রায় দিয়েছেন বিচারক বলে জানাচ্ছেন আদালতের আইনজীবী মহল। আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর আদালতে এটাই প্রথম ফাঁসির সাজা।

২০২২ সালের ২৭ মার্চ রাতে স্ত্রী মমতা-সহ ছয় বছরের ছেলে ও সাড়ে তিন বছরের মেয়েকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছিলেন কাশীপুর থানার রাঙাডি গ্রামের বাসিন্দা গৌতম মাহাতো। ভোরবেলা ফোন পেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলেন কাশীপুর থানার বড়বাবু। দ্রুত পৌঁছন ঘটনাস্থলে। দেহ উদ্ধার করে গৌতমকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পরে স্ত্রী মমতার বাবা পুরুলিয়া মফস্বল থানার চাকড়া গ্রামের বাসিন্দা নেপালচন্দ্র মাহাতো জামাই গৌতমের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন। এই মামলার সরকারি আইনজীবী মহম্মদ জাকির আনসারি মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ জানান, জেলবন্দি অবস্থাতেই বিচার শেষ হয়েছে। মানসিক অবসাদ ও পারিবারিক কারণের জেরেই স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে নিজেও কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল ওই যুবক।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম সি, এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শেয়ার সার্টিফিকেট নং(সমূহ) : ৪১১২৯৭-১৯২০ শেয়ার(সমূহের) জন্য শুনানি ডিসটিংটিভ নং ১০৯৬২৪০৪৪৫ থেকে ১০৯৬২৪২৩৬৪ -বার্জার পেইন্ট ইন্ডিয়া লি এর রেজিস্টার্ড অফিস - **বার্জার হাউস, ১২৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০১৭, অশোক কুমার জৈন** এর নামে হারিয়ে গিয়েছে। আমি সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট(গুলির) জন্য বিকল্প সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য কোম্পানির নিকট আবেদন করেছি, কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি থাকলে কোম্পানির উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্ট্রারের নিকট, **সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা) লি, পি-২২, বন্ডেল রোড, কলকাতা-৭০০০১৯** এর নিকট সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে পারেন।

০৩.০৬.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশের সংশোধনী
এবং ০৬.০৬.২০২৫ তারিখের সংশোধনী,
শ্রদ্ধা এজেন্সিজ প্রা লি (দেউলিয়াগ্রস্ত) সম্পর্কিত

সংশ্লিষ্ট এই সংশোধনী ০৩.০৬.২০২৫ তারিখের ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ এবং ০৬.০৬.২০২৫ তারিখের পূর্ব সংশোধনী সম্পর্কিত শ্রদ্ধা এজেন্সিজ প্রা লি (দেউলিয়াগ্রস্ত), ব্লক এ, চালু সংস্থা ভিত্তিতে ২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(ই) অধীনে।
এতদ্বারা বিশ্লেষণাত্মক বিস্তারিত মতে অনিবার্য কারণে ব্লক বি এর নিলাম একই সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়নি। যাহোক, স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল সম্পদের বিস্তারিত/টেন্ডার নথি অনুযায়ী ব্লক-বি এর সম্পদ ব্লক- এ তে বর্ণিত একই সম্পদ, এবং নিলাম কেবল ব্লক -এ- এর বিক্রয় ব্যর্থ হলে তবেই বিক্রয় হবে বেং সংশোধিত তারিক ই-নিলামের জন্য (ব্লক-বি) যদি অনুষ্ঠিত হয় তবে ২৬ জুলাই ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে এবং বিস্তারিত সংশ্লিষ্ট সকল ইচ্ছুক ডাকদাতা এবং সাধারণকে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হবে।
সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারী এবং সম্ভাব্য ডাকদাতাদের অবহিত করা হচ্ছে।

মনীষ জৈন, লিকুইডেটর
শ্রদ্ধা এজেন্সিজ প্রা লি (দেউলিয়াগ্রস্ত) সম্পর্কিত
আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল,২বি, গ্র্যান্ড লেন, বজরং ভবন
লাল বাজার বাটা দোকানের নিকট, কলকাতা ৭০০০১২
মোবাইল নং : +৯১ ৯৮৩০২ ৪৮৬৮৪/ +৯১ ৮৫৮২৮ ০৬২২১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫.০৬.২০২৫

পাউনান সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি. নং.- ৪, স্থাপিত-১৯২৫
গ্রাম ও পোঃ-পাউনান, থানা-পোলবা, জেলা-হুগলী

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পাউনান সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.-এর সদস্য/ সদস্যাগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আগামী ইং ১৯.০৭.২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা হইতে সমিতির প্রধান কার্যালয়ে নির্বাচনী সূচী অনুসারে এই সমিতির সাধারণ সভায় সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন সংঘটিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঃ অপারেটিভ ইলেকশান কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

বিশদে অবগত হওয়ার জন্য সমবায়ের প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

Sd/-
A.R.O.
PAWNAN S.K.U.S. LTD.

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : "কেসিআই প্লাজা" ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯
ফোন: (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০, CIN: L24110WB1960PLC024910
ই-মেল : investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট : www.kanoriachem.com

কোম্পানি আইন, ২০১৩ -এর ধারা ১২৪(৬) এবং ১২৫ -এর সঙ্গে পঠিতব্য সংশোধিতমতো আইইপিএফ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুল, ২০১৬ এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ অনুসারে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) শেয়ারসমূহ স্থানান্তর।

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য দাবি না-করা লভ্যাংশ এবং অনুরূপ সংখ্যক ইক্যুইটি শেয়ার যেগুলি সম্পর্কে ৩১ মার্চ, ২০১৮ সালে সমাপ্ত আর্থিক বছর থেকে টানা সাত বছর লভ্যাংশ পাওয়ার উপযুক্ততা দাবিহীন হয়ে আছে, তা ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের পরে কেন্দ্রীয় সরকারের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তরণের জন্য নির্দিষ্ট হবে সংশোধিতমতো ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ -এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩-এর কোম্পানি আইনের ১২৪ ধারার বিধানাবলি অনুসারে। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নাম এবং তাদের ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি নম্বর কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com -তে 'investors' সেকশনে পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কোম্পানির কাছে থাকা তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় পৃথক পৃথক চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

উল্লিখিত সদস্যরা তাদের দাবি পেশ করতে পারেন, যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং তার সাথে ফর্ম আইএসআর-১ এবং ফর্ম আইএসআর-২, আইএসআর-৩, এসএইচ - ১৩ বা এসএইচ - ১৪ যেখানে প্রযোজ্য (শেয়ারহোল্ডারদের নাম সহ মূল বাতিল চেকের পাতা সহ), কোম্পানির কাছে তার রেজিস্টার্ড অফিস - "কেসিআই প্লাজা" ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯ ঠিকানায় পাঠানোর মাধ্যমে। ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে কোম্পানি কোনও বৈধ দাবি না পেলে আইনের উপরিবর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে কোম্পানি ওইরূপ লভ্যাংশ ও শেয়ার আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত করবেন। ফর্ম আইএসআর-১ এবং ফর্ম আইএসআর-২, আইএসআর-৩, এসএইচ - ১৩ বা এসএইচ - ১৪ কোম্পানির ওয়েবসাইটের পাশাপাশি আরটিএ www.cbmsl.com -তে উপলব্ধ।

দাবি না করা লভ্যাংশ এবং শেয়ার আইইপিএফ-তে স্থানান্তর করার পরে, সংশ্লিষ্ট সদস্যরা নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী আইইপিএফ-এর কাছ থেকে লভ্যাংশ এবং শেয়ার ফেরত দাবি করতে পারেন।

এই বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য বা দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করার জন্য, সংশ্লিষ্ট সদস্যরা invstor@kanoriachem.com -তে কোম্পানি সচিবকে ইমেল পাঠাতে পারেন বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা.) লিমিটেডকে টেলিফোন নং ০৩৩-৬৯০৬ ৬২০০ নম্বরে কল করতে পারেন বা তাদের ইমেল পাঠাতে পারেন rta@cbmsl.com -তে।

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
প্রতিভা জয়সওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং : ACS 33981

তারিখ: ২৪ জুন, ২০২৫
স্থান: কলকাতা

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা সমীপে
সি.পি. (সিএএ) ৫৮/কেবি/২০২৫
সংযুক্ত
সি.এ. (সিএএ) ১৯৯/কেবি/২০২৪
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা সম্পর্কিত
এবং
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ২৩০ ধারা তৎসহ পঠিত ধারা ২৩২ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান সম্পর্কিত
এবং
সংযুক্তি প্রকল্প বিষয় সম্পর্কিত
এর
অপটিমাইজ আইটি সিস্টেমস প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U72200WB2010PTC143272)
...প্রথম আবেদনকারী/বিমুক্ত কোম্পানি
এবং
ইনঅ্যাডেভ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U72200WB2021FTC250209)
...দ্বিতীয় আবেদনকারী/পরিবর্তিত কোম্পানি

শুনানির বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ওপটিমাইজ আইটি সিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে বিমুক্ত কোম্পানি হিসেবে উল্লিখিত) এবং ইনাদেব ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পরবর্তীতে পরিবর্তিত কোম্পানি হিসেবে উল্লিখিত) এর সংযুক্তি প্রকল্প (প্রকল্প) মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে প্রস্তাবিত ক) আইটি ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিজনেস বিমুক্তিকরণ এবং বিমুক্ত কোম্পানির ব্যবসায় পরিবর্তিত কোম্পানিতে নির্ধারিত তারিখ ১ এপ্রিল ২০২৪ থেকে কার্যকর হয় তার বিবেচনার জন্য এক আবেদন কোম্পানি কর্তৃক (সিপি (সিএএ) ১৫৮/কেবি/২০২৫) দাখিল করেছে।

মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ, উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১০ জুন ২০২৫ (এনসিএলটি ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে ১৮ জুন ২০২৫ তারিখে) অনুযায়ী আবেদনের পরবর্তী শুনানি ২৫ জুলাই ২০২৫ তারিখে ধার্য করা হয়েছে।

যেকোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চাইলে আবেদনকারী কোম্পানিগুলির অনুমোদিত প্রতিনিধিদের নিকট যেমন : বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত, বি-৪২, মেট্রোপলিটান কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, কলকাতা ৭০০১০৫ নোটিশ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বলিত মূল কপি, স্বয়ং বা অ্যাডভোকেট দ্বারা স্বাক্ষর করা এবং ব্যক্তির সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা সহ অনুমোদিত প্রতিনিধির নিকট নির্ধারিত শুনানির দিনের অন্তত ৭ দিন আগে পৌঁছতে হবে।

কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিরোধিতা করতে চাইলে বিরোধিতার কারণ বা ব্যক্তির হলফনামা নোটিশের সঙ্গে এবং একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানিগুলির অনুমোদিত প্রতিনিধির নিকট নির্ধারিত শুনানির তারিখের অন্যূন ৭ দিন পূর্বে পৌঁছতে হবে।

স্বা/-
বিনয় কুমার বিঞ্জরাজকা
ডিরেক্টর
ডিন : ০৫২১১১২০
ইনাদেব ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
(পরিবর্তিত কোম্পানি)
তারিখ ২৫ জুন ২০২৫

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার : ইস্টার্ন রিজিওন
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
সিগনেজিয়াস ভ্যালু অ্যাডভাইসরস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস
৯০, ফিয়ারস লেন, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বুধবার ১৮ জুন ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "মহারাষ্ট্র রাজ্যে" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
স্বা/-
অরবিন্দ হরলালকা
ডিরেক্টর
ডিন : ০০৪৯৪১৩৬

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫ জুন ২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
আরামবাগ শাখা
পরিশিষ্ট - IV (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০
ইমেল : zochinsurah@indianbank.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৮.০৪.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রীমতী পায়েল ভঞ্জ, স্বামী শ্রী প্রসেনজিৎ ভঞ্জ, গ্রাম এবং পোস্ট - তিরোল, থানা - আরামবাগ, জেলা - হাওড়া, পব, ৭১২৬০২ এবং শ্রী প্রসেনজিৎ ভঞ্জ, পিতা অশোক ভঞ্জ, গ্রাম এবং পোস্ট - তিরোল, থানা - আরামবাগ, জেলা - হাওড়া, পব, ৭১২৬০২ আরামবাগ শাখার নিকট** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১২,৭৩,৪৬৬ টাকা (বারো লাখ তিয়াত্তর হাজার চারশ ছেষট্টি টাকা) ০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৯.০৪.২০২৫** থেকে আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ জুন ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১২,৯৭,২২৭ টাকা (বারো লাখ সাতানব্বই হাজার দুশো সাতাশ টাকা) ২৪.০৬.২০২৫ অনুযায়ী এবং ২৫.০৬.২০২৫ থেকে** উক্ত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ পুনরায় আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত সমুদয় নির্মাণ : জমির পরিমাণ ১২ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : তিরোল, জেএল নং ১৭, এলআর প্লট নং ৩৬৪৮, ৩৫৪০, ৩৫৪১, আরএস খতিয়ান নং ২৫৭৪, ২৫৭৩, ৪০৮, ৪৮০, এলআর খতিয়ান নং ২৫৭৪, ২৫৭৩, তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : তিরোল, থানা : আরামবাগ, জেলা : হুগলি,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর আরামবাগ, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১১-২০১৭ সালের, তারিখ ০১.১১.২০১৭, বুক নং ১, ভলুম নং ০৬০৬-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭২৮৭৮ থেকে ৭২৮৯৭, সম্পত্তি শ্রীমতি পায়েল ভঞ্জ এবং শ্রী প্রসেনজিৎ ভঞ্জ এর নামে।

তারিখ : ২৪.০৬.২০২৫, স্থান : তিরোল স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. GIC HOUSING FINANCE LTD.
রেজি. অফিস - রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস - রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ১ম তল, ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ (জি.পি.ও.-র বিপরীতে)
ফোন নং (০৩৩) ২২৬২-২৭৫১/২৭৫২/২৬৩৩, রচনা দুগার : ৯৬৯৪০১৯৫০০

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. (জিআইসিএইচএফএল) এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীন নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন। যেহেতু ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৪ ধারা এবং ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম/ লোন ফাইল নং/	সম্পত্তির ঠিকানা/সম্পত্তির এরিয়া (বিল্ট আপ বর্গফুট)	দাবি নোটিশ ইস্যুর তারিখ	স্বত্ব দখলের তারিখ	৩০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী মোট বকেয়া পরিমাণ (পিওএস, সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	বাপী প্রধান এবং প্রিয়াঙ্কা প্রধান WB0070610002631	ভবনের নাম : দক্ষিণেশ্বরী অ্যাপার্টমেন্ট,হাউস নং : এফএল-এফ-২ এইচওএল : ১১৪১/২, তল নং : ৪র্থতল, প্লট নং : প্রি নং ২৯, স্ট্রিট নাম : শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, স্ট্রিট নং ২৯, সেক্টর ওয়ার্ড নং ৯, ল্যান্ড মার্ক : মিলনী প্লে গ্রাউন্ড, গ্রাম : আড়িদহ, স্থান : আড়িয়াদহ,তালুক : আড়িদহ, রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ,পিন কোড : ৭০০০৫৭, থানা : বেলঘড়িয়া (সম্পত্তির এরিয়া : ৮১১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ)।	১৫.০৫.২০১৮	৩০.১০.২০২৩	২৮,৭৭,৬১৫/-	১০,৮৫,৭২৭/-
২.	সুদীপ পুততুন্ড এবং তৃষা মুখার্জি WB0070610002901	ভবন নং : লারিকা টাউনশিপ, হাউস নং ৯/১০১,তলনং : একতলা, এফ প্লট নং ১২৪৭ ১১০১ ১৫২৯ ১৫১৪, স্ট্রিট নাম : বারাসত বারাকপুর রোড, স্ট্রিট নং : সেক্টর ওয়ার্ড নং ৫, ল্যান্ড মার্ক : লারিকা টাউনশিপ ইটসেলফ এ, গ্রাম : বালুরিয়া, স্থান : নবপল্লি, তালুক : বারাসত, রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭০০১২৬, থানা : বারাসত (সম্পত্তির এরিয়া : ৬৪৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ)।	২৮.০৩.২০২২	০৭.১১.২০২৩	১৮,৭৬,৯১৩/-	১১,৬১,৩৪৭/-
৩.	সিদ্ধার্থ সাহা এবং মৌসুমী দে WB0070610002996	ভবনের নাম : হোল্ডিং : ১৮, হাউস নং ৬, তল নং : ৩য়তল, প্লট নং দক্ষিণ মুখী স্ট্রিট নাম : আগরপাড়া, সেক্টর ওয়ার্ড নং ২৪, ল্যান্ড মার্ক : তারাপুকুর মিতালী সংঘ এর নিকট, গ্রাম : তারাপুকুর ,স্থান : আগরপাড়া,তালুক : খড়দহ, রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ,পিন কোড : ৭০০১০৯, থানা : খড়দহ, (সম্পত্তির এরিয়া : ৫১৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ)।	২৪.১১.২০২২	০৭.১১.২০২৩	১৮,৮৯,৯২৪/-	৯,১৩,১৮১/-
৪.	রেহানুদ্দিন মোল্লা এবং তুহিনা পারভিন মন্ডল WB0070610003045	ভবন নাম : হালদার অ্যাপার্টমেন্ট, হাউস নং এফ-১১,এলআর দাগ নং ২৮৭, তল নং ৫মতল, প্লট নং এলআর খতিয়ান নং ৮৬৩২ ৮৬৩৩, স্ট্রিট নং : সেক্টর ওয়ার্ড নং : ১৯, ল্যান্ড মার্ক : চণ্ডীতলা হসপিটাল, গ্রাম : মৃগলা, স্থান : মৃগলা, তালুক : ডানকুনি , রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭১২৩১১, থানা : ডানকুনি (সম্পত্তির এরিয়া : ৮৩১.৬ বর্গপুট সুপার বিল্ট আপ)।	০২.১২.২০২২	২২.০৩.২০২৩	২৫,৪২,৮৬১/-	১৩,৯৯,৫৮৩/-
৫	দেবাশিস মন্ডল / ইপ্সিতা চৌধুরী WB0070110001899	ভবন নাম : রীতা অ্যাপার্টমেন্ট, হাউস নং ফ্ল্যাট -বি৩/৮,তল নং : ৪র্থতল, প্লট নং : হোল্ডিং নং ৪১৩/সি/২২, স্ট্রিট নাম : কলেজ পাড়া, সেক্টর ওয়ার্ড নং ০৭ (এন), ১১ (ও), ল্যান্ড মার্ক : এপিসি কলেজের নিকট, গ্রাম : সোদপুর রোড, স্থান : নিউবারাকপুর,তালুক : মৌজা : মাসুন্দা,রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড : ৭০০১৩১, থানা : খড়দহ (সম্পত্তির এরিয়া : ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ)।	১৪.০৭.২০১৭	১১.০৪.২০১৯	৪৮,৮১,৮৩৫/-	১২,২৪,০০০/-

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়- ১০.০৭.২০২৫ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ০৯.০৭.২০২৫ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার আগে।
উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-নিলাম বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যেমন আছে তেমন আছে"** ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে প্রস্তাবগুলকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।
নিলামে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ
১. **ই-নিলাম** অনুষ্ঠিত হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত এবং 'অনলাইনে'** পরিচালিত হবে। ই-নিলাম জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী "মেসার্স.৪ ক্লোজার" এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ।
২. **ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে/ এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা হতে পারে পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ৬০৫এ, ৭ম তল মৈত্রীভনম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলেঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম- ৮১৪২০০০০৬৪/৬৬, শ্রী প্রকাশ, ৮১৪২০০০০৬৪/৮১৪২০০০৭২৫, prakash@bankauctions.in থেকে। সম্পত্তি সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের যোগাযোগ টেলিফোন নম্বর (০৩৩) ২২৬২-২৭৫১, রচনা দুগার- ৯৬৯৪০১৯৫০০**
৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি অ্যাক্ট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।
৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।
৫. ইচ্ছুক দরদাতা জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।
৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
৭. **ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশ বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ- ব্যাঙ্কের নাম- ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এ/সি নং- ০০৫১১১০১০০০০০৩৯-এ/সি নাম- জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. ই-অকশন কালেকশন, শাখার নাম- এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা : ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লেমেশিও নরিম্যান পয়েন্ট মুম্বই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১ আইএফএসসি কোড : UBIN0800511।**
৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।
৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে "অনলাইনে" জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।
১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।
১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫ শতাংশ জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।
১২. দরদাতারা "ক্যাভিয়েট এম্পটর" (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।
১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক ।
১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।
১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।
১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।
১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয় । **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি** ব্যতীত ভিত্তিতে সম্পত্তি নিলাম করা হবে।
বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলী এবং সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার এবং ওয়েবসাইট https://bankauctions.in দেখুন।

তারিখ : ২৫.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা
৫ লালা লাজপত রায় সরণি, ১ম ফ্লোর, কলকাতা -৭০০০২০
লকার ভেঙ্গে খোলার নোটিশ

ইউকো ব্যাঙ্ক নীচের টেবিলে উল্লিখিত হিসাবে সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের সেফ ডিপোজিট লকারগুলি প্রদান করেছে। লকারের ভাড়া দীর্ঘদিন ধরে পরিশোধ করা হয়নি এবং দেরী/অ-প্রদানের জন্য জরিমানা সহ ভাড়া বকেয়া আছে। ব্যাংক ভাড়া প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের প্রতি নোটিশ জারি করেছে কিন্তু এটি এখনও পর্যন্ত তা জমা/প্রদান করা হয়নি।

ক্র. নং.	শাখার নাম	লকার নং.	লকার ভাড়াকারীগণের নাম	বকেয়া পরিমান (জিএসটি ছাড়া টাকায়)	যখন থেকে বকেয়া
১.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	এএ০২৫	মানস কুমার ঘোষ ও মিতালী ঘোষ	১৯৯৫৭	০৮-০২-২০১৫
২.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	এএ০৪০	মহারানী সরকার ও সুবীর সরকার	১৮৩০৪	২৯-০৭-২০১৬
৩.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	এএ০৪১	অধীর কুমার মান্না ও পদ্ম মান্না	১৫৭৯৪	২৩-০৫-২০২০
৪.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	এএ০৪৭	নমিতা হালদার, প্রদীপ হালদার ও রাখি হালদার	১৯১৫৫	১৫-১১-২০১৫
৫.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	এএ০৫৪	গৌর পদ সাহা ও সুব্রত সাহা	২০৪৪৮	১০-১০-২০২০
৬.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	এএ০৬১	সরলা ব্যানার্জী ও নিতাই ব্যানার্জি	২৫৮৫৫	১৪-০৭-২০০৮
৭.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	এসি০৬২	বট কৃষ্ণ চ্যাটার্জি, প্রতিমা চ্যাটার্জি, গৌতম চ্যাটার্জি ও বিবেকানন্দ চ্যাটার্জি	৪৭১৩৮.৪	৩১-০৫-২০১১
৮.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	এএফ০৬৪	সেখ নুরুল আমিন ও সুফিয়া বিবি	৮৮৫৫৩	২৯-০৯-২০১১
৯.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	বিএ০৫৬	গোপাল চন্দ্র মান্না ও প্রনিমা মান্না	২৩১৬৩	২৩-১১-২০১১
১০.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	বিসি০৩৭	গোবিন্দ প্রসাদ রায়	৩৮৪১৩	০১-০১-১৯৯৯
১১.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	সিএ০৫৯	বিকাশ কুমার বারিক ও বিভাস কুমার বারিক	২১১৫৯	১৪-১১-২০১৯
১২.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	সিএ০৬৯	মানবেন্দ্র নাথ হালদার ও মিনা হালদার	২৫৫৮১	১৫-১২-২০০৮
১৩.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	ডিএ০৬০	রিতিকা মন্ডল ও সুমনা মন্ডল	১৪২৮৮	২৪-০২-২০২০
১৪.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	ইএ০১৯	ছায়া বেরা ও সুকুমার কপাট	২৭২৯০	২৮-০৬-২০০৬
১৫.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	ইএ০২৮	পরিমল কুমার মন্ডল ও লিপিকা মন্ডল	২৫৪৯৮	১০-০৪-২০০৯
১৬.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	ইএ০৩১	তরুণ কুমার সাহা	২৬৩০২	১৯-১১-২০০৭
১৭.	ডায়মন্ড হারবার (০৮৮০)	ইএ০৬৫	সুরেন্দর জিৎ সিং	২৬৯৯০	২৪-০৩-২০০৭

লকার ভাড়াকারীগণের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায়, ব্যাঙ্ক ০৬/০৭/২০২৫ তারিখে বা তার পরে উল্লিখিত লকারগুলি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী বকেয়া সামঞ্জস্য করার জন্য লকারগুলির মধ্যে থাকা বিষয়বস্তু, যদি থাকে, আংশিক/সম্পূর্ণভাবে নিলাম করা হবে। লকারের অবশিষ্ট বিষয়বস্তু, যদি থাকে, তা সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীগণের ঝুঁকি, দায়িত্ব এবং খরচে ব্যাঙ্কের হাতে থাকবে। যদি, লকারের বিষয়বস্তু ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধার করার জন্য অপর্যাপ্ত হয়, লকার ভাড়াকারীগন ঘাটতির জন্য দায়ী থাকবে। লকার ভাড়াকারীগন, তাদের লকার পুনরুদ্ধার করতে আগ্রহী হলে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করতে পারেন ০৫/০৭/২০২৫ এর মধ্যে তাদের শাখায়।

তারিখ: ২৫.০৬.২০২৫, স্থান: কলকাতা ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
আখরোট ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	আখরোট ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৩.১১.২০১৩
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U45400WB2013PTC198343
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫৪৩-৫৪৪ গেট নং ১, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২০.০৬.২০২৫ অর্ডার আপলোড করা হয়েছে ২৪.০৬.২০২৫ তারিখে
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৭.১২.২০২৫
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	জীতেন্দ্র লোহিয়া রেজি. নং IBBI/IPA-001/P00170/2017-18/10339
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০ ইমেল : jitulohia@knjainco.com
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ক্লাস ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রফেশনালস প্রা. লি. ঠিকানা : ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০ ইমেল : cirp.akhrot@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৮.০৭.২০২৫ (অর্ডার আপলোডের তারিখ থেকে ১৪ দিন)
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	নেই
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Weblink: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে আখরোট ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ২০.০৬.২০২৫।
আখরোট ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৮.০৭.২০২৫ তারিখের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
জীতেন্দ্র লোহিয়া
আখরোট ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড এর
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00170/2017-2018/10339
রেজি. ঠিকানা : ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০
রেজি. ইমেল : jitulohia@knjainco.com
এএফএ নং AA1/10339/02/311255/107871, এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

তারিখ : ২৪.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India
দাবি নোটিশ ধারা ১৩(২)
রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্কস্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৭১, পব
ফোন নং : ০৩৩ ৪০৬৫ ৮১৪২, ইমেল : crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank

প্রতি
১. **আবেদনকারী : শ্রী সুশান্ত মন্ডল,** পিতা সন্তোষ মন্ডল, বিনপানি অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, বিবেকানন্দ পার্ক, ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১১০
আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং এ, ১ম তল (উত্তর পূর্ব কর্নার) সিদ্ধার্থ প্লাজা, হোল্ডিং নং ৫৯ এইচ বি টাউন, রোড নং ৪, পো. সোদপুর, থানা - খড়দা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১১০
২. **সহ-আবেদনকারী : শ্রীমতী দেবীকা মন্ডল,** স্বামী সুশান্ত মন্ডল, বিনপানি অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, বিবেকানন্দ পার্ক, ঘোলা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১১০
আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং এ, ১ম তল (উত্তর পূর্ব কর্নার) সিদ্ধার্থ প্লাজা, হোল্ডিং নং ৫৯ এইচ বি টাউন, রোড নং ৪, পো. সোদপুর, থানা - খড়দা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১১০

প্রিয় মহাশয়,
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে **যুগবেরিয়া শাখা (৯১৪৮৪৩)** কর্তৃক অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক ০৫.০৬.২০২৫ তারিখে ইস্যুকৃত নোটিশটি আপনাকে পাঠানো হয়েছিল, যা আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট/গুলিতে আমাদের কাছে থাকা আপনার শেষ জ্ঞাত ঠিকানায় বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানিয়ে। সুতরাং, এই দাবি নোটিশের বিষয়বস্তু এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে।
আপনার দ্বারা গৃহীত ঋণ সুবিধা/ঋণ সুবিধাগুলিকে **৩০.০৪.২০২৫ তারিখে এনপিএ** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। আপনি ঋণ সুবিধা গ্রহণ করার সময় ঋণের নথিপত্র সম্পাদন করেছেন এবং ব্যাংকের অনুকূলে জামিন রেখেছেন। ঋণ সুবিধা এবং সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ নিম্নরূপ :
০৫.০৬.২০২৫ তারিখে বকেয়া পরিমাণের সাথে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা, মোট বকেয়া পরিমাণ ৭,০২,৭৩০.৭০ টাকা (সাত লাখ দুই হাজার সাতশ তিরিশ টাকা এবং সত্তর পয়সা)
জামিনদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ, একতলায় পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৬০ বর্গফুট (মেঝে : টাইলস) কমবেশি উত্তর-পূর্ব কোণে, ২ বেড রুম,১ কিচেন তথা ডাইনিং, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, বহুতল ভবনে, স্থানীয় পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩১ অধীন, হোল্ডিং নং - ৫৯, ভবনের নাম সিদ্ধার্থ প্লাজা, এবং অবিভক্ত জমি এবং চাতালের অংশ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দখল এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উক্ত প্রেমিসেস অবস্থিত সংশ্লিষ্ট ব্লক এ,সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিম , প্লট নং ১৮৫, মৌজা : সোদপুর, জেএল নং ০৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৭১/২৬৮৮, ৮৭১/২৬৯০, সাবেগ দাগ নং ৮৭১, খতিয়ান নং ৯৪১, থানা : খড়দহ, বর্তমান : ঘোলা, এডিএসআরও - বারাকপুর বর্তমানে সোদপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, স্থানীয় পানিহাটি পুরসভা অধীন, দলিল অনুযায়ী নং ১-০২৯৩৮/২০২২। **অবস্থিত ফ্ল্যাট সংশ্লিষ্ট জমি সম্পত্তিতে অবস্থিতর বিবরণ :** উত্তরে : অবশিষ্ট অংশ প্লট নং ১৮৫, দক্ষিণে : স্কিম প্লট নং ১৮৬, পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া এইচ বি টাউন, রোড নং ০৪,পশ্চিমে : স্কিম প্লট নং ১৮১।
ফলে আপনারা, নং ১ এবং ২ ঋণগ্রহীতা হিসেবে আপনাদের উক্ত নোটিশের নিয়ম অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ৭,০২,৭৩০.৭০ (সাত লাখ দুই হাজার সাতশো ত্রিশ টাকা সত্তর পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আপনারা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে আমরা জামিন অধীনে ঋণদাতা হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(৪) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।
সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১৩(১৩) অধীনে ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত সংশ্লিষ্ট নোটিশ পাওয়ার পরবর্তীতে জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনওরূপ হস্তান্তর না করতে সতর্ক করা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধাকা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

আপনার বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার

SBI এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৭.০২.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ **তিস্তা সরকার এবং মহম্মদ ওয়াসি, একতা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৩য় তল, প্রেমিসেস নং ১২১, সরকারহাট লেন, বাহাদুর মঠের নিকট, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬১,** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৫,২৬,০২২ টাকা (পঁচিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার বাইশ টাকা) এবং ১৭.০২.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৪ জুন ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২৫,২৬,০২২ টাকা (পঁচিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার বাইশ টাকা) এবং ১৭.০২.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ ব্যয় ইত্যাদি সহ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬৩০-২০২০, পৃষ্ঠা ২৫০৯০ থেকে ২৫১৩২, দলিল নং ১৬৩০০০৫০৪-২০২০ সালের, জেলা সাব রেজিস্ট্রার, অফিস ডিএসআর -৫, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

তপশিল এ, উল্লেখ্য উপরোক্ত
(সমুদয় জমি এবং ভবনের বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৬ কাঠা ৩ ছটাক ১১ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : দক্ষিণ বেহালা,জেএল নং ১৬, আরএস নং ৮১, তৌজি নং ৩৫১, খতিয়ান নং ৬৩, দাগ নং ৪৮০, পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৩৪৮, সরকারহাট লেন, (ডাক ঠিকানা : ১২১, সরকারহাট লেন), থানা ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১, কলকাতা পৌর সংস্থার (সাউথ সুবার্বন ইউনিট) ওয়ার্ড নং ১২৬, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, লিফট সুবিধা সহ, এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ, চৌহদ্দি :
উত্তরে : গণেশচন্দ্র মজুমদারের ভবন, ৩৬৪, মধুসূদন পল্লি, কলকাতা ৭০০০৬১, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, **পূর্বে :** বিজন মন্ডলের ভবন, ৩৫৭/৩৭৪, দক্ষিণ বেহালা রোড, মধুসূদনের পল্লি, কলকাতা ৭০০০৬১, **পশ্চিমে :** উষারানি দাস, স্বামী মুকুন্দলাল দাস , এর ভবন, ১২২, সরকারহাট লেন, কলকাতা : ৭০০০৬১।

তপশিল বি, উল্লেখ্য উপরোক্ত
স্বত্বাধিকারী : তিস্তা সরকার এবং মহম্মদ ওয়াসি।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, অবস্থিত তিনতলার পিছনের অংশে গ্রাউন্ড প্লাস তিনতলা ভবনের পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৭৫০ বর্গফুট** কমবেশি, দুই বেডরুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক ব্যালকনি, এবং এক টয়লেট এবং অবিভক্ত জমি এবং সকল পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত,ফিক্সচার, ফিটিংস, বৈদ্যুতিক সংস্থাপন অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩৪৮ সরকারহাট লেন (ডাক ঠিকানা : ১২১ সরকারহাট লেন), থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা ৭০০০৬১, ওয়ার্ড নং ১২৬, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

তারিখ - ২৪.০৬.২০২৫
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

গোঘাট-কাণ্ডে একজনের ফাঁসি ও ১৮ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তৃণমূলের হাতে তৃণমূল খুন! ফাঁসির সাজা ঘোষণা আরামবাগ মহকুমা আদালতের। তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরেই খুন বলে দাবি জানিয়েছিল স্থানীয় মানুষ। ২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর স্কুল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সংঘর্ষ হয় তাতে গোঘাটের তৃণমূল নেতা শেখ নইমুদ্দিনকে গুলি করে খুন করার ঘটনায় মঙ্গলবার ১৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করল আরামবাগ মহকুমা আদালত। এছাড়াও সাতজনকে এই মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সোমবার। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন গোঘাটের বর্তমান বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক, সিপিআইএম নেতা দেবু চট্টোপাধ্যায় ও ভাস্কর রায়। হুগলি জেলা মুখ্য সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গাঙ্গুলি এদিন জানান, '২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর গোঘাটের শাওড়া ইউনিয়ন হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। আর তা নিয়েই গন্ডগোল বাঁধে। তখনই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় শেখ নইমুদ্দিনের। এই ঘটনায় নইমুদ্দিনের স্ত্রী গোঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এতদিন ধরে বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সেই মামলা চলছিল। এদিন আরামবাগ মহকুমা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশান জাজ বিচারক কিষেণ কুমার আগরওয়াল ১৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এদের মধ্যে প্রধান অভিযুক্ত বলদেব পালকে ফাঁসির সাজা ও বাকি ১৮ জনকে আমৃত্যু কারাবাসের সাজা শোনানো হয়েছে।' পাশাপাশি দশ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়।

সূত্রের খবর, সাজা প্রাপ্ত হয়েছেন ছয় জন সিপিআইএম কর্মী আখতার চৌধুরী, পান্নালাল মণ্ডল, গাজন প্রামাণিক, সন্তোষ পণ্ডিত, শফিক আহমেদ, অসিত সিংহ রায়। ফরওয়ার্ড ব্লকের ১ জন মদন ঘোষ। তৃণমূলের ১২ জন সাজা প্রাপ্ত হন। আদালতের রায় প্রসঙ্গে মৃত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রী তেহেরা বেগম বলেন, 'আজকে আমি ভীষণ খুশি আদালতের এই রায়ে। একজনের ফাঁসি আর ১৮ জনের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষিত হয়েছে। আমার স্বামীকে গুলি করে মারা হয়েছিল। ৩০জনের নামে অভিযোগ করেছিলাম আমি।' মৃত নইমুদ্দিনের ভাইপো রামিজ উদ্দিন বলেন, 'প্রকাশ্য দিবালোকে হাট ও স্কুল চলাকালীন আমার কাকাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সেই মামলার রায় হল। যে গুলি করেছিল, তার ফাঁসি হয়েছে। আদালতের উপর আমাদের ভরসা ছিল। এই রায়ে আমরা খুশি।' যদিও, সাজা প্রাপ্তদের পরিবারের লোকজন স্বভাবতই এই রায়ে খুশি নন। তাঁদের বক্তব্য, 'বিরোধীরা ফাঁসিয়েছে। এই রায়ের বিরোধিতা করে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হব।' অপরদিকে হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের অ্যাডিশনাল এসপি কৃশানু রায় সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'আরামবাগ মহকুমা আদালতে ঐতিহাসিক রায় হয়েছে। ২০১১ সালের ৯ই ডিসেম্বর গোঘাট থানায় তেহেরা বিবি একটা অভিযোগ দায়ের করেন। সাব ইন্সপেক্টর সাক্ষীগোপাল ঘোষ তদন্ত শুরু করেন। তারপর গোঘাট থানার তৎকালীন ওসি প্রশান্ত চ্যাটার্জী তদন্ত করেন। ৩০ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেন। বিচারচলাকালীন চারজনের মৃত্যু হয়। সেই মামলার রায়ে সাত জন বেকসুর খালাস পান। বাকি ১৯ জনের মধ্যে একজনের ফাঁসির সাজা ঘোষিত হয়েছে। ১৮ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।'

কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের পার্টি অফিসের দখল ঘিরে ধুন্ধুমার-কাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের পার্টি অফিসের দখলদারি নিয়ে ধুন্ধুমারকাণ্ড। রীতিমতো সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন এবং বর্তমান সভাপতি গোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। মঙ্গলবার দুপুরে মালদার রথবাড়ি এলাকায় জেলা কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি'র কার্যালয়ের তালা ভেঙে ঢোকার অভিযোগ ওঠে বর্তমান সভাপতির বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করায় প্রাক্তন মহিলা সভাপতিকে মারধরের পাশাপাশি অফিস ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় (ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি একদিন)। দুই পক্ষের হাতাহাতিতে স্তব্ধ হয়ে যায় রথবাড়ির স্টেশন রোড সম্মুখীন এলাকা। ঘটনার খবর পেয়ে রথবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন এবং বর্তমান সভাপতি উভয় পক্ষই ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন ইনটাকের জেলা সভাপতি সঞ্জীব সরকারের সঙ্গেই মূলত বিবাদ বাঁধে প্রাক্তন মহিলা সভাপতি লক্ষ্মী গুহর। একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা মারধরের অভিযোগ তোলেন। ইংরেজবাজারের রথবাড়ি এলাকাতেই রয়েছে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন ইনটাকের একটি পাকা স্থায়ী ভবন। যার বর্তমান বাজার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। ৮০'র দশকে তৎকালীন জেলা ইনটাকের সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর বিশ্বনাথ গুহ'র নেতৃত্বে রথবাড়ি এলাকায় এই পার্টি অফিস গড়ে ওঠে। ২০০৮ সালে বিশ্বনাথ গুহ'র মৃত্যুর পর জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী গুহকে দলের শ্রমিক সংগঠন ইনটাকের জেলা সভাপতি দায়িত্ব দেয়। দীর্ঘদিন ধরে এই পদ সামলান লক্ষ্মী গুহ। গত কয়েক বছর ধরে এই সভাপতির পদ নিয়ে শুরু হয় দলীয় কোন্দল। পরবর্তীতে দলের জেলা নেতৃত্ব চলতি বছর কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি করা হয় সঞ্জীব সরকারকে। আর তারপরেই শুরু হয় বিবাদ। কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন প্রাক্তন জেলা সভাপতি লক্ষ্মী গুহ বলেন, 'রথবাড়িতে এই পার্টি অফিসটি আমার স্বামী বিশ্বনাথ গুহ'র ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখানে কংগ্রেসের কোনও দখলদারি নেই। তবুও ওরা জোর করে এই পার্টি অফিস দখল করতে চাইছে। এটাতো আমার স্বামীর সম্পত্তি।' এদিকে ইনটাকের বর্তমান জেলা সভাপতি সঞ্জীব সরকার বলেন, 'এটা দলের সম্পত্তি। বিশ্বনাথ গুহ যখন কংগ্রেস দল করতেন, তখন তিনি এটি কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করতেন। এই সম্পত্তির কাগজপত্র লক্ষ্মী গুহের কাছে নেই। সুতরাং মৌখি কভাবে দাবি করলে সেটা নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয় না।' কংগ্রেসের দক্ষিণ মালদা সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী জানিয়েছেন, 'বিষয়টি দলগতভাবে খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।' পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানান, 'দুই পক্ষকে বলা হয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় কাগজ দেখানোর জন্য। সেই মত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

'জাল এসটি সার্টিফিকেটে' ডাক্তারি, অবরোধ, বিক্ষোভ আদিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট ব্যবহার করে ডাক্তারি পড়ার অভিযোগ। অবিলম্বে ওই ছাত্রীকে বরখাস্ত করার দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন আদিবাসী সমাজ। বিক্ষোভ চলে বাঁকুড়া মেডিক্যাল সম্মিলনী কলেজেও। শুধু বেআইনিভাবে ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট বের করাই নয়, সেই সার্টিফিকেট কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালে নিট কোয়ালিফাই করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এক পড়ুয়া। সম্প্রতি তাঁর সার্টিফিকেট জাল প্রমাণিত হওয়ার পরেও বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই পড়ুয়াকে বহিষ্কার না করায় মঙ্গলবার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে আছড়ে পড়ল আদিবাসীদের বিক্ষোভ। একই দাবিতে মেডিক্যাল কলেজের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে নিট কোয়ালিফাই করে এসটি সংরক্ষিত আসনে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন জুহি কোলে নামের এক ছাত্রী। সেই ছাত্রী এখন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ফাইনাল ইয়ারে পড়াশোনা করছেন। সম্প্রতি তাঁর ব্যবহার করা এসটি সার্টিফিকেট ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়। আর এরপরই নড়েচড়ে বসে বাঁকুড়া-সহ জঙ্গলমহলের আদিবাসীরা। অবিলম্বে ওই ছাত্রীকে বহিষ্কার করা এবং তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেয় আদিবাসীরা। সেই অনুযায়ী এদিন বাঁকুড়া শহরে ধামসা মাদল ও প্রথাগত অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার পাশাপাশি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের লোকপুর ক্যাম্পাসের পাশের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধের জেরে শহরের মূল প্রবেশ পথে আটকে পড়ে যানবাহন। আদিবাসী সমাজের দাবি, জুহি কোলের এসটি শংসাপত্র বাতিলের পর তাঁকে বহিষ্কারের আবেদন জানানো হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরেও মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রীর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি। আদিবাসী সমাজের অভিযোগ, 'আদিবাসীদের ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট দেওয়া থেকে শুরু করে ভুয়ো সার্টিফিকেট প্রমাণিত হওয়ার পরেও অভিযুক্তদের ব্যবস্থা না নেওয়া সবকিছুতেই কাজ করছে একটি চক্র।' জুহি কোলে সম্পর্কে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ কার্যত মেনে নিয়েছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের দাবি, 'অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে ওই পড়ুয়ার শংসাপত্র যাচাই করে তারপরেই তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। এখন তাঁর এসটি সার্টিফিকেট ভুয়ো প্রমাণিত হওয়ায় বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ এলে সেই মোতাবেক পদক্ষেপ করা হবে।'

ধান, সবজি চাষে ব্যাপক ক্ষতি, পরিদর্শনে পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ডুবেছে সবজি খেত, বিপাকে গোপীবল্লভপুরের চাষিরা। টানা নিম্নচাপের বৃষ্টিতে জলের তলায় চলে গেছে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের পেটবিন্দি এলাকার সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী মহাপাল, ভক্তাপাঠ, পেটবিন্দি-সহ একাধিক এলাকার সবজি খেত। নদী-নালা ফুলেফেঁপে উঠেছে, জমে উঠেছে জল। এতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন এলাকার শসা, উচ্ছে-সহ বিভিন্ন শাকসবজি চাষিরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমিতে গাছ তলিয়ে গিয়েছে, অনেক জমির মাটির গুণমানও নষ্ট হয়ে পড়েছে। পেটবিন্দি অঞ্চলে সবজি চাষই বহু পরিবারের মূল জীবিকা। সেই আয়ের ভরসাই কার্যত তলিয়ে যেতে বসেছে বলে আশঙ্কা চাষিদের। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ক্ষতিগ্রস্ত জমি পরিদর্শনে যান এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শংকর প্রসাদ দে। তিনি চাষিদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন। চাষিদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে তিনি জানান, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন প্রশাসনকে জানিয়ে দ্রুত সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শংকর প্রসাদ দে বলেন, 'আমি দেখেছি এই এলাকায় ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে বহু চাষের জমিতে হঠাৎ জল ঢুকে পড়ে। আমি নিজে সেই ক্ষতিগ্রস্ত জমিগুলি পরিদর্শন করেছি, এখন জলস্তর অনেকটাই নেমে গিয়েছে। ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চেষ্টা করছি, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা দ্রুত ক্ষতিপূরণ পান।'

জেলা পরিষদের জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের ৩৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হল বারাসত রবীন্দ্রভবনে। মঙ্গলবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে, কেক কেটে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা হয়। এদিনের মঞ্চ থেকে জেলার ৪৩ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রী ও ৬ জন কৃতী খেলওয়াড়কে সংবর্ধিত করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খাড়িয়া, বিধায়ক রফিকুর রহমান, ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ আরসাদ উদ জামান-সহ সকল সদস্যরা। এদিনের অনুষ্ঠান শেষে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সার্থক গোস্বামী ও রাঘব চট্টোপাধ্যায়।

দ্বারকেশ্বর নদে তলিয়ে নিখোঁজ তিন পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দ্বারকেশ্বর নদে স্নান করতে নেমে জলের স্রোতে ভেসে একই সঙ্গে তলিয়ে গেল নবম শ্রেণির তিন পড়ুয়া। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার সুভাষ পল্লি ষাড়েশ্বর ঘাটে। ঘটনার খবর পেয়ে প্রথমে স্থানীয়রা এবং পরে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ নিখোঁজ পড়ুয়াদের সন্ধান শুরু করে। পরে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে স্পিড বোট নিয়ে নদীতে তল্লাশি শুরু করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ৮ থেকে ১০ জন পড়ুয়া এদিন দুপুর একটা নাগাদ সাইকেলে করে ষাড়েশ্বর শিব মন্দির লাগোয়া দ্বারকেশ্বর নদের সুভাষপল্লি ষাড়েশ্বর ঘাটে যায়। সেখানে অন্যান্যরা পাড়ে বসে থাকলেও অর্কদীপ দাস, সায়ন চট্টোপাধ্যায় ও পরমেশ্বর মিশ্র নামের তিন পড়ুয়া দারকেশ্বর নদে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়।

নকল নথি তৈরি করে সরকারি জমি বিক্রির চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি খেলার মাঠের একাংশ দখলদারির অভিযোগ উঠল মালদার কালিয়াচকে। প্রায় পাঁচ বিঘা মাঠের একটা বড় অংশ রীতিমতো পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেটা কারচুপি করে বিক্রির চেষ্টা অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কয়েকজন জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। রীতিমতো নকল নথি তৈরি করে সরকারি জমির দখলে রাখা অংশের বিক্রিতে মড়িয়া হয়ে পড়েছে তারা। এব্যাপারে স্থানীয় গ্রামবাসীরা সরকারি মাঠ বিক্রির প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন।

কালিয়াচক ১ ব্লকের গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাখরপুর এলাকার গ্রামীণ সড়কের ধারেই রয়েছে প্রায় পাঁচ বিঘার সরকারি এই মাঠটি। যার তত্ত্বাবধানে ছিল গয়েশবাড়ি ইয়ংম্যানস লাইব্রেরি এন্ড ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এর আগেও এই মাঠের একাংশ জায়গা কারচুপি করে বিক্রির অভিযোগ ওঠে। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনে অভিযোগ জানান। পরবর্তীতে মামলা গড়ায় আদালতে। তখনকার মতো বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে গেলেও, আবারও এই বাখরপুর মাঠের একটা অংশ গোপনে বিক্রি করতে মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছে মাটি মাফিয়াদের দল বলে অভিযোগ। একসময় জমিটি খেলার মাঠ হিসাবেই ব্যবহার করতেন স্থানীয়রা। এলাকার মানুষের অভিযোগ, এই সরকারি মাঠে এখন যে যার মতো গাড়ি রাখে। নির্মাণ সামগ্রী ফেলা হয়, যত্রতত্র অস্থায়ী কাঠের দোকান বসে বেচাকেনা চলছে। স্থানীয়রা আর খেলাধূলা করতে পারে না। নতুন করে এই মাঠ কৌশলে বিক্রি করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে জমি মাফিয়াদের একাংশ। এব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যদিও এপ্রসঙ্গে তৃণমূল পরিচালিত গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কোনওরকম প্রতিক্রিয়া জানায় নি। কালিয়াচক ১ ব্লকের বিডিও সত্যজিৎ হালদার জানিয়েছেন, 'এই মাঠের তত্ত্বাবধানে কে থাকবে সেটি এখন আদালতে বিচারাধীন। এখনও পর্যন্ত কোনওরকম নির্দেশ আমাদের কাছে আসেনি। তবে সরকারি ওই জায়গা কোনরকম দখলদারি বরদাস্ত করা হবে না। এরকম পরিস্থিতি তৈরি হলে বিষয়টি অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।'

জলমগ্ন কাঁকসার সারদাপল্লি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দীর্ঘদিন ধরে নেই পাকা রাস্তা, নেই নিকাশি নালা, যার কারণে বর্ষা নামলেই চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় পানাগড়ের সারদা পল্লি এলাকার বাসিন্দাদের। গত কয়েকদিনের বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে ওই এলাকা। পাকা রাস্তা না থাকায় জল জমে মাটির রাস্তায় কাদা জমে গিয়ে। জল নিষ্কাশনের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির জল বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার কথা পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এলাকায় জল জমার ফলে বাড়ছে মশার উপদ্রপ। বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মার অভিযোগ,'কাঁকসা পঞ্চায়েত হল কাটমানির পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েতের থেকে বেশি কিছু আশা রাখা যায় না।' অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সমীর বিশ্বাস এই সমস্যার জন্য রেলকে দায়ী করেছেন। তাঁর দাবি, 'রেল নিজের জায়গা অধিগ্রহণ করার সময় সীমানা পাঁচিলের গায়ে রাস্তা নির্মাণ করে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে নকাশি নালা বন্ধ হয়ে যায়। একমাত্র আসানসোল দুর্গাপুর ডেভলপমেন্ট অথোরিটি পারবে এই কাজ করতে।'

নাবালক ছেলের সাক্ষীতে দোষী সাব্যস্ত মা-সহ সাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: খুনের সুপারি দিয়েছিলেন স্ত্রী। নাবালক ছেলের সাক্ষীতে বারো বছর পর দোষী সাব্যস্ত মা-সহ সাতজন। প্রেমিকের সঙ্গে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন মহিলা। সেই পথে 'কাঁটা' হয়েছিলেন স্বামী। তাই তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।

পোলবা থানার পাটনা গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণ মাল। ২০১৮ সালের ২৮ মার্চ তাঁকে গলা কেটে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশ তদন্ত করতে গেলে, কৃষ্ণর স্ত্রী রিনা মাল আধিকারিকদের জানান, বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। তাঁকে আর ছেলেকে হাত বেঁধে তাঁর স্বামীকে খুন করে গয়না টাকা লুট করে নিয়ে গিয়েছে ডাকাত দল। দুষ্কৃতীরা তাঁকে ধর্ষণ করে বলেও সে সময় অভিযোগ করেছিলেন ওই মহিলা। পোলবা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। কৃষ্ণ মালের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রিনা মালের বয়সের ফারাক ছিল প্রায় কুড়ি বছরের। তাঁদের বারো বছরের এক ছেলে রয়েছে। মহিলা স্বামীর সঙ্গে সুখি ছিলেন না। এরপর বলাগড়ের জিকো পাল নামে এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় তাঁর। জিকো বলাগড় থেকে পোলবায় যাওয়া আসা করতেন বাইক নিয়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই প্রেমিকের সঙ্গে যুক্তি করে পাঁচজন দুষ্কৃতীকে সুপারি দেওয়া হয় কৃষ্ণকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার।

এরপর পুলিশি তদন্তে উঠে আসে, রিনা-জিকোর সঙ্গে প্রেমের কাহিনী। তাঁর স্বামীকে খুন, সাজানো ডাকাতি, সব পরিকল্পনা জানতে পারে তদন্তকারীরা। এরপর ওই বছরের ৪ এপ্রিল একে একে অভিযুক্ত, রিনা মাল, জিকো পাল, দীপঙ্কর পাল, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী, অভিজিৎ চক্রবর্তী, রাজা দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে চুঁচুড়া আদালতের সরকারি আইনজীবী বিদ্যুৎ রায় চৌধুরী বলেন, 'এই মামলায় ১৮ জন সাক্ষী দেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মৃতের নাবালক ছেলের বয়ান। ধর্ষণের যে অভিযোগ উঠেছিল তা মেডিক্যাল পরীক্ষায় প্রমাণ হয়নি। আজ চুঁচুড়া আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক কৌস্তভ মুখোপাধ্যায় সাতজনকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। আগামী ২৬ জুলাই হবে সাজা ঘোষণা।' বস্তুত, রিনা মাল গত ১৩ বছর ধরেই হুগলি জেলেবন্দি। চারজন দুষ্কৃতী একবার পুলিশের চোখে লঙ্কার গুড়ো দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে আবার ধরা পরে। সবাই বিভিন্ন জেলে বন্দি।

খনির ভেতর নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: মঙ্গলবার অন্ডালের সিদুলি কোলিয়ারির শ্রমিক সংগঠন কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা, কোলিয়ারির আবাসনের জল ও খনির ভেতরে শ্রমিকদের নিরাপত্তার দাবিতে খনির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন। এক শ্রমিক নেতা জানান, খনির ভেতর ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে আর তার ফলে খনির ভেতর প্রচণ্ড গরমে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে শ্রমিকরা। বারবার কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে বলেও শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করছে না বলে অভিযোগ। কোলিয়ারির ম্যানেজার এ.কে চৌধুরী জানান, 'খনির নিচে শ্রমিকদের জন্য সঠিক সুরক্ষা ব্যবস্থা আছে। তবে শ্রমিকদের দাবি মতো এলাকায় জলের ব্যবস্থা এক সপ্তাহের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।' পাশাপাশি তিনি এও বলেন, খনির নিচে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিয়েও তদন্ত করে দেখবেন। অবশেষে ম্যানেজারের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

পাঁচিল তোলা নিয়ে বিবাদ কাজ বন্ধ করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: মঙ্গলবার খান্দরা থেকে সিদুলি যাওয়ার রাস্তার পাশে কোড়া পাড়া এলাকায় পাঁচিল তোলাকে কেন্দ্র করে বিবাদ পৌঁছলো চরমে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পাড়াতে বেশ কয়েকটি তপশিলি জাতি ও উপজাতির লোকজনেরা বসবাস করেন দীর্ঘদিন ধরে। পাশেই রয়েছে খনি সংস্থা ইসিএলের বেশ কিছু জমিও। স্থানীয়দের দখলে থাকা একটি ফাঁকা জমিতে এদিন পাড়ার লোকজনেরা পাঁচিল তোলার কাজ শুরু করেন। তা নিয়েই তৈরি হয় বিবাদ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন ইসিএলের খান্দরা কোলিয়ারির নিরাপত্তা আধিকারিক ও কর্মীরা। তারা দাবি করেন জায়গাটি ইসিএলের। পাঁচিল তুলতে নিষেধ করেন বাসিন্দাদের। এতে উত্তেজনা ছড়ালে ঘটনাস্থলে হাজির হয় অন্ডাল থানার উখরা ফাঁড়ির পুলিশ। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় আপাতত পাঁচিল তোলার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দা জামিলা ধাঙড়, অর্জুন সরেনরা বলেন, '৪০-৫০ বছর ধরে এখানে বসবাস করছি। পাড়াতে বিয়ে বাড়ি-সহ অন্য অনুষ্ঠান করা নিয়ে সমস্যা হয়। তাই বাসিন্দাদের দখলে থাকা ফাঁকা জায়গাটিতে পাঁচিল তোলার কাজ হচ্ছিল। সাধন চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি নিজের স্বার্থে ইসিএলের কাছে অভিযোগ করে সেই কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করছে।' জবাবে সাধন চৌধুরী বলেন, 'ওই পাড়াতে আমার একটা কেনা জমি রয়েছে। যেখানে পাঁচিল দেওয়া হচ্ছে সেই জায়গাটি আসা যাওয়ার রাস্তা হিসাবে আমাকে দেখানো হয়েছে। তবে আমি ইসিএলের কাছে কোনও অভিযোগ জানাইনি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।'

দক্ষিণবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

জল ছাড়ল মুকুটমণিপুর জলাধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এমনিতেই গত সপ্তাহের ভারী বৃষ্টিতে জলাধার আংশিক পূর্ণ হয়েছে। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো চলতি সপ্তাহে ফের দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তাই আগাম সতর্কতা হিসাবে সোমবার মধ্যরাত থেকে ৬০০০ কিউসেক জল ছাড়া শুরু করল কংসাবতীর মুকুটমণিপুর জলাধার।

বাঁকুড়ায় কংসাবতী নদীর উপর থাকা মুকুটমণিপুর জলাধারে জল আসে মূলত কংসাবতী ও কুমারী নদী দিয়ে। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার দক্ষিণাংশে ভারী বৃষ্টি হলে ওই দুই নদী দিয়ে হুড়মুড় করে জল ঢুকতে শুরু করে মুকুটমণিপুর জলাধারে। চলতি বছর বর্ষার শুরুতেই গত সপ্তাহে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টি হওয়ায় মুকুটমণিপুর জলাধারে দ্রুত বাড়তে শুরু করে জল। সোমবার মধ্যরাতে মুকুটমণিপুরে জলস্তরের উচ্চতা ছুঁয়ে ফেলে ৪২৫.৯ ফুট। এমনিতে মুকুটমণিপুর জলাধারের মোট জলধারণ ক্ষমতা ৪৩৪ ফুট। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কংসাবতী ও কুমারী নদী দিয়ে ভালো পরিমাণ জল মুকুটমণিপুর জলাধারে আসায় এবং আগামী সপ্তাহে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় আগাম সতর্কতা হিসাবে গতকাল মধ্যরাত থেকে মুকুটমণিপুরের ৪টি গেট দিয়ে মোট ৬০০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়। জল ছাড়ার আগে সতর্ক করা হয় কংসাবতীর নিম্ন অববাহিকায় থাকা বাঁকুড়ার একাধিক ব্লক ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনকে। যদিও মুকুটমণিপুর জলাধার থেকে ছাড়া এই জলে তেমন বন্যা পরিস্থিতির সম্ভাবনা নেই বলে দাবি কংসাবতী সেচ কর্তৃপক্ষের। তবে ছাড়া জলের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেলে সেক্ষেত্রে পশ্চিম মেদিনীপুরে বন্যা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা করছেন স্থানিয়রা।

শিক্ষকের ভূমিকায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: শিক্ষকের ভূমিকায় বিদ্যালয় পরিদর্শক। স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে ক্লাস নিলেন খোদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক)। ক্লাসে গিয়ে পড়ুয়াদের পাঠদান করেন তিনি। পড়ুয়াদের থেকে জানতে চান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। পাশাপাশি খতিয়ে দেখেন বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, মধ্যাহ্নকালীন আহারের মান-সহ অন্যান্য নানা বিষয়।

এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) আবুল হাসান জানান, 'যে সমস্ত ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকছে আমরা সেখানে পরামর্শ দিচ্ছি। একটি ৪৫ মিনিটের ক্লাসে অন্তত ১০ মিনিট পড়ুয়াদের কাছ থেকে যাতে ফিডব্যাক নেওয়া হয় সেই বিষয়ে বলেছি। পাশাপাশি, প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে বোর্ডে যাতে ছোট করে অনুশীলন পরীক্ষা (মক টেস্ট) নেওয়া হয়, সেই বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যাগুলো থাকবে, সেগুলো তখনই সমাধান হয়ে যাবে। পাশাপাশি যে সমস্ত পড়ুয়া পিছিয়ে পড়ছে তাদের জন্য সংশোধনমূলক শিক্ষণের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন, পরিকাঠামো সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, মিড ডে মিলের মান ও অন্যান্য নানা হাল-হকিকত খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে এই 'পরিদর্শন'। তবে পরিদর্শনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে 'অ্যাকাডেমিক' সম্পর্কিত বিষয়গুলির ওপরে। পরিস্থিতি সরেজমিন দেখতে পরিদর্শন টিমে উপস্থিত থাকছেন স্বয়ং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা শিক্ষা আধিকারিক, সহকারি বিদ্যালয় পরিদর্শক, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রায় ১,১৮২টি প্রাথমিক, ১৬০টি উচ্চ-প্রাথমিক এবং ১৭২টি উচ্চ-বিদ্যালয়ে রয়েছে। গত ১৮ জুন থেকে পরিদর্শন শুরু হয়েছে। যদিও শিক্ষক-শিক্ষিকারা পঠন-পাঠনের সময় ব্যবহার করছেন না লেসন প্ল্যান (পাঠ পরিকল্পনা)। পাশাপাশি খেলার ছলে অর্থাৎ 'শিশু কেন্দ্রিক' পদ্ধতিতে পাঠদানের ক্ষেত্রেও কিছুটা অনীহা লক্ষ্য করছেন বিদ্যালয় পরিদর্শকেরা। যদিও পরিদর্শন শেষে যে সমস্ত ক্ষেত্রে কিছু খামতি থেকে যাচ্ছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে শিক্ষণ প্রক্রিয়া শিশুকেন্দ্রিক করার জন্য, শিক্ষকদের শিশুদের চাহিদা, আগ্রহ, এবং শেখার শৈলীর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন পরিদর্শকরা। এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) বিমল কৃষ্ণ গায়েন জানান, 'পরিদর্শনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ছে। কিছু কিছু স্কুল নির্দিষ্ট মানদণ্ডের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারছে না। আবার অনেক স্কুল ভালোভাবেই পড়াশোনার মান চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও পরিদর্শনের সময় পাঠ পরিকল্পনা চোখে পড়ছে না। মোটের ওপরে যে সমস্ত জায়গায় খামতি ধরা পড়ছে আমরা সেগুলো বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরামর্শ দিচ্ছি।' অন্যদিকে, এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুনীল কুমার দাস জানান, 'আজকে বেশ কয়েকটি স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সমস্ত পরিদর্শন শেষে আমরা পুরো বিষয়টির উপরে একটি রিভিউ করব। আজ পরিদর্শনের পাশাপাশি একটি বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।'

আমদাবাদ দুর্ঘটনার জের

বোয়িং উড়ানে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে সুপ্রিমে জনস্বার্থ মামলা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: আমদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়াক বোয়িং বিমানের দুর্ঘটনার রেশ এখনও দগদগে। এরইমধ্যে এয়ার ইন্ডিয়ার এই বোয়িং বিমান আপাতত বন্ধ করে দেওয়ার আবেদন করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অজয় বনসাল এই মামলা দায়ের করেন। যিনি সম্প্রতি এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং বিমানে ভ্রমণ করেছিলেন।

আবেদনকারী ওই আইনজীবী জানিয়েছেন, গত ২০ মে দিল্লি থেকে শিকাগোগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের বিজনেস ক্লাসে টিকিট ছিল তাঁর। সেই বিমান সফরের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘বিমানের সিটগুলি খুব খারাপ অবস্থায় ছিল। ভালোভাবে হেলান দেওয়ার অবস্থা পর্যন্ত ছিল না। এমনকী বিমানের এসি খারাপ ছিল।’ তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনার পর অভিযোগ জানালে তাঁকে ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

জনস্বার্থ মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, বাণিজ্যিক বিমান সংস্থাগুলি ১৯৩৪ সালের বিমান আইন, ১৯৩৭ সালের বিমান বিধি এবং অসামরিক বিমান চলাচলের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলাচল করছে না। বিশেষ করে বোয়িংয়ের বিমানগুলির নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। আবেদনকারীর মতে, অবিলম্বে ওই বিমানগুলি ঠিক কী অবস্থায় রয়েছে তার বিশদ রিপোর্ট জনসমক্ষে আনা প্রয়োজন। তাছাড়া পরীক্ষা করতে গিয়ে যদি কোনও অনিয়ম ধরা পড়ে তাহলে সংস্থাগুলিকে মোটা টাকা জরিমানা করা হোক বলেও দাবি জানানো হয়েছে।

মার্চের মধ্যেই বায়ুসেনার হাতে আসতে চলেছে ৬টি তেজস

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: আগামী ন’মাসের মধ্যে ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে আসতে চলেছে অন্তত ছ’টি তেজস যুদ্ধবিমান। ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে এই তেজস তুলে দেবে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (হ্যাল)। আগামী বছর মার্চের মধ্যেই এই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানগুলি ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে তুলে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে এমনটাই জানিয়েছেন হ্যালের শীর্ষকর্তা। পাশাপাশি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যুদ্ধবিমানগুলি হস্তান্তর করতে না পারার নেপথ্য কারণও জানিয়েছেন তিনি।

প্রথমে জানা গিয়েছিল, জুন মাসের শেষেই ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে প্রথম তেজস এমকে ওয়ান এ বিমানটি তুলে দেওয়া হতে পারে। সেই মতো পুরোদমে প্রস্তুতিও চলছিল। কিন্তু মঙ্গলবার হ্যালের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডিকে সুনীল জানিয়েছেন, বিমানের এফ৪০৪ ইঞ্জিন সরবরাহকারী মার্কিন সংস্থা ‘জিই অ্যারোস্পেস’-এর দেরির কারণেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিমানগুলি পৌঁছে দিতে দেরি হচ্ছে তাঁদের। এ জন্য জিই অ্যারোস্পেসকেই দায়ী করেছেন সুনীল। সুনীল বলেন, ‘আমাদের বিমান তৈরি রয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে ছ’টি বিমান রয়েছে। কিন্তু এখনও মার্কিন সংস্থা থেকে ইঞ্জিন সরবরাহ করা হয়নি। ২০২৩ সালে তাদের ইঞ্জিন পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু এত দিন পর্যন্ত আমাদের কাছে মাত্র একটি ইঞ্জিন এসে পৌঁছেছে।’

ঐতিহাসিক সংলাপের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন: মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রী নারায়ণ গুরু-মহাত্মা গান্ধির সংলাপের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত শ্রী নারায়ণ গুরু এবং মহাত্মা গান্ধির মধ্যে ঐতিহাসিক সংলাপের শতবর্ষ উদযাপনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে তিনি সম্প্রতি সফলভাবে সম্পন্ন ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে এটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্পষ্ট ও কঠোর নীতিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে।

১৯২৫ সালে শ্রী নারায়ণ গুরু এবং মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন যে এই সংলাপ কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, আজও এটি সামাজিক সম্প্রীতি এবং জাতীয় ঐক্যের অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি বলেন যে শ্রী নারায়ণ গুরুর জীবন সাম্য, ঐক্য এবং আধ্যাত্মিক উত্থানের প্রতীক। ভারতের বিশেষত্ব হলো, যখনই দেশ সংকটে পড়ে, তখনই কোনও না কোনও মহান ব্যক্তিত্ব এগিয়ে আসেন। শ্রী নারায়ণ গুরু ছিলেন এমনই একজন সাধু যিনি সমাজকে নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক আলোচনা পর্বটি ১৯২৫ সালের ১২ মার্চ মহাত্মা গান্ধির সফরের সময় শিবগিরি মঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বৈকম সত্যাগ্রহ, ধর্মীয় আলোচনা, অহিংসা, অস্পৃশ্যতা বিলোপ, মোক্ষলাভ, নিপীড়িতদের উন্নয়ন এবং অন্যান্য বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে এই আলোচনা হয়েছিল।

ময়দান

এক টেস্টে দু’টি সেঞ্চুরি করা দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার লিডসের হেডিংলিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের উদ্বোধনী ম্যাচে ঋষভ পন্থ দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসেবে এক টেস্ট ম্যাচে দুই শতরান করেছে।

হেডিংলি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৮ রান করে পন্থ। তার ১৪০ বলের ইনিংসটি সাজানো ছিল ৩ ছক্কা ও ১৫ চারে। প্রথম ইনিংসে ১৩৪ রান করেছিল ৬ ছক্কা ও ১২ চারে।

জিম্বাবুয়ের অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার প্রথম এই কীর্তি গড়েন, ২০০১ সালে হারারেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুটি সেঞ্চুরি (১৪২ এবং ১৯৯*) করেছিলেন।

২৭ বছর বয়সী পন্থ সপ্তম ভারতীয় হিসেবে এক টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি করেছে, সুনীল গাভাস্কার, বিজয় হাজারে, রাহুল দ্রাবিড়, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এবং অজিঙ্ক রাহানের মতো অভিজাত খেলোয়াড়দের তালিকায় যোগ দিলেন।

প্রথম ইনিংসে, ভারতীয় উইকেটরক্ষক হিসেবে দীর্ঘতম ফর্ম্যাটে সর্বাধিক সেঞ্চুরির এমএস ধোনির (৬) রেকর্ড ছাড়িয়ে যায় যখন সে তার সপ্তম সেঞ্চুরি করে। সেই রেকর্ড আরও সমৃদ্ধ করল দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্টম সেঞ্চুরি করে।

পুরনো দিনের জার্সি ফিরিয়ে আনল উয়াড়ি ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরনো দিনের টি-শার্টের মতো জার্সি ফিরিয়ে আনল উয়ারী অ্যাথলেটিক ক্লাব। এদিন কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে এই জার্সির উদ্বোধন করল উয়ারী ক্লাব। অতীতে বাংলা ফুটবলের দলগুলি এই রকম জার্সি পরেই খেলতে নামত। ক্লাসিক এই জার্সিকে সঙ্গে করেই এই মরশুমের সূচনা করতে চাইছে উয়ারী ক্লাব।

যদিও উয়ারী কর্তারা জানাচ্ছেন, এই রকম জার্সি পরে লিগে খেলার অনুমতি দেবে না রেফারিরা। অন্তত যাতে অনুশীলনে এই জার্সি ব্যবহার করতে পারেন ফুটবলাররা, সেই চেষ্টায় করা হবে। এছাড়াও এই বছর উয়ারী ক্লাবের সঙ্গে স্পনসর হিসেবে যোগ দিয়েছে তিনটি সংস্থা। আর্থিক সাহায্য আসায় ভালো দলের আশায় কর্তারা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উয়ারী ক্লাবের কোচ পতম বাহাদুর থাপা, সভাপতি ইন্দ্রনাথ পাল এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা। আইএফএ -এর সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ অন্যান্য কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে লিগের ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার ভাবনা মহামেডানের: ইনভেস্টর নিয়ে ডামাডোলের মাঝেই কলকাতা লিগের প্রস্তুতি শুরু করেছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সোমবার অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন কোচ মেহরাজুদ্দিন ওয়াড়ু। তার আগে অবশ্য সহকারী কোচ উৎপল মুখার্জির নেতৃত্বে হালকা অনুশীলন করছিল মহামেডান খেলোয়াড়েরা। গোলকিপার কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছেন নাশিম আখতার। সোমবার অনুশীলনে যোগ দিয়েছিলেন ফুটবলার সজল বাগ। এদিন অনুশীলনে যোগ দিলেন সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের সদস্য ইস্রাফিল দেওয়ান। তবে রবি হাঁসদার বকেয়া না মেটালে তিনি অনুশীলনে আসবেন কিনা তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। মহামেডান কর্তারা জানিয়েছিলেন হীরা মণ্ডলের সঙ্গে চুক্তির কথাবার্তা পাকা হয়ে গিয়েছে। এখন সেই বিষয়েও কোনও নিশ্চয়তা নেই। ২৯ জুন বারাকপুর স্টেডিয়ামে পিয়ারলেস এসির বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে মহামেডানের।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-Tender Notice
E - tender notice invited by the Pradhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, Nadia. e-Tender No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-13/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Tied Grant) (2ND Call),Memo No:- 221/DEY/2025-26,Date - 24/06/2025 & e-Tender No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-15/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Untied Grant) (2nd Call) Memo No : 223/DEY/2025-26,Date - 24/06/2025 & e-Tender No. WB/NAD/KGR-I /DGP/NIT-14/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Untied Grant) (2nd Call) Memo No : 222/DEY/2025-26,Date : 24/06/2025 Late date of submission bid 02/07/2025 at 10.00 A.M. & Technical bid opening date - 04/07/2025 at 11.00 A.M. More details please contact to the office or visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

Notice Inviting e-Tender
NIT NO- JOY2/08 of 2025-26, Dt.-19.06.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-tender of 12 nos. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_868021_1 to 2025_ZPHD_868021_12** and last date of bid submission is **30.06.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

TENDER NOTICE
E Tender is invited through on-line Bid System vide **NIeT No: - 06/ ANDULBERIA-II GP /2025-26 With Vide Memo No. 120/AND-II GP/2025** Dated: - 23-06-2025, The Last date for online submission of tender is **30/06/2025 upto 12.00 P.M.** For details, please visit website: - **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Andulberia-II Gram Panchayat

e-Tenders are invited by the **Officer-in-Charge, WBCADC, Haringhata Project against NIT No.: 01/2025-26, Dated: 20/06/2025** for" Establishment of Crops Threshing Floor at WBCADC Haringhata Project Campus" [Amounting to **Rs. 4,85,581.00**]. For details please contact the **office** or Visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Officer-in-Charge
WBCADC, Haringhata Project

TENDER
E-Tenders are invited by the Prodhan, **Patharghata-I Gram Panchayat** (Under Tehatta-1 Panchayat Samity), Maliapota, Nadia. **NIET NO. 6e/5th SFC Untied of 2025-26,** 7e/5th SFC Tied of 2025-26. Last date of submission **02.07.2025 upto 10a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Patharghata-I Gram Panchayat.

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET
Diamond Harbour-II Dev.Block. Vill-Pana, P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS. Pin-743504, E-Mail:-Pradhan.bharidas @gmail.com
Notice of Inviting E-Tender.
E-Tenders are invited by the undersigned for :-
1.BHGP/E-TENDER/2025-2026/4 Date-23/06/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_868823_1**
Have been invited. Contact the office of the u/s & Visit **www.wbtenders.gov.in** for Details. Last Date of application is **01/07/2025, 03.00 P.M.**
Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas.G.P

Office at ADHATA GP
Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas
NIT No: 002/ADHGP/2025-26 Dated 23.06.2025 and Published Date- 24.06.2025 No. of work - 02
NIT No: 003/ADHGP/2025-26 Dated 23.06.2025 and Published Date- 24.06.2025 No. of work - 03
Document download start date From **24.06.2025, 9.00 A.M.** (or as per Tender site). Bid submission start day On **24.06.2025, 9.00 A.M.** (or as per e-Tender site). Bid submission closing day On **02.07.2025 up to 13.00P.M.** (or as per e-Tender site). Bid opening date & time On **07.07.2025 (after 11.00 A.M)** or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Adhata GP
Sd/- **Prodhan**
Adhata Gram Panchayat

Office of the
DADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill & P.O.- Dadpur, P.S.- Rejinagar, Dist Murshidabad
TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No.03/DGP/2025-26. With Vide Memo No.- 355/DGP/5TH FC/ 2025-26, Dated:-24-06-2025,** The last date for online submission of tender is **02/07/2025 upto 5P.M.**
For details, please visit website: - **htpps://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Dadpur Gram Panchayat

Office of the Prodhan
Choa Gram Panchayat
Under Hariharpara Dev. Block. Vill+P.O– Choa, P.S-Hariharpara, Dist- Murshidabad
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through on-line bid system under following tender **(NIeT) No:- 02/CGP/2025-26. Dated:- 24/06/2025.** The last date of online submission of tender is **01-07-2025 upto 15 hours.** For details please visit website **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/- Fatema Bibi
(Prodhan, Choa GP)

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **04 (Four) nos. various Construction works at different location within Ghatal Municipality as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-4e/2025-26, Date: 24.06.2025, Tender ID: 2025_MAD_869054_1 to 4.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No :- NM/PWDQ/NIT-022e/2025-2026.Tender ID-2025_MAD_867787_1.Type of Work:-** Supplying Tower web Server with software. **Bid Submition End Date:-** 04-07-2025 at 05:00 PM. **Bid Open Date:**-07-07-2025 at 10:00 AM.
N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D Chairman,
Nabadwip Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDQ/NIT-023e/2025-2026.Tender ID-2025_MAD_869154_1.Type of Work:-** Supplying Four Split Inverter Banded A C. Bid Submition End Date:-**05-07-2025 at 05:00 PM.** Bid Open Date:-**08-07-2025 at 10:00 AM.**
N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D Chairman,
Nabadwip Municipality

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067
NOTICE
Notice Inviting e-Tender for Supply and Installation of five (05) pieces of 2 T.R. Split Air Conditioning Machines and two (02) pieces of 1.5 T.R. Split Air Conditioning Machines at the 2nd Floor of the Purulia District Office Building of The WBSCARD Bank Ltd. located at Collectorate Compound, Beside DIC Building, P.O. & Dist.- Purulia, Pin – 723101, has been issued under **Memo No. 45/Part-VIII/Admn./436 dated June 21, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_868158_1** from reputed Companies/ Firms/ OEM having sufficient experience and adequate credentials. The last date for submission/uploading of Bid through online is **July 09, 2025**. For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**
June 23, 2025
Sd/-
Managing Director

OFFICE OF THE
DANGAPARA GRAM PANCHAYAT
Under Murshidabad-Jiaganj Panchayat Samity Rampur, Hasanpur, Murshidabad
Email-Dangapara.gp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) **No: 02/DGP/2025-2026 Dated: 23-06-2025.** The last date for online submission of tender is **08-07-2025 (Tuesday)upto 11:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Nasima khatun
(Pradhan, Dangapara G.P.)

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-QUOTATION
2nd Call
N.I.E. EQ. No. 09/WS/Eng/25 Dt. 15.05.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 126 to 132/2025-2026 Dated- 24-06-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Burdwan, North 24 Parganas, Jhargram, Murshidabad and Purulia District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **25-06-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **11-07-2025 upto 3.00 pm**
and
CORRIGENDUM
TIME EXTENTION FOR BID SUBMISSION
The last date of submission of tenders has been extended by the Executive Engineer, West Bengal Agro Industries Corporation Limited which are as follows:
1. NIeT-76/25-26 Gr. No-14, Tender ID: 2025_WBAIC_855787_14 for the district of Coochbehar has been extended for bid submission closing to **30-06-2025 upto 3.00 pm**
Date: 24.06.2025 **Sd/- Executive Engineer**

THE SANTRAGACHI CO OPERATIVE BANK LTD
KONA ROAD :: SASTITALA :: SANTRAGACHI :: HOWRAH-711104
Balance Sheet As on 31st March 2025

CAPITAL & LIABILITIES	SCH NO.	As on 31.03.25	As on 31.03.24
CAPITAL	1	2,40,03,015	2,39,67,885
RESERVE & SURPLUS	2	9,72,95,953	8,95,09,937
DEPOSITS	3	78,09,46,097	74,02,35,399
BORROWINGS	4	-	-
OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	5	7,83,88,952	7,66,91,261
TOTAL		98,06,34,017	93,04,04,482
ASSETS	SCH NO.	As on 31.03.25	As on 31.03.24
CASH & BALANCE WITH RBI	6	1,30,01,283	1,25,49,418
BALANCE WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	7	4,83,27,069	4,66,80,238
INVESTMENTS	8	56,60,57,804	55,20,11,487
ADVANCES	9	28,09,84,036	25,21,99,195
FIXED ASSETS	10	82,31,367	84,26,189
OTHER ASSETS	11	6,40,32,457	5,85,37,955
TOTAL		98,06,34,017	93,04,04,482
OTHERS	SCH NO.	As on 31.03.25	As on 31.03.24
CONTINGENT LIABILITIES (RBI DEAF A/C REMITANCE)	12	14,34,576	14,24,513

Statement of profit & loss for the year ended 31st March 2025

SL NO	PARTICULAR	SCH NO.	For the Year ended 31.03.25	For the Year ended 31.03.24
I	INCOME			
	INTEREST EARNED	13	6,38,90,987	6,05,21,076
	OTHER INCOME	14	31,26,574	30,97,926
	TOTAL INCOME		6,70,17,561	6,36,19,002
II	EXPENDITURE			
	INTEREST EXPENDED	15	3,68,36,700	3,36,14,036
	OPERATING EXPENSES	16	1,76,81,763	1,78,06,562
	TOTAL EXPENDITURE		5,45,18,463	5,14,20,598
III	OPERATING PROFIT		1,24,99,098	1,21,98,404
			-	-
IV	PROFIT BEFORE TAX		1,24,99,098	1,21,98,404
V	TAX, PROVISIONS & CONTINGENCIES	17	30,01,502	39,28,681
VI	PROFIT AFTER TAX & PROVISIONS		94,97,596	82,69,723
VII	P&L BROUGHT FORWARD		2,28,20,318	1,81,31,593
	TOTAL		3,23,17,914	2,64,01,316
VIII	APPROPRIATIONS	18		
	TRF TO STATUTORY RESERVES		20,80,000	15,00,000
	TRF TO OTHER RESERVES		12,15,000	6,83,000
	TRF TO GOVT		-	-
	PROPOSED DIVIDEND		16,72,269	16,54,990
IX	BALANCE CARRIED TO BALANCE SHEET		2,73,50,645	2,25,63,326

As per our report of even date
Auditor:-
M/S. D.P. Sen & Co.
Chartered Accountant
FRN:-301054E
CA Sudip Kumar Biswas
(Partner)
Membership No.062836
Place: Kolkata
Date: 19-06-2025

For The Santragachi Co-operative Bank Ltd
Sd/- ASHOK KUMAR BANERJEE Special Officer
Sd/- SAURAV GOSWAMI C.E.O.
Sd/- AMITRAKSHAR GAYEN Asst. Manager

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

ঘুরে ট্যুরে

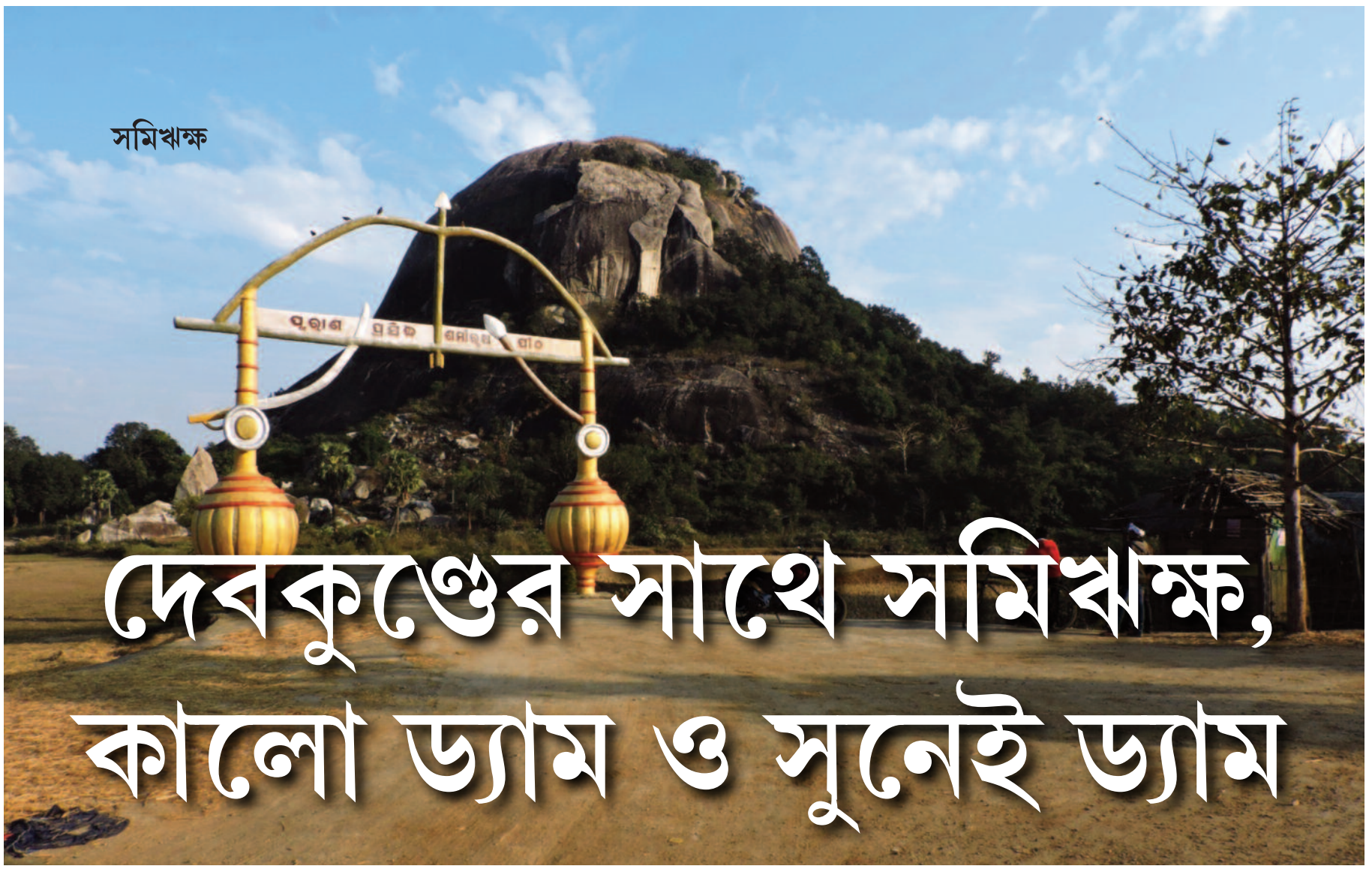

দেবকুণ্ডের সাথে সমিখক্ষ, কালো ড্যাম ও সুনেই ড্যাম

দেবাশিস চৌধুরী

একান্নটি সতীপীঠের মধ্যে অন্তিম পীঠ হচ্ছে দেবকুণ্ড। এই পীঠকে অন্তিম বলার কারন পীঠটি পুনরাবিষ্কৃত হয় ১৯৫৪ সালের জুন মাসের শেষের দিকে। পীঠটির প্রচার দেবকুণ্ড নামে হলেও এর প্রকৃত নাম পঞ্চসাগরতীর্থ। এই দেবকুণ্ড বা পঞ্চসাগরতীর্থ প্রকৃতপক্ষে যুগ্ম-সতীপীঠ অর্থাৎ এই তীর্থে দুইটি সতীপীঠ বিদ্যমান। দ্বিতীয় সাগর অর্থাৎ দেবীকুন্ডে পীঠেশ্বরী মা অম্বিকা ত্রিপুরেশ্বরী জ্ঞানে পূজিতা হন, এই তীর্থে মায়ের বাম পাদাঙ্গুলী পতিত হয়েছিল। পন্চম সাগর অর্থাৎ ভূদ্বারকুন্ডের পীঠেশ্বরী হলেন মা বারাহী, এখানে রয়েছে মায়ের অধোদন্তপংক্তি। পঞ্চসাগরতীর্থের কথা শুরু করতে হলে প্রথমেই যাঁকে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন নিগমানন্দজীর সুযোগ্য শিষ্য প্রফুল্ল চন্দ্র ভঞ্জ দেও, তৎকালীন ময়ূরভঞ্জ এস্টেটের রাজভ্রাতা। রাজভ্রাতা হলেও ওনার মুখ্য পরিচয় উচ্চমার্গের সাধক হিসাবে। এই পীঠের অতীত ইতিহাস, মহাভারতে উল্লেখিত বিরাটরাজ্যের সহিত এই পীঠের সম্পর্ক, পীঠ পুনরাবিষ্কৃত হওয়ার কাহিনী ও সাধক প্রফুল্ল চন্দ্র ভঞ্জ দেও সম্বন্ধে বিস্তারিত না-জানা থাকলে এই দেবকুন্ড শুধুই একটি জনপ্রিয় পিকনিক স্পট মাত্র, পন্চসাগরতীর্থের উপলব্ধি আসবে না।

আমি তিনবার এখানে এসেছি, যদিও প্রথমবার এসেছিলাম শুধুমাত্র প্রজাপতির খোঁজে। হাওড়া থেকে ট্রেনে বালেশ্বর এসে স্টেশনের সামনের মেনরোড থেকে বারিপদার বাস ধরে উদলা। উদলা পৌঁছে একটা গাড়ি ভাড়া করে রওনা দিলাম দেবকুণ্ডের পথে। গাড়িতে ওঠার সময় ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, 'মায়ের মন্দিরে পুজো দেবেন না?' মন্দির শুনে অবাক হয়ে তাকাতে ড্রাইভার বলল, 'ওখানে তো অম্বিকা মায়ের মন্দির আছে জানেন না?' কি করে আর বলি আসলে প্রজাপতি দেখতে এসেছি, মন্দিরের নামই শুনিনি। যাইহোক মন্দিরের কথা জেনে ফুল-মিষ্টি নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। বাজার এলাকা ছাড়িয়ে ক্রমশ জঙ্গলের দিকে চলা, আজ যেখানে ঘন বসতি অতীতে ছিল ঘন জঙ্গল। একসময় পথ শেষ হল দেবনালার ধারে এসে। দেবকুন্ড ঝর্ণার বাড়তি জল এই নালা ধরে বয়ে যায়। নালার এপারে গাড়ি রেখে ছোট্ট কংক্রিটের ভাঙা সেতু পেরিয়ে প্রবেশ করলাম প্রজাপতির রাজ্যে। 'উঁ-উঁ' শব্দ করে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে রঙ্গিন প্রজাপতির দল। দেবনালার বাম পাড় ধরে দেড়-দু কিমি হেঁটে প্রথম সাগর দেবকুণ্ডে পৌঁছলাম। পুরো পথ সঙ্গ দিল প্রজাপতির ঝাঁক। কুণ্ডের পাড় থেকেই উপরের দেবীকুন্ড থেকে নেমে আসা ঝর্ণার সাথে মা অম্বিকার মন্দির চোখে পড়ে।

দেবকুণ্ডের জলে স্নান সেরে রওনা হলাম মায়ের মন্দিরে। সমতল ছেড়ে পথ উঠেছে পাহাড়ের গা বেয়ে। চড়াই ভেঙে ক্রমশ এগিয়ে চলা। চলার পথে নজর কাড়ে দূরের পাহাড়ের মাথায় ভগ্নপ্রায় এক দুর্গ। কে জানে, হয়তো এটাই সেই কিংবদন্তীর বিরাট রাজার 'ডুবিগড় দুর্গ'। একসময় পথ শেষ হল মন্দিরের সামনে এসে। ছোট আড়ম্বড়হীন মন্দিরের গর্ভগৃহে মায়ের অবস্থান। পুজো দিয়ে দ্বিতীয় কুণ্ড দেবীকুণ্ডের ধারে এলাম। আজ লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা হলেও আগে দুবারই খোলা পেয়েছিলাম। সবুজ পাহাড়ি জঙ্গলের মাঝে নিচের কালচে সবুজ দেবকুন্ডকে এখান থেকে দেখতে দারুন লাগে। আগের দুবার পাথর টপকে অনায়াসে চলে গিয়েছিলাম দেবীকুন্ডের ওপারে। খোলা আকাশের নিচে শানবাঁধানো গৌরীপট্টের উপর শতাধিক ছিদ্রযুক্ত এক প্রস্তরখন্ডে পীঠভৈরব শতরুদ্র শিবের নিত্যপুজো হয় এখানে। শতরুদ্র শিবের দর্শনান্তে পাহাড়ের পাশ দিয়ে বোল্ডার টপকে উপরদিকে এগিয়ে গেলে পরপর আরও তিনটি কুণ্ড পড়ে হরিদ্রাকুন্ড, তৈলকুণ্ড ও ভূদ্বারকুণ্ড। পঞ্চম সাগর ভূদ্বারকুণ্ডের অপর পাড়ে পাহাড়ের খাঁজে বারাহী দেবীর থান। বোল্ডার টপকে পুনরায় এপারে এসে উঠে এলাম মা বারাহীর সামনে। মা অম্বিকার পূজারীই দিনে একবার এসে বারাহী মাতার পূজা করে ফিরে যান অম্বিকা মন্দিরে। মা বারাহী কে প্রণাম করে চলে এলাম অম্বিকা মন্দির যাওয়ার মূল রাস্তায়। আজ অবশ্য শুধুমাত্র এই ফেরার রাস্তা ধরেই যাতায়াত করতে হয়, শতরুদ্র শিবের থান হয়ে আর আসা যায় না।

দেবী দর্শন সাঙ্গ হল, এবার যাব সমিখক্ষ। মহাভারতের সঙ্গে জড়িত এই জায়গা। অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন পান্ডবরা বিরাটরাজ্যে ছদ্মবেশে এসেছিলেন আর আজকের এই সমিখক্ষে লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র। যে গাছের কাঠ যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় তাকে সমিধ বৃক্ষ বলে। উড়িষ্যায় বৃক্ষ কে স্থানীয় মানুষ রুক্ষ বা ঋক্ষ বলে তাই সমিধ বৃক্ষ হয়ে উঠেছে সমিরুক্ষ বা সমিঋক্ষ। দেবকুণ্ড থেকে গাড়ি তে উদলা এসে ঠাকুরমুন্ডা যাওয়ার রাস্তা ধরে পোডিহা ছাড়িয়ে কদমসুল গিয়ে বাঁহাতি রাস্তা ধরে কলিয়ালাম এলাম, সময় লাগল প্রায় ঘন্টাখানেক। এখান থেকে সামান্য পায়ে হাঁটা পথে চলে এলাম সমিঋক্ষের সামনে। সাজানো এক পার্কের পাশ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে কিছু ধাপ উঠে প্রথমে চোখে পড়ে স্থাপনা করা দৌপদীসহ পঞ্চপান্ডবদের মূর্তি। আরও একটু উপরে রয়েছে মহাদেবের ছোট মন্দির আর মন্দিরের সামনেই সমিঋক্ষ পাহাড়। নীল আকাশের নিচে প্রকৃতির আপন খেয়ালে সৃষ্টি হয়েছে কৈলাস পর্বতের ন্যায় গৌরীপট্ট যুক্ত শিবলিঙ্গাকৃতির বিশাল এক পাহাড়, যেটি একটি মাত্র পাথরেই সৃষ্ট। নিজের চোখে না দেখলে প্রকৃতির এই বিস্ময় বিশ্বাস হতে চায় না। এই পাহাড়েই মহাভারতকালে একটি সমিধ বৃক্ষ ছিল আর সেখানে পান্ডবরা লুকিয়ে রেখেছিলেন নিজেদের অস্ত্রসমূহ।

সমিঋক্ষ থেকে এবার যাব কালো ড্যাম দেখে সুনেই ড্যাম। কলিয়ালাম থেকে আধঘন্টার মতো গাড়িতে সময় নিল কালো ড্যাম আসতে। সনো নদী থেকে জল টেনে এনে এই ড্যাম তৈরী হয়েছে। বিস্তীর্ণ জলরাশির অপার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মাঝে এর মুখ্য আকর্ষণ অপরপাড়ে দূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা সমিঋক্ষ। এখান থেকে সমিঋক্ষ কে দেখলে এক অন্যরকম অনুভূতির সৃষ্টি হয়। মনে হয় যেন মানস সরোবরের কোলে দাঁড়িয়ে কৈলাসগিরির দর্শণ হচ্ছে। মানস-কৈলাশের কথা উঠলে রাক্ষসতালের কথা মনে আসা স্বাভাবিক। কালোড্যামের দক্ষিণে ঘন্টাখানেক গেলে সুনেই ড্যাম। কল্পনায় এটিই না-হয় হয়ে উঠুক রাক্ষসতাল। এখানে যখন পৌঁছলাম সূর্যদেব পাটে বসেছেন। বাঁধের মাথায় উঠে বিশাল জলাধারটির বুকে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে সাঙ্গ হল এবারের ঝটিকা ভ্রমণ।

প্রয়োজনীয় তথ্য দেবকুন্ডে মে মাসে প্রজাপতি দেখা যায়। বর্ষা এড়িয়ে সারা বছরই এখানে আসা চলে তবে শীতকাল আরামপ্রদ। ঝটিকা সফর না-করতে চাইলে উদলায় সাধারণ মানের হোটেলে রাত্রিবাস করাই উচিত। এক্ষেত্রে আসার পথে রেমুনা, ইমামী জগন্নাথ, নীল ড্যাম ও অযোধ্যায় মারিচী মায়ের মন্দির দর্শণান্তেও দেবকুন্ডে আসাতে পারেন। পরের দিন সমিঋক্ষ ও ড্যাম দুটি ঘুরে ফেরার পথে সুজনাগড়ের চামুন্ডা মন্দির এবং নীলগিরির জগন্নাথ মন্দির, রাজবাড়ি ও কণকদুর্গা দেখে বালেশ্বর থেকে ট্রেন ধরুন অথবা হাতে আরও দু-একদিন সময় থাকলে পন্চলিঙ্গেশ্বর, কুলডিয়া ফরেস্ট, চাঁদিপুর ও বাগদা ঘুরে নিতে পারেন।

সাগর মাহাত

পুরুলিয়া জেলা প্রকৃতির অপরূপ রূপে সজ্জিত। ছটি ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভুত হয় এই জেলা। বিশেষ করে অযোধ্যা পাহাড়। সারা বছর ধরে পর্যটকদের আসা যাওয়া চলে। এখানকার মাটি রুখা মাটি। কিন্তু এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেশ বিদেশের মানুষকে টেনে নিয়ে আসে। গ্রীষ্মের দাবদাহ উপেক্ষা করে মানুষ হারিয়ে যায় পুরুলিয়ার অপরূপ সৌন্দর্যে।

পর্যটকরা আসেন অযোধ্যা পাহাড়ে। কেবল অযোধ্যা পাহাড় অংশটুকুই ভ্রমণ করেন। অথচ বাগমুন্ডি পর্বতমালার অযোধ্যা পাহাড়ের কোলেই রয়েছে মাঠা বনাঞ্চল, মাঠাবুরু। পর্যটকদের বেশিরভাগই এই মাঠা বনাঞ্চল ঘুরে দেখেন না। নীল আকাশের নীচে মাঠার সৌন্দর্য এমনই যে যেকোনো পর্যটকের হৃদয়, মনকে নিমেষে মুক্তি দিতে পারে। প্রকৃতির মাঝেই তো রয়েছে ঈশ্বর। আর সেই ঈশ্বর দর্শন করা যায় মাঠাবুরুতে।

মাঠাবুরুর নীচেই মাঠা বনাঞ্চল। 'বুরু' শব্দের অর্থ হল — পাহাড়। এখানে নানান রকমের গাছ দেখা যায়। মহুয়া, শাল, সেগুন, পলাশে মোড়া মাঠা বনাঞ্চলে রয়েছে মাঠা বনবাংলো। পর্যটকরা আগে থেকে বুকিং করে এখানে থাকতে পারেন। চাঁদনি রাতে হারিয়ে যেতে পারেন কোনো রূপকথার জগতে।

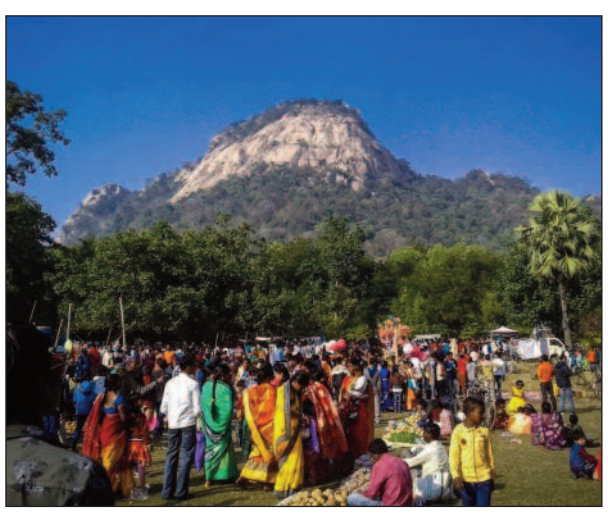

মাঠার বুকে ইতিহাস জ্বলজ্বল করছে। মাঠায় ১৯৬৮ সালে আশুতোষ ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে ছো নাচের আসর বসেছিল। সেখানে ১৯৮১ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত গম্ভীর সিং মুড়া মহিষাসুরের ভূমিকায় নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন। এখানেই লোয়াকুই গ্রামে বাস করেন নাচনী নাচের শিল্পী সরস্বতী দেবী।

মাঠাবুরুতে মেলা বসে ১লা মাঘ। আইখান জাতরার দিনে। এই দিন থেকেই নতুন করে সব কাজ শুরু করেন আদিবাসী মানুষেরা। দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে মানুষ আসেন মেলায়। বাসে, ট্রেকারে উপছে পড়া ভিড়। মেলায় নানান

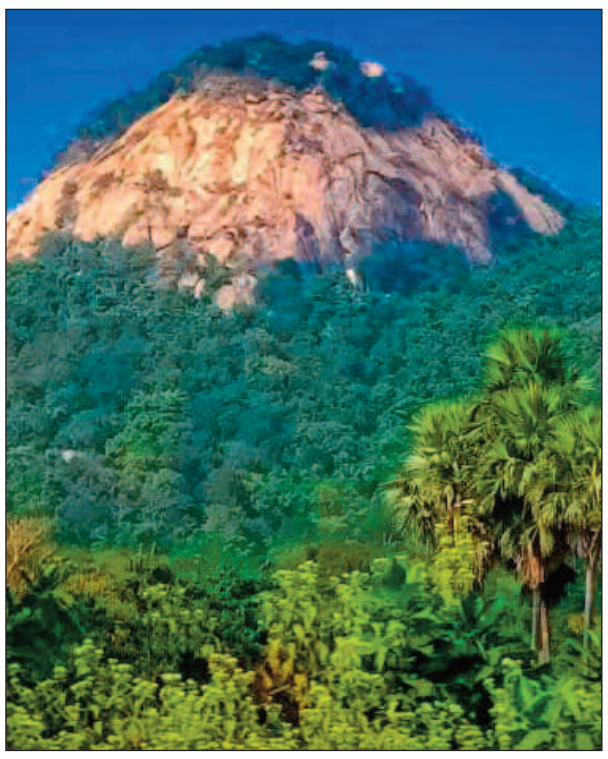

রকমের জিনিস, স্থানীয় খাবার বিক্রি হয়। ভিজাভাজার স্বাদ এককথায় অসাধারণ। পাহাড়ের নিচে যেমন মেলা বসে তেমনি পাহাড়ের উপরেও মেলা বসে। দম নিয়ে পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ধরে উপরে উঠতে পারলে দেখতে পাবেন পাহাড়ের ঢেউখেলানো সারি। আহা! চোখ জুড়িয়ে যায় প্রকৃতির ওই শোভা দেখে। পাহাড়ের উপরে প্রকৃতির পুজো হয়। বড় বড় পাথর চারিদিকে। পুজোর পর বলিও হয়। যারা মাঠার মেলায় আসবেন তাদের খুব সুন্দর একটি অভিজ্ঞতা হবে একথা হলফ করে বলতে পারি। পাহাড়ে উঠলে আর নামতে ইচ্ছে করবে না। তবু নামতে হবে। সূর্য যত পশ্চিমে ঢলে পড়বে ততই মাঠাবুরু মেলা চত্বর ফাঁকা হতে থাকবে। সেই ফাঁকা মেলা প্রাঙ্গনে দাঁড়ালে মনে হবে- মেলা শেষ হয়নি এখনো। ওই তো পাহাড়ে দলে দলে মানুষের উঠানামা চলছে। সেই মায়াবি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে হবে নিজের যেন পুনরুদ্ভব হয়েছে।

কী ভাবে আসবেন

হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে বরাভূম স্টেশনে নেমে গাড়িতে মাঠা আসা যায়। ১লা মাঘ এসে মেলা দেখতে পাবেন। বাকি সময় মাঠা কোলাহলশূন্য থাকে।